ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ:
পবিত্র কুরআনের আলোকে পর্যবেক্ষণ

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

কে এম এফ পাবলিশার্স
বাংলাদেশ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভঃ পবিত্র কুরআনের আলোকে পর্যবেক্ষণ

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

প্রকাশক
কে এম এফ পাবলিশার্স
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ

গ্রন্থসত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ
কে এম এফ সাইবার সলিউশন্স
উত্তরা, ঢাকা -১২৩০

এই বইটি শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবার প্রবেশাধিকার (Open Access) সুবিধা রয়েছে। অতএব ডাউনলোড ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই।

ISBN: 978-984-35-4806-1

978-984-35-4806-1

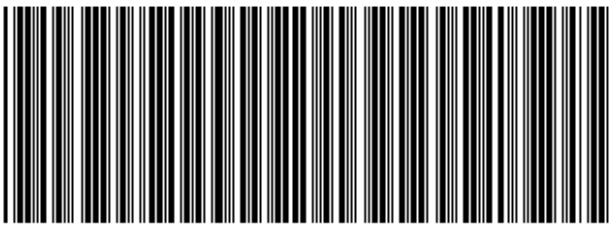

978-984-35-4806-1

Citation:

Mannan, K. A. (2023). ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ: পবিত্র কুরআনের আলোকে পর্যবেক্ষণ (The Five Pillars of Islam: Observations in the Light of the Holy Quran). ISBN:978-984-35-3506-1 **https://doi.org/10.5281/zenodo.8339893**

পটভূমি

আমার নানা একজন সম্মানিত মাওলানা ছিলেন এবং অসুস্থ মা-কে কোনদিন দেখি নাই কোন সালাত কাযা করতে, তাই আমি পারিবারিক ভাবে সুন্নি মাজহাবের মানুষ। এই মাজহাবের কেউ আমার শত্রু নয়। তবে মহান আল্লাহ আমাকে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন তা অপব্যবহার না করে, একজন একাডেমিক স্বীকৃত গবেষক হিসাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার চেষ্টা করি। সেই ক্ষেত্রে আমার চিন্তা, গবেষণা ও লেখায় ভুল থাকতে পারে, যা নিতান্ত-ই স্বাভাবিক। আশাকরি মহান আল্লাহ সেই ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন এবং কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল দেখা গেলে আমাকে অবহিত করা হলে (ইমেইল এর মাধ্যমে) আমি নিজেকে সংশোধন করে নিব এবং এই লেখাকে পুনঃসংস্করণ করব, ইনশাআল্লাহ (যদি বেঁচে থাকি) ।

জন্মের পর থেকেই শুনেছি ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ অর্থাৎ কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। জীবিকার জন্য যে শিক্ষা আমরা অর্জন করি তার ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে পড়াশুনা করি, তেমন করে কোনদিন পবিত্র কুরআন পড়াশুনা করি নাই, তাই এই পাঁচ স্তম্ভ সহ সামগ্রিক পবিত্র কুরআন সম্পর্কে রয়েছে জ্ঞানের বিশাল শূন্যতা। ফলে এই শূন্যস্থান পূরণ করে দিচ্ছে আমাদের চিরশত্রু শয়তান এবং তার দলবল। ইসলামের এই পাঁচ স্তম্ভকে নিয়ে অধ্যায়ন করতে করতে তেমনিটি-ই অনুধাবন করছি, তাই এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করার এবং খুব সহজে একজন মানুষ বুঝতে পারেন সেই ব্যবস্থা।

প্রথমেই এই পাঁচ স্তম্ভের ধারণার সাথে কঠিন আপত্তি করছি অর্থাৎ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচিটি নয়, তা কেবলমাত্র একটি তা হচ্ছে মহান আল্লাহর পবিত্র কুরআন। এই কিতাবের একটি শব্দ-কে অমান্যতো দূরের সন্দেহও করা যাবে না। তাই ইসলামের একমাত্র স্তম্ভ হচ্ছে পবিত্র কুরআন। যাই হউক বহুল প্রচলিত এই পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে প্রথমেই আসে ঈমান। ঈমান আনার জন্য মুখে কলেমা পড়তে হয় এবং অন্তরে তা বিশ্বাস করতে এটা-ই প্রচলিত রীতিনীতি। এই নীতিতে পাঁচটি বর্তমানে আরো ২টি বেড়ে মোট সাতটি কলেমা এবং ২টি ঈমানের বাক্য রয়েছে, যা বিশ্বের বিখ্যাত ও অখ্যাত সকল ধর্ম প্রচারকগণ প্রচার করছেন এবং সেই অনুযায়ী-ই ভিন্ন ধর্মের মানুষকে মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এখানে প্রথম অধ্যায়: ঈমান, কলেমা ও ঈমানদার: পবিত্র কুরআনের আলোকে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে ৭টি বাক্য পবিত্র কুরআনের কোথাও তার যেমন কোন অস্তিত্বতো নেই তেমনি তা পবিত্র কুরআনের নীতি বিরুদ্ধ, সাংঘর্ষিক এবং পবিত্র কুরআনের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। তাই আমি নিজে এই (৭+২) অর্থাৎ ৯টি বাক্যকে ইসলামের কলেমা ও ঈমান হিসাবে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং ইসলামের বিশ্বজনীন কলেমা (২:১৩৬) ও (৩:৮৪) কে পাঠ করে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত সকল কলেমাকে-ই ঈমান ও জীবন হিসাবে মেনে নিলাম, মহান আল্লাহ যেন কবুল করেন। তাছাড়া আমি সেখানে যে ৫৩২টি আয়াতের কথা উল্লেখ করেছি, তাই শেষ কথা নয় অন্যের গবেষণায় তা তারতম্য হতে-ই পারে।

প্রচলিত দ্বিতীয় স্তম্ভের যে নামাজ রয়েছে তা কখনও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সালাতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এভাবে পাঁচ বার ১৭ রাকাত বাধ্যতামূলক সালাতের বিধান দেন নাই। সালাত (নামায) শব্দটি পবিত্র কোরআনে সরাসরি ৮৯ টি আয়াতে ৯৬ বার, আর আলাদা আয়াতে তাহাজ্জুদ ১ বার, রূকু-সেজদা ১ বার, দন্ডায়মান ১ বার এবং তাসবীহ ৩ বার অর্থাৎ মোট ১০২ বার এসেছে। সেখানে ৯৫টির অধিক চলক রয়েছে এবং এই চলকের সমষ্টি-ই হচ্ছে সালাত আর সালাত কায়েম হচ্ছে ঐ সকল চলকগুলিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ। তবে শারীরিক সালাতের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন তাতে সর্বনিম্ন রাকাত হচ্ছে একটি (১) যারা সালাত পড়বেন এবং যিনি পড়াবেন তার জন্য ২ রাকাত সুনির্দিষ্ট সালাতের সময়ে, তবে সর্বোচ্চ রাকাতের কোন সীমাবদ্ধতা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন নাই। তাই প্রচলিত সালাতের বিধিবদ্ধ রীতিনীতি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি দ্বিতীয় অধ্যায়: "পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পদ্ধতি" গবেষণা প্রবন্ধটি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এবং মনযোগের সহিত পাঠ করলে সহজে-ই বুঝতে সক্ষম হবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: "যাকাতের প্রচলিত পদ্ধতি বনাম পবিত্র কোরআন: দাতা ও গ্রহীতার একটি আর্থ-সামাজিক মডেল" এই গবেষণা প্রবন্ধটি ৪০টি মুসলিম প্রধান দেশের সমসাময়িক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলাফলে দেখা গেল যে সকল দেশ-ই পবিত্র কুরআনের মূলনীতি বহির্ভূত পন্থায় যাকাতের বিধি-বিধান ও প্রথায় বিশ্বাসী। প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাতের ক্ষেত্রে রয়েছে সর্বনিম্ন পরিমান (নিসাব) ও হার ২.৫%। এই দুটি মৌলিক উপাদান, যার অস্তিত্ব পবিত্র কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে, যাকাতকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনায় সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ সামাজিক দিকটি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আরো দেখা যায় যে, কিছু কিছু দেশ সরকারি ভাবে এই যাকাত আদায় করে এবং ব্যয় করা হয় পবিত্র কুরআনের অন-অনুমোদিত উপায়। উপরন্ত, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মাযহাবের দ্বন্ধে যুদ্ধের মত ধ্বংসাত্মক পথে জড়িত হয়ে গেলেও, যাকাতের ব্যাপারে এক মাযহাবের অনুসারী। এখানে উল্লেখ যে পবিত্র কুরআনের ফসল কাটার নীতি ও খুমুস (যা হচ্ছে লভ্যাংশের ১/৫) নীতি যাকাত গ্রহণকারী শ্রেণী চিহ্নিত করা হলেও, বাস্তবে যাকাত বা ভিন্ন কোন উপায়ে ঐ শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণের কোন বন্টনের ব্যবস্থাও নেই। মূলত একাদশ শতাব্দী মতান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকলিত বিভিন্ন লাহওয়াল হাদিস থেকে যাকাতের বিধিবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রচলিত চতুর্থ ও পঞ্চম স্তম্ভকে একই সাথে চতুর্থ অধ্যায়: হজ্জ ও সিয়াম (রোজা): পবিত্র কুরআনের আলোকে এই শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রে নির্ভরশীল চাঁদের উপর অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত দিন, মাস, ও বছর গণনা পদ্ধতির উপর কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী বর্ষপঞ্জিটি সম্পূর্ণ আবেগতাড়িত যার সাথে পবিত্র কুরআনের কোন ধরণের সম্পৃক্ততা নেই। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট হজ্জের মাস সমূহের কথা উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবে নেই। হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়গুলিকে বিভ্রান্তিকর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে হজ্জের মূলনীতি এবং উদ্দেশ্যকে অংকুরে-ই বিনষ্ট করেছে। পবিত্র কুরআন হজ্জকে কোথাও কেবলমাত্র

মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং পৃথিবীর সকল মানুষকে আহ্বানে করা হয়েছে। তাই হজ্জকে মুসলিমদের জন্য ফরজ ইবাদত বলে একটি স্তম্ভ হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। সিয়াম (রোজা) যে হিসাবে মাসকে গণনা করা হয় তা বিভ্রান্তিকর এবং ইফতার ও সেহরির সময় সম্পর্কে লাহওয়াল হাদিস থেকে যে মতবাদ নেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন পরিপন্থী।

পরিশেষে যে কথাটি দিয়ে শেষ করব তা হচ্ছে ইসলাম কোন পঞ্চ স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল নয়। ইসলামের কেবলমাত্র একটি স্তম্ভ তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য পাঠ্য বই হিসাবে রচনা করে দিয়েছেন। অনেকবার আল্লাহ বলেছেন যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয়। অনেক আয়াতে বলেছেন যেখানে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে চিন্তার বিষয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সকল মানুষকে একরকম মেধা শক্তি দেন নাই। তাই একজন কম মেধার মানুষকে প্রথমেই বলে দিলেন ঈমান আনার জন্য। এখন ঈমান অধ্যায় দেখলাম ঈমান রাখতে হলে ৫১টি চলক মেনে চলতে হবে। আর এই ৫১টি চলকের রয়েছে নিজস্ব চলক সমূহ, যেমন ঈমানদারকে সালাত কায়েম করতে হবে আর সালাতের পেয়েছি ৯৫টি চলক। বাকি ৫০টির সাথে এভাবেই চক্রটি গড়ে উঠে। আর এভাবেই একজন ঈমানদার পবিত্র কুরআনের একটি শব্দের বাইরে যেতে পারবেন না। তাই সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটি মাত্র স্তম্ভ।

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

আগষ্ট ২০২৩

Email: drkaziabdulmannan@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ঈমান, কলেমা ও ঈমানদার: পবিত্র কুরআনের আলোকে

১.১	পটভূমি	৯
১.২	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	১১
১.৩	ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো	২০
১.৪	যেভাবে ঈমান আনা হয়েছিল	২৬
১.৫	কলেমা ও কলেমার দোয়া সমূহ	৩১
	পরিশিষ্ট	৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পদ্ধতি

	সংক্ষিপ্তসার	৪৮
২.১	ভূমিকা	৪৯
২.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৫২
২.৩	সাহিত্য পর্যালোচনা	৫৬
২.৪	গবেষণা পদ্ধতি	৫৬
২.৫	তথ্য বিশ্লেষণ এবং আলোচনা	৫৭
২.৬	উপসংহার	৮৪
২.৭	সীমাবদ্ধতা	৮৫
২.৮	সুপারিশমালা	৮৬
২.৯	তথ্যসূত্র	৮৭
	সারণী ১: প্রচলিত সালাত (নামাজ) রীতিনীতি ও উৎস	৫৭
	সারণী ২: প্রচলিত নামাজের ছকে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ)	৬৮
	সারণী ৩: মন্তব্য সহ পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ)	৭৬
	সারণী ৪: পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পদ্ধতি	৮১

তৃতীয় অধ্যায়
যাকাতের প্রচলিত পদ্ধতি বনাম পবিত্র কোরআন: দাতা ও গ্রহীতার একটি আর্থ-সামাজিক মডেল

	সংক্ষিপ্তসার	৯১
৩.১	ভূমিকা	৯২
৩.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	৯৪
৩.৩	সাহিত্য পর্যালোচনা	৯৫
৩.৪	গবেষণা পদ্ধতি	৯৯
৩.৫	তাত্ত্বিক মডেল	৯৯

৩.৬	প্রয়োগিক মডেল	১০২
৩.৭	তথ্য বিশ্লেষণ	১০৫
৩.৮	তথ্য পর্যালোচনা	১১০
৩.৯	উপসংহার	১১২
৩.১০	সুপারিশমালা	১১৩
৩.১১	তথ্যসূত্র	১১৩
	পরিশিষ্ট	১১৮
	টেবিল ১.১: যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত	১০২
	টেবিল ১.২: যাকাত সংগ্রহে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই	১০৩
	টেবিল ১.৩: যে সকল দেশগুলির জনগণের জন্য ঐচ্ছিক	১০৪
	টেবিল ১.৪: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' বিভিন্ন নগদ, সোনা রুপা, কৃষি ও খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে	১০৬
	টেবিল ১.৫: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' ভেড়া ও ছাগলের ক্ষেত্রে	১০৭
	টেবিল ১.৬: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' গরু ও মহিষ ক্ষেত্রে	১০৮
	টেবিল ১.৭: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' উটের ক্ষেত্রে	১০৯

চতুর্থ অধ্যায়
হজ্জ ও সিয়াম (রোজা): পবিত্র কুরআনের আলোকে

	পটভূমি	১২২
৪.১	**সিয়াম (রোজা)**	১২৫
৪.২	ইফতারের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি	১২৯
৪.৩	হাজীদের জন্য সিয়াম (রোজা)	১৩০
৪.৪	ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করা হলে যে সিয়াম (রোজা)	১৩২
৪.৫	কসমের জন্য যে সিয়াম (রোজা)	১৩৩
৪.৬	স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করার জন্য যে সিয়াম (রোজা)	১৩৪
৪.৭	আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সিয়াম (রোজা) কারিগনের জন্য	১৩৫
৪.৮	আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নবীর জন্য	১৩৬
৪.৯	**হজ্জ**	১৩৮
৪.১০	চাঁদ দেখে হজ্জ শুরু	১৩৮
৪.১১	হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ	১৩৯
৪.১২	প্রথম ঘর বাক্কায় সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক	১৪০
৪.১৩	প্রথম হজ্জের ঘোষণা	১৪১
৪.১৪	কুরআনের নবীর হজ্জের ঘোষণা	১৪৬
৪.১৫	হাজীদের জন্য সিয়াম (রোজা)	১৪৭
৪.১৬	সাফা ও মারওয়া	১৪৮
৪.১৭	আরাফা ও মাশ'আরুল হারাম	১৪৯

৪.১৮ বিদায় পর্ব ১৪৯
৪.১৯ সংক্ষিপ্তকরণ ১৫১

ঈমান, কলেমা ও ঈমানদার: পবিত্র কুরআনের আলোকে

ড. কাজী আব্দুল মান্নান[১]

১.১ পটভূমি

ঈমান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হলে আমাদের পবিত্র কুরআন থেকে কমপক্ষে ৫৩২টি আয়াত নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে, যা এখানে পরিশিষ্ট:এ-তে দেওয়া হল। এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে নির্যাস বের করতে হলে কুরআনের ভাষা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া জরুরি, যা আমার নেই । তাই সাধারণ জ্ঞানের আলোকে আমি ৫৩২টি আয়াতকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছি, যা (ক) যেভাবে ঈমান আনতে হবে (৪৯টি আয়াত), (খ) যারা ঈমান এনেছে (২৯৯টি আয়াত), (গ) যারা ঈমান আনবে না (৮১টি আয়াত), এবং (ঘ) মুনাফিক/কাফের/ফাসেক ঈমান (১০৩টি আয়াত)। এখানে শুধুমাত্র যেভাবে ঈমান আনতে হবে সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বাকি তিনটি কেবলমাত্র পরিশিষ্ট:এ তে আয়াত নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যেভাবে ঈমান আনতে হবে এই ৪৯টি আয়াতকে বিশ্লেষণ করে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন (১) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো, (২) বিভিন্ন ধরণের ঈমান আনার আয়াত এবং (৩) কলেমা ও কলেমার দোয়া সমূহ। **প্রথমেই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে** বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে মোট ১৮টি আয়াতে ৫১টি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সারণী: ২ এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে গায়েবের প্রতি, আখিরাতের প্রতি, নাযিল করা হয়েছে কুরআনে, নাযিল করা হয়েছে পূর্বে, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, নবীগণের প্রতি; আল্লাহকে ভয়; সালাত কায়েম; রিযক থেকে ব্যয়; আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি নয়; যথার্থভাবে কিতাব পাঠ; সম্পদ প্রদান নিকটাত্মীয়গণকে; সম্পদ প্রদান ইয়াতীম; সম্পদ প্রদান অসহায়; সম্পদ প্রদান মুসাফির; সম্পদ প্রদান প্রার্থনাকারীকে; সম্পদ প্রদান বন্দিমুক্তিতে; যাকাত দেয়; অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে; ধৈর্যধারণ করে কষ্ট; ধৈর্যধারণ দুর্দশায়; ধৈর্যধারণ যুদ্ধের; সত্যবাদী; মুমিনদের সাথে বিবাহ; উপদেশ গ্রহণ করে; রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য না করা; ভাল কাজের আদেশ; মন্দ কাজ থেকে নিষেধ; কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয়; নেককারদের অন্তর্ভুক্ত; তাকওয়া অবলম্বন; আল্লাহর আনুগত্য; রাসূলের আনুগত্য; দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি না করা; আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু না বলা; 'তিন' বলা থেকে বিরত; কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই; রাসূলদের সহযোগিতা করা; আল্লাহকে উত্তম ঋণ; উত্তম পন্থায় আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক; খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করা; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ। নারীদের জন্য ভিন্ন অঙ্গীকার যেমন, আল্লাহর সাথে

[১] Advocate Dr Kazi Abdul Mannan, Chairperson, Center for Academic & Professional Career Development and Research (CAPCDR), Bangladesh. Email: drkaziabdulmannan@gmail.com

কোন কিছু শরীক করবে না; চুরি করবে না; ব্যভিচার করবে না; নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না; তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না; সৎকাজে তারা অবাধ্য হবে না; রবের সাথে কাউকে শরীক না করা। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কুরআনের পরিবর্তে অন্য কোন্ বাণীর প্রতি ঈমান নয়।

উপরোক্ত ৫১টি বিষয়ের যে কোন একটি বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া ঈমানের ব্যাখ্যা দিলে তা হয়ে যাবে ঈমান না আনার দলভুক্ত যা বিস্তারিত পরিশিষ্ট: এ-রে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ধরণের ঈমান আনার আয়াত সম্পর্কে নিচের সারণী:৩ দেয়া হয়েছে ২৬টি আয়াতে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঈমান আনার আয়াতগুলো। সেখানে ফেরাউনের ঈমান আনার আয়াতও রয়েছে। তাছাড়াও জাহান্নামী আজাব প্রাপ্তগণ যেভাবে ঈমান আনয়ন করতে চাইবে।

তৃতীয়ত কলেমা ও কলেমার দোয়া সমূহ সারণী: ৪ থেকে কতিপয় আয়াত বাদ দিয়ে ১৯টি আয়াতকে কলেমা ও কলেমার দোয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হল যা সারণী: ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সকলেই কলেমাগুলি মুখে পড়েছে এবং ঈমান এনেছে। তাই আমাদেরও মুখে বলতে হবে এবং অন্তরে গেথে নিতে হবে। মূলত (২:১৩৬) এবং (৩:৮৪) প্রায় একই ধরণের যে আয়াত রয়েছে তা হচ্ছে মানুষের জন্য **বিশ্বজনীন** কলেমা।

তাই প্রচলিত ৫ কলেমা ও দুই ঈমানের মানব রচিত বাক্যগুলি কখনো ইসলামের কলেমা হতে পারে না, যা কোন দেশের পতাকা বা বিভিন্ন দেশের প্রেস থেকে সংকলন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী তার সবগুলি-ই লাহওয়াল হাদিস, শুনতে যত শ্রুতিমধুর ও অর্থপূর্ণ-ই হোক না কেন।

১.২ ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে

নিচের সারণি: ১ এ ৪৯টি আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন নবী ও রাসূল এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপটে ঈমান সম্পর্কিত আয়াতগুলি বিদ্যমান। এখানে উল্লেখ যে, কেবলমাত্র ৪৯টি আয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়। এখানে কেবলমাত্র খুব বেশি গুরুত্বপূর্ন আয়াতগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণী: ১ ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে তার সকল আয়াত সমূহ

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
১.	২:৩	গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।	
২.	২:৪	আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।	
৩.	২:৪১	আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীস্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।	
৪.	২:১২১	যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	
৫.	২:১২৬	আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, **'হে আমার রব, আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মুলের রিযক দিন যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে'** । তিনি বললেন, 'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণতি' ।	ইবরাহীম
৬.	**২:১৩৬**	তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা**	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
		প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত' ।	
৭.	২:১৭৭	ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।	
৮.	২:১৮৬	আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।	
৯.	২:২২১	আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।	
১০.	**২:২৮৫**	রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
		মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।	
১১.	৩:৭	তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, **আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে।** আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।	
১২.	৩:১৬	যারা বলে, **'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'** ।	
১৩.	৩:৫২	অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, 'কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে' ? হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর **তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'** ।	ঈসা
১৪.	৩:৫৩	**হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন'** ।	ঈসা
১৫.	৩:৮৪	বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'** ।	
১৬.	৩:১১৪	তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
		তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।	
১৭.	৩:১৭৯	আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।	
১৮.	**৩:১৯৩**	**'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন' । তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে' ।**	
১৯.	৪:৫৯	হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।	
২০.	৪:১৩৬	হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।	
২১.	৪:১৫২	আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করেনি, তাদেরকে অচিরেই তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
২২.	৪:১৬২	কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব।	
২৩.	৪:১৭০	হে মানুষ, অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূল এসেছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি কুফরী কর, তবে নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে, তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	
২৪.	৪:১৭১	হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।	
২৫.	৫:১২	আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
২৬.	**৫:৮৩**	'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, **'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন'** ।	
২৭.	৫:১১১	স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে হুকুম করেছিলাম যে, আমার প্রতি আর আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন; তারা বলেছিল, **আমরা ঈমান আনলাম আর তুমি সাক্ষী থেক যে, আমরা মুসলিম।**	ঈসা
২৮.	**৭:১২১**	তারা বলল, **'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।**	মূসা
২৯.	**৭:১২৬**	আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। **হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।'**	মূসা
৩০.	**৭:১৪৩**	আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, **'হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।'** তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, **'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।'**	মূসা
৩১.	**১০:৯০**	আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির 'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, **'আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'** ।	ফিরআওন

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
৩২.	**২০:৭০**	অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, **'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'** ।	যাদুকর
৩৩.	**২০:৭৩**	**'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'** ।	যাদুকর
৩৪.	**২৩:১০৯**	আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, **'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।**	
৩৫.	**২৬:৪৭-৪৮**	তারা বলল, **'আমরা ঈমান আনলাম সকল সৃষ্টির রবের প্রতি'** । **'মূসা ও হারুনের রব'** ।	যাদুকর
৩৬.	**২৯:৪৬**	আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী'** ।	
৩৭.	**৪০:৮৪**	তারপর তারা যখন আমার আযাব দেখল তখন বলল, **'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর যাদেরকে আমরা তার সাথে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'** ।	
৩৮.	**৪২:১৫**	এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, **'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে'** ।	
৩৯.	৪২:৫২	অনুরূপভাবে (উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে) আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে **'রূহ' কে ওহী যোগে প্রেরণ**	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
		করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও।	
৪০.	**৪৪:১২**	(তখন তারা বলবে) **'হে আমাদের রব, আমাদের থেকে আযাব দূর করুন; নিশ্চয় আমরা মুমিন হব।'**	আজাব প্রাপ্তগণ
৪১.	৪৬:৩১	'হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন' ।	
৪২.	৪৮:৯	যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।	
৪৩.	৫৯:১০	যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: **'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।**	
৪৪.	৬০:৪	ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না।' হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।	ইবরাহীম

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	বিষয় সমূহ
৪৫.	৬০:১২	হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	নারীদের জন্য ভিন্ন অঙ্গীকার
৪৬.	৬৭:২৯	বল, **'তিনিই পরম করুণাময়। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছি।** কাজেই তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' ?	
৪৭.	৭১:২৮	**'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।'**	বদ্দুআ
৪৮.	৭২:২	যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর **আমরা তাতে ঈমান এনেছি।** আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না' ।	
৪৯.	৭৭:৫০	**সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে?**	

১.৩ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো

নিচের সারণি: ২ এ ৪৯টি আয়াত হতে ১৮টি আয়াতের অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে রয়েছে ঈমানের চলকগুলি। এই চলকগুলিকে আলাদা করে দেখা গেল যে, ঈমানের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে ৫১টি চলক অর্থাৎ এই ৫১টি চলকের সমষ্টি-ই হচ্ছে ঈমান। এই ৫১টি চলকের সাথে যে সকল চলক রয়েছে তাদের রয়েছে নিজস্ব চলক যেমন সালাতের রয়েছে ৯৫টি চলক। অর্থাৎ ঈমানের এই ৫১টি চলকের সাথে জড়িয়ে রয়েছে পরিপূর্ন কুরআন। তাই পবিত্র কুরআনের একটি শব্দকে বাদ দেওয়ার কোন অবকাশ কখনো একজন ঈমানদারের থাকবে না।

সারণী: ২ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
১.	২:৩	গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।	গায়েবের প্রতি	১.
			সালাত কায়েম	২.
			রিযক থেকে ব্যয়	৩.
২.	২:৪	আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।	নাযিল করা হয়েছে কুরআনে	৪.
			নাযিল করা হয়েছে পূর্বে	৫.
			আখিরাতের প্রতি	৬.
৩.	২:৪১	আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীস্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর।	আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি নয়	৭.
			আল্লাহকে ভয়	৮.
৪.	২:১২১	যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।	যথার্থভাবে কিতাব পাঠ	৯.
৫.	২:১৭৭	ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান	শেষ দিবস	১০.
			ফেরেশতাগণ	১১.
			কিতাব ও নবীগণের প্রতি	১২.

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
		আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।	সম্পদ প্রদান নিকটাত্মীয়গণকে	১৩.
			সম্পদ প্রদান ইয়াতীম	১৪.
			সম্পদ প্রদান অসহায়	১৫.
			সম্পদ প্রদান মুসাফির	১৬.
			সম্পদ প্রদান প্রার্থনাকারীকে	১৭.
			সম্পদ প্রদান বন্দিমুক্তিতে	১৮.
			যাকাত দেয়	১৯.
			অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে	২০.
			ধৈর্যধারণ করে কষ্ট	২১.
			ধৈর্যধারণ দুর্দশায়	২২.
			ধৈর্যধারণ যুদ্ধের	২৩.
			সত্যবাদী	২৪.
৬.	২:২২১	আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।	মুমিনদের সাথে বিবাহ	২৫.
			উপদেশ গ্রহণ করে	২৬.

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
৭.	**২:২৮৫**	রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, **আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।**	রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য না করা	২৭.
৮.	৩:১১৪	তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।	ভাল কাজের আদেশ	২৮.
			মন্দ কাজ থেকে নিষেধ	২৯.
			কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয়	৩০.
			নেককারদের অন্তর্ভুক্ত	৩১.
৯.	৩:১৭৯	আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।	তাকওয়া অবলম্বন	৩২.
১০.	৪:৫৯	হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং	আল্লাহর আনুগত্য	৩৩.
			রাসূলের আনুগত্য	৩৪.

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
		তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।		
১১.	৪:১৭১	হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।	দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি না করা	৩৫.
			আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু না বলা	৩৬.
			'তিন' বলা থেকে বিরত	৩৭.
			কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই	৩৮.
১২.	৫:১২	আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের	রাসূলদের সহযোগিতা করা	৩৯.
			আল্লাহকে উত্তম ঋণ	৪০.

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
		পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।		
১৩.	**২৯:৪৬**	আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী'** ।	উত্তম পন্থায় আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক	৪১.
১৪.	**৪২:১৫**	এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, **'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে'** ।	খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করা	৪২.
১৫.	৪৮:৯	যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।	সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ	৪৩.

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	চলক সমূহ	
১৬.	৬০:১২	হে নবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	**নারীদের জন্য ভিন্ন অঙ্গীকার**	
			আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না	৪৪.
			চুরি করবে না	৪৫.
			ব্যভিচার করবে না	৪৬.
			নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না	৪৭.
			তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না	৪৮.
			সৎকাজে তারা অবাধ্য হবে না	৪৯.
১৭.	৭২:২	যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর **আমরা তাতে ঈমান এনেছি।** আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না’ ।	রবের সাথে কাউকে শরীক না করা	৫০.
১৮.	৭৭:৫০	সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে?	কুরআনের পরিবর্তে অন্য কোন্ বাণীর প্রতি ঈমান নয়	৫১.

১.৪ যেভাবে ঈমান আনা হয়েছিল

নিচের সারণি: ৩ এ রয়েছে ২৬টি আয়াতের অনুবাদ যেখানে বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণ যে সকল আয়াতগুলি পড়ে ঈমান এনেছিলেন। তাছাড়াও রয়েছে ঈমান আনার আয়াত সমূহ যা এমন কিছু ব্যক্তি যেমন ফিরআউন এবং অন্যান্য অর্থাৎ যা মহান আল্লাহর নিকট কবুল হয় নাই। এই সকল আয়াতগুলি প্রমান করে যে পবিত্র কুরআনের সুন্দর আয়াত পড়লে-ই তা ঈমানের কলেমা নয়। ফিরআউন কিন্তু সুন্দর কথা বলে-ই ঈমান এনেছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ কি তা কবুল করেছেন? তাই ঈমান আনার কলেমা হিসাবে ফিরআউনের সেই আয়াত পড়ে কি আল্লাহর কাছে ঈমান আনব? আমার সাধারণ জ্ঞানে এর উত্তর হচ্ছে না। তাছাড়াও (৭১:২৮) এ একটি বদ্দুআও রয়েছে, আমার সাধারণ জ্ঞান বলে এই ধরণের প্রেক্ষাপটে-ই কেবলমাত্র এই আয়াত পড়া যাবে, তবে সকল সময়ের জন্য নয়।

সারণী: ৩ যেভাবে ঈমান আনা হয়েছিল

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
১.	২:১২৬	আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, **'হে আমার রব, আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মুলের রিযক দিন যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে'** । তিনি বললেন, 'যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণতি' ।	ইবরাহীম
২.	**২:১৩৬**	তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত'** ।	**ইবরাহীম**
৩.	**৩:৭**	তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, **আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে**। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।	
৪.	**৩:১৬**	যারা বলে, **'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'** ।	
৫.	**৩:৫২**	অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, 'কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে' ? হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর **তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'** ।	ঈসা
৬.	**৩:৫৩**	**হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন'** ।	ঈসা
৭.	**৩:৮৪**	বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'** ।	
৮.	**৩:১৯৩**	**'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন'** । তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে’ ।	
৯.	**৫:৮৩**	‘আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, **‘হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন’** ।	
১০.	৫:১১১	স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে হুকুম করেছিলাম যে, আমার প্রতি আর আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন; তারা বলেছিল, **আমরা ঈমান আনলাম আর তুমি সাক্ষী থেক যে, আমরা মুসলিম।**	ঈসা
১১.	**৭:১২১**	তারা বলল, **‘আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।**	মূসা
১২.	**৭:১২৬**	আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। **হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।’**	মূসা
১৩.	**৭:১৪৩**	আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, **‘হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।’** তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, **‘আপনি পবিত্র মহান,**	মূসা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।'	
১৪.	**১০:৯০**	আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির 'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, **'আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'** ।	ফিরআওন
১৫.	**২০:৭০**	অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, **'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'** ।	যাদুকর
১৬.	**২০:৭৩**	**'নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'** ।	যাদুকর
১৭.	**২৩:১০৯**	আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, **'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'**	
১৮.	**২৬:৪৭-৪৮**	তারা বলল, **'আমরা ঈমান আনলাম সকল সৃষ্টির রবের প্রতি'** । **'মূসা ও হারুনের রব'** ।	যাদুকর
১৯.	**২৯:৪৬**	আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী'** ।	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
২০.	**৪০:৮৪**	তারপর তারা যখন আমার আযাব দেখল তখন বলল, **'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর যাদেরকে আমরা তার সাথে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'** ।	
২১.	**৪২:১৫**	এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, **'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে'** ।	
২২.	**৪৪:১২**	(তখন তারা বলবে) **'হে আমাদের রব, আমাদের থেকে আযাব দূর করুন; নিশ্চয় আমরা মুমিন হব।'**	আজাব প্রাপ্তগণ
২৩.	৫৯:১০	যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: **'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।**	
২৪.	৬৭:২৯	বল, **'তিনিই পরম করুণাময়। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছি।** কাজেই তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' ?	
২৫.	৭১:২৮	**'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।'**	বদ্দুআ

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
২৬.	৭২:২	**যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না’ ।**	

১.৫ কলেমা ও কলেমার দোয়া সমূহ

নিচের সারণি:৪ এ মোট ১৯টি আয়াতের আরবি এবং তার অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক কলেমা, কলেমার সাথে সংযুক্ত দোয়া এবং একটি বদ্দুআ সংযুক্ত দোয়া। এখানে রয়েছে ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা এবং সর্বশেষ সংকলিত পবিত্র কুরআনের কলেমা সমূহ। বিশ্বজনীন কলেমা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় (২:১৩৬) এবং (৩:৮৪) এই দুটিকে যেখানে মূলত একই কথা রয়েছে, শুধু (২:১৩৬) -এ বহু বচন "তোমরা বল" এবং "(৩:৮৪)"-এ "তুমি বল" এতটুকু-ই পার্থক্য। এই কলেমা আমি বিশ্বজনীন কলেমা মনে করি কারণ এখানে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। কেউ যদি বলে সে ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা বা অন্য কোন নবীর অনুসারী তবে তাকে সেই কিতাব অনুসরণ করতে হবে। সেই কিতাব সে অনুসরণ করেছেন কি না তার ফায়সালা করবেন বিচার দিনে মহান আল্লাহ। এই কলেমা বিশ্বজনীন ধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী, তা অনস্বীকার্য।

এখানে যে বিষয়টি স্পর্শ কাতর ও গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রচলিত লাহওয়াল হাদিস (আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত) থেকে সংকলিত যে সকল বানোয়াট কলেমা রয়েছে তার সাথে পবিত্র কুরআনের কলেমা সাংঘর্ষিক। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যক্তি কোন মোহাম্মদের উপর ঈমান বা ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া। প্রচলিত কলেমায় কেবলমাত্র একজন নবীকে মেনে নেওয়া আর সকল নবীকে অস্বীকার করা কোনদিন ইসলামের কলেমা হতে পারে না। শুধু কলেমার আয়াতে নয় মহান আল্লাহ একাধিক আয়াতে আমাদের আদেশ করেছেন আমরা যেন কোন নবী রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করি। প্রচলিত কলেমাগুলি একজন নবীকে-ই স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন প্রেস থেকে তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে কোন নবী বা রাসূলের উপর মহান আল্লাহ ঈমান আনার কথা বলেন নাই, নির্দেশ হচ্ছে যখন যেই নবী ও রাসূলগণ এসেছেন এবং তারা মহান আল্লাহর যে বাণী নিয়ে এসেছেন এবং তা প্রচার করেছেন তার উপর ঈমান এনে জীবন বিধান হিসাবে পরিচালনা-ই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। তাই আমি পবিত্র কুরআন বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে আগত সকল নবী ও রাসূলগণের সত্যতাকে-ই মেনে নিয়েছি।

সারণী: ৪ কলেমা ও কলেমার দোয়া সমূহ

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
১.	২:১৩৬	قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত'** ।	বিশ্বজনীন কলেমা
২.	৩:৭	هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক,	সহজ কলেমা
		তারা বলে, **আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে।** আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।	

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
৩.	৩:১৬	اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ যারা বলে, **'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'** ।	কলেমার দোয়া
৪.	৩:৫২	فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, 'কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে' ? হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর **তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম'** ।	ঈসা
৫.	৩:৫৩	رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ **হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন'** ।	ঈসা
৬.	৩:৮৪	قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ	বিশ্বজনীন কলেমা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'** ।	
৭.	**৩:১৯৩**	رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىۡ لِلۡاِيۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا ۟ رَبَّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ كَفِّرۡ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الۡاَبۡرَارِ **'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন' । তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে'** ।	কলেমার দোয়া
৮.	**৫:৮৩**	وَ اِذَا سَمِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَى الرَّسُوۡلِ تَرٰۤى اَعۡيُنَهُمۡ تَفِيۡضُ مِنَ الدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُوۡا مِنَ الۡحَقِّ ۚ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكۡتُبۡنَا مَعَ الشّٰهِدِيۡنَ 'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, **'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন'** ।	সহজ কলেমা
৯.	**৫:১১১**	وَ اِذۡ اَوۡحَيۡتُ اِلَى الۡحَوَارِيّٖنَ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِىۡ وَ بِرَسُوۡلِىۡ ۚ قَالُوۡۤا اٰمَنَّا وَ اشۡهَدۡ بِاَنَّنَا مُسۡلِمُوۡنَ	ঈসা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে হুকুম করেছিলাম যে, আমার প্রতি আর আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন; তারা বলেছিল, **আমরা ঈমান আনলাম আর তুমি সাক্ষী থেক যে, আমরা মুসলিম।**	
১০.	৭:১২১	قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তারা বলল, **'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।**	মূসা
১১.	৭:১২৬	وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। **হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।'**	মূসা
১১.	৭:১৪৩	وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَ لٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, **'হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব।** তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর	মূসা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, **'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম।'**	
১২.	২৩:১০৯	اِنَّهٗ كَانَ فَرِيۡقٌ مِّنۡ عِبَادِىۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا وَ ارۡحَمۡنَا وَ اَنۡتَ خَيۡرُ الرّٰحِمِيۡنَ আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, **'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'**	সহজ কলেমা
১৩.	২৬:৪৭-৪৮	قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ رَبِّ مُوۡسٰى وَ هٰرُوۡنَ তারা বলল, **'আমরা ঈমান আনলাম সকল সৃষ্টির রবের প্রতি' । 'মূসা ও হারুনের রব' ।**	যাদুকর
১৪.	২৯:৪৬	وَ لَا تُجَادِلُوۡۤا اَهۡلَ الۡكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مِنۡهُمۡ وَ قُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡنَا وَ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمۡ وَاحِدٌ وَّ نَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, **'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী' ।**	মৌলিক কলেমা
১৫.	৪২:১৫	فَلِذٰلِكَ فَادۡعُ ۚ وَ اسۡتَقِمۡ كَمَاۤ اُمِرۡتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ ۚ وَ قُلۡ اٰمَنۡتُ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنۡ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرۡتُ لِاَعۡدِلَ بَيۡنَكُمۡ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمۡ ؕ لَنَاۤ اَعۡمَالُنَا	মৌলিক কলেমা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
		وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۫ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ۫ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, **'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে'** ।	
১৬.	৫৯:১০	وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: **'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।**	কলেমার দোয়া
১৭.	৬৭:২৯	قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ বল, **'তিনিই পরম করুণাময়। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছি।** কাজেই তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' ?	সহজ কলেমা

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত	মন্তব্য
১৮.	৭১:২৮	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ۔ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا **‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।’**	বদ্দুআ
১৯.	৭২:২	يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۔ وَ لَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا **যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না’ ।**	সহজ কলেমা

পরিশেষে আমার প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের আল্লামা, শায়েখ, মুফতি, মোফাসেসর, মুহাদ্দিস, আলেম, ওলামা, দায়িক, ইমাম, ধর্মীয় নেতা, পীর, মাশায়েখ, তাবলীগ, ধর্ম প্রচারক, মুসলিম, মুমিন, মুত্তাকী, ঈমানদার সকলের নিকট, পবিত্র কুরআনের এতগুলি কলেমাকে আমাদের মত সাধারণ মানুষের নিকট থেকে আড়াল করে উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান ও ইরান থেকে রচিত প্রচলিত কলেমাগুলির প্রচার করে তা মানুষের মগজে প্রতিষ্ঠা করা কি শয়তানের বন্ধুর কাজ নয়? প্রকৃত অর্থে পবিত্র কুরআনের কলেমাগুলি প্রতিষ্ঠিত হলে সকল প্রকার ধর্ম ব্যবসা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব থেকে বিলীন হয়ে যাবে। তাই সকল প্রকার ধর্ম ব্যবসায়ীগণ মনগড়া কলেমা ও ধর্ম রচনা করে পবিত্র কুরআনকে কেবলমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে শ্রুতিমধুর করে শয়তানের নাম উচ্চারণকে ইবাদত বানিয়ে রেখেছে। অথচ মহান আল্লাহ আমাদের বার বার পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার কথা বলেছেন। শুধুমাত্র নির্দেশ নিয়ে থেমে থাকেন নাই বরং ভৎসর্না করেছেন যে আমরা কি অন্ধ ও বধির হয়ে গেছি, আমাদের অন্তরে কি তালা লেগে গেছে যে কারণে কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণাকে বাদ দিয়েছি।

পরিশিষ্ট

ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত সকল আয়াতগুলির তালিকা নিচে দেয়া হল:

পরিশিষ্ট: এ

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
১.	২:৩	২:২৫	২:৬	২:৮
২.	২:৪	২:২৬	২:৭	২:৯
৩.	২:৪১	২:৬২	২:১৩	২:১৪
৪.	২:১২১	২:৮২	২:৮৮	২:৭৫
৫.	২:১২৬	২:১৩৭	২:৯৩	২:৭৬
৬.	**২:১৩৬**	২:১৪৩	২:১০০	২:৮৫
৭.	২:১৭৭	২:১৫৩	২:১০৩	২:৯১
৮.	২:১৮৬	২:১৬৫	২:১০৮	২:১০৯
৯.	২:২২১	২:১৮৩	৪:৪৬	৩:৭২
১০.	**২:২৮৫**	২:২১৮	৪:১৫৯	৩:৮৬
১১.	**৩:৭**	২:২২৮	৬:১২	৩:৯০
১২.	**৩:১৬**	২:২৩২	৬:২০	৩:৯৯
১৩.	**৩:৫২**	২:২৫৩	৬:২৫	৩:১০০
১৪.	**৩:৫৩**	২:২৫৪	৬:১০৯	৩:১০৬
১৫.	**৩:৮৪**	২:২৫৬	৬:১১১	৩:১১০
১৬.	৩:১১৪	২:২৫৭	৬:১১৩	৩:১১৯
১৭.	৩:১৭৯	২:২৬৪	৬:১২৪	৩:১৪১
১৮.	**৩:১৯৩**	২:২৭৭	৬:১২৫	৩:১৬৭
১৯.	৪:৫৯	২:২৭৮	৭:৭২	৩:১৭৭
২০.	**৪:১৩৬**	২:২৮২	৭:৭৬	৩:১৮৩
২১.	৪:১৫২	৩:৫৭	৭:৮৭	৪:৩৮
২২.	৪:১৬২	৩:৬৮	৭:৯৬	৪:৩৯
২৩.	৪:১৭০	৩:১১৮	৭:১০১	৪:৪৩
২৪.	৪:১৭১	৩:১৩০	৭:১৩২	৪:৪৭
২৫.	৫:১২	৩:১৪০	৭:১৪৬	৪:৫১
২৬.	৫:৮৩	৩:১৪১	৭:১৮৫	৪:৫৫
২৭.	৫:১১১	৩:১৫৬	৮:৫৫	৪:৬০
২৮.	**৭:১২১**	৩:১৭৩	১০:৩৩	৪:১৩৭
২৯.	**৭:১২৬**	৩:১৯৯	১০:৪০	৪:১৫০

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
৩০.	**৭:১৪৩**	৩:২০০	১০:৫১	৪:১৫৫
৩১.	১০:৯০	৪:১৯	১০:৭৪	৫:৫
৩২.	**২০:৭০**	৪:২৫	১০:৭৮	৫:৪১
৩৩.	**২০:৭৩**	৪:২৯	১০:৮৩	৫:৫৯
৩৪.	**২৩:১০৯**	৪:৫৭	১০:৮৮	৫:৬১
৩৫.	**২৬:৪৭**	৪:৭১	১০:৯৬	৫:৮১
৩৬.	**২৯:৪৬**	৪:৭৬	১০:৯৯	৬:২৭
৩৭.	৪০:৮৪	৪:৯৪	১০:১০০	৬:১১০
৩৮.	**৪২:১৫**	৪:১২২	১০:১০১	৬:১৫০
৩৯.	৪২:৫২	৪:১২৪	১১:১৭	৬:১৫৮
৪০.	৪৪:১২	৪:১৩৫	১১:৩৬	৭:২৭
৪১.	৪৬:৩১	৪:১৪৪	১১:১২১	৭:৮৬
৪২.	৪৮:৯	৪:১৪৭	১২:৩৭	৭:১২৩
৪৩.	৫৯:১০	৪:১৭৩	১২:১০৩	৭:১৩০
৪৪.	৬০:৪	৪:১৭৫	১৩:১	৭:১৩৪
৪৫.	৬০:১২	৫:১	১৫:১৩	৯:৩৪
৪৬.	৬৭:২৯	৫:২	১৬:২২	৯:৪৫
৪৭.	৭১:২৮	৫:৯	১৭:৮৯	৯:৬৬
৪৮.	৭২:২	৫:৩৫	১৭:৯০	৯:৯৯
৪৯.	৭৭:৫০	৫:৫১	১৭:৯৩	১০:১৩
৫০.		৫:৫৪	১৭:৯৪	১০:৭৪
৫১.		৫:৫৬	১৮:৬	১৬:৬০
৫২.		৫:৫৭	১৯:৩৯	১৬:১০৪
৫৩.		৫:৬৫	১৯:৭৭	১৬:১০৫
৫৪.		৫:৬৯	২০:১২৭	১৬:১০৬
৫৫.		৫:৮২	২১:৩০	১৬:১০৭
৫৬.		৫:৮৪	২৩:৩৮	১৭:১০
৫৭.		৫:৮৭	২৩:৪৭	১৭:৪৫
৫৮.		৫:৮৮	২৩:৫৮	১৮:২৯
৫৯.		৫:৯০	২৩:৭৪	১৮:৫৫
৬০.		৫:৯৩	২৫:৫০	১৯:৭৩
৬১.		৫:৯৪	২৬:৮	২০:১৬
৬২.		৫:৯৫	২৬:১০৩	২০:৭১
৬৩.		৫:১০১	২৬:১২১	২১:৬
৬৪.		৫:১০৫	২৬:১৩৯	২২:৫৫

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
৬৫.		৫:১১২	২৬:১৯০	২৩:৪৪
৬৬.		৬:৪৮	২৬:১৯৯	২৪:২৩
৬৭.		৬:৫৪	২৬:২০১	২৪:৪৭
৬৮.		৬:৮২	২৭:৩	২৬:৪৯
৬৯.		৬:৯২	২৭:৪	২৭:৪৩
৭০.		৬:৯৯	২৮:৪৮	২৭:৮২
৭১.		৬:১১৮	২৮:৫২	২৯:১০
৭২.		৬:১৫৪	৩০:৮	২৯:১১
৭৩.		৭:৩২	৩৪:৩১	২৯:৫২
৭৪.		৭:৪২	৩৬:৭	৩২:২৯
৭৫.		৭:৫২	৩৬:১০	৩৩:১৯
৭৬.		৭:৭৫	৪০:৫৮	৩৪:৮
৭৭.		৭:৮৫	৪০:৫৯	৩৪:৪১
৭৮.		৭:৮৮	৪৩:৮৮	৩৪:৫২
৭৯.		৭:১৫৩	৫২:৩৩	৩৭:২৯
৮০.		৭:১৫৬	৬৯:৪১	৪০:১০
৮১.		৭:১৫৭	৮৪:২০	৪০:২৫
৮২.		৭:১৫৮		৪০:২৭
৮৩.		৭:১৮৮		৪০:৮৫
৮৪.		৭:২০১		৪১:৪৪
৮৫.		৭:২০৩		৪২:১৮
৮৬.		৮:২		৪২:৪৫
৮৭.		৮:৪		৪৩:৬৭
৮৮.		৮:১২		৪৪:২১
৮৯.		৮:১৫		৪৫:৬
৯০.		৮:২০		৪৫:২১
৯১.		৮:২৪		৪৬:১০
৯২.		৮:২৭		৪৬:১১
৯৩.		৮:২৯		৪৬:১৭
৯৪.		৮:৪১		৪৭:২০
৯৫.		৮:৪৫		৪৮:১৩
৯৬.		৮:৬৪		৫৩:২৭
৯৭.		৮:৭২		৫৭:৮
৯৮.		৮:৭৪		৫৭:১৩
৯৯.		৮:৭৫		৫৭:২৭

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
১০০.		৯:১০		৬৩:৩
১০১.		৯:১৮		৬৬:১০
১০২.		৯:১৯		৬৯:৩৩
১০৩.		৯:২০		৮৫:১০
১০৪.		৯:২৩		
১০৫.		৯:২৮		
১০৬.		৯:২৯		
১০৭.		৯:৩৮		
১০৮.		৯:৪৪		
১০৯.		৯:৬১		
১১০.		৯:৬২		
১১১.		৯:৮৬		
১১২.		৯:৮৮		
১১৪.		৯:১০৫		
১১৫.		৯:১১৯		
১১৬.		৯:১২৩		
১১৭.		৯:১২৪		
১১৮.		১০:২		
১১৯.		১০:৪		
১২০.		১০:৯		
১২১.		১০:৬৩		
১২২.		১০:৮৪		
১২৩.		১০:৯৮		
১২৪.		১০:১০৩		
১২৫.		১০:১০৪		
১২৬.		১১:২৩		
১২৭.		১১:২৯		
১২৮.		১১:৪০		
১২৯.		১১:৫৮		
১৩০.		১১:৫৮		
১৩১.		১১:৬৬		
১৩২.		১১:৯৪		
১৩৩.		১২:৫৭		
১৩৪.		১২:১১১		
১৩৫.		১৩:২৮		

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
১৩৬.		১৩:২৯		
১৩৭.		১৩:৩১		
১৩৮.		১৪:২৩		
১৩৯.		১৪:২৭		
১৪০.		১৪:৩১		
১৪১.		১৬:৬৪		
১৪২.		১৬:৭২		
১৪৩.		১৬:৭৯		
১৪৪.		১৬:৯৯		
১৪৫.		১৬:১০২		
১৪৬.		১৭:১৯		
১৪৭.		১৭:১০৭		
১৪৮.		১৮:১৩		
১৪৯.		১৮:৩০		
১৫০.		১৮:৮৮		
১৫১.		১৮:১০৭		
১৫২.		১৯:৬০		
১৫৩.		১৯:৯৬		
১৫৪.		২০:৮২		
১৫৫.		২২:১৪		
১৫৬.		২২:১৭		
১৫৭.		২২:২৩		
১৫৮.		২২:৩৮		
১৫৯.		২২:৫০		
১৬০.		২২:৫৪		
১৬১.		২২:৫৬		
১৬২.		২৪:২		
১৬৩.		২৪:২১		
১৬৪.		২৪:২৭		
১৬৫.		২৪:৩১		
১৬৬.		২৪:৫১		
১৬৭.		২৪:৫৫		
১৬৮.		২৪:৫৮		
১৬৯.		২৪:৬২		
১৭০.		২৫:৭০		

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
১৭১.		২৬:২২৭		
১৭২.		২৭:৫৩		
১৭৩.		২৭:৭৭		
১৭৪.		২৭:৮১		
১৭৫.		২৭:৮৬		
১৭৬.		২৮:৩		
১৭৭.		২৮:৫৩		
১৭৮.		২৮:৬৭		
১৭৯.		২৮:৮০		
১৮০.		**২৯:২**		
১৮১.		২৯:৭		
১৮২.		২৯:৯		
১৮৩.		২৯:২৪		
১৮৪.		২৯:২৬		
১৮৫.		২৯:৪৭		
১৮৬.		২৯:৫১		
১৮৭.		২৯:৫৬		
১৮৮.		২৯:৫৮		
১৮৯.		৩০:১৫		
১৯০.		৩০:৩৭		
১৯১.		৩০:৪৫		
১৯২.		৩০:৫৩		
১৯৩.		৩০:৫৬		
১৯৪.		৩১:৮		
১৯৫.		৩২:১৫		
১৯৬.		৩২:১৯		
১৯৭.		৩৩:৯		
১৯৮.		৩৩:২২		
১৯৯.		৩৩:৪১		
২০০.		৩৩:৪৯		
২০১.				
২০২.		৩৩:৫৩		
২০৩.		৩৩:৫৬		
২০৪.		৩৩:৬৯		
২০৫.		৩৩:৭০		

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
২০৬.		৩৪:৪		
২০৭.		৩৪:২১		
২০৮.		৩৪:৩৭		
২০৯.		৩৫:৭		
২১০.		৩৬:২৫		
২১১.		৩৭:১৪৮		
২১২.		৩৮:২৪		
২১৩.		৩৮:২৮		
২১৪.		৩৯:১০		
২১৫.		৩৯:৩৩		
২১৬.		৩৯:৫২		
২১৭.		৪০:৭		
২১৮.		৪০:২৮		
২১৯.		৪০:৩০		
২২০.		৪০:৩৮		
২২১.		৪০:৫১		
২২২.		৪১:৮		
২২৩.		৪১:১৮		
২২৪.		৪২:২২		
২২৫.		৪২:২৩		
২২৬.		৪২:২৬		
২২৭.		৪২:৩৬		
২২৮.		৪৩:৬৯		
২২৯.		৪৫:১৪		
২৩০.		৪৫:৩০		
২৩১.		৪৭:২		
২৩২.		৪৭:৩		
২৩৩.		৪৭:৭		
২৩৪.		৪৭:১১		
২৩৫.		৪৭:১২		
২৩৬.		৪৭:৩৩		
২৩৭.		৪৭:৩৬		
২৩৮.		৪৮:৪		
২৩৯.		৪৮:২৯		
২৪০.		৪৯:১		

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
২৪১.		৪৯:২		
২৪২.		৪৯:৬		
২৪৩.		৪৯:৭		
২৪৪.		৪৯:৯		
২৪৫.		৪৯:১০		
২৪৬.		৪৯:১১		
২৪৭.		৪৯:১২		
২৪৮.		৪৯:১৪		
২৪৯.		৪৯:১৫		
২৫০.		৪৯:১৭		
২৫১.		৫১:৫৫		
২৫২.		৫২:১৭		
২৫৩.		৫২:২১		
২৫৪.		৫৭:৭		
২৫৫.		৫৭:১২		
২৫৬.		৫৭:১৬		
২৫৭.		৫৭:১৯		
২৫৮.		৫৭:২১		
২৫৯.		৫৭:২৮		
২৬০.		৫৮:৪		
২৬১.		৫৮:৯		
২৬২.		৫৮:১১		
২৬৩.		৫৮:১২		
২৬৪.		৫৮:২২		
২৬৫.		৫৯:৯		
২৬৬.		৫৯:১৮		
২৬৭.		৬০:১		
২৬৮.		৬০:৪		
২৬৯.		৬০:১১		
২৭০.		৬০:১৩		
২৭১.		৬১:২		
২৭২.		৬১:১০		
২৭৩.		৬১:১১		
২৭৪.		৬১:১৩		
২৭৫.		৬১:১৪		

ক্রমিক নং	ঈমান কি ও কিভাবে আনতে হবে	যারা ঈমান এনেছে	যারা ঈমান আনবে না	মুনাফিক/ কাফের/ ফাসেক ঈমান
২৭৬.		৬২:৯		
২৭৭.		৬৩:৮		
২৭৮.		৬৩:৯		
২৭৯.		৬৪:২		
২৮০.		৬৪:৮		
২৮১.		৬৪:৯		
২৮২.		৬৪:১১		
২৮৩.		৬৪:১৪		
২৮৪.		৬৫:২		
২৮৫.		৬৫:১০		
২৮৬.		৬৫:১১		
২৮৭.		৬৬:৪		
২৮৮.		৬৬:৬		
২৮৯.		৬৬:৮		
২৯০.		৬৬:১১		
২৯১.		৭২:১৩		
২৯২.		৭৪:৩১		
২৯৩.		৮৪:২৫		
২৯৪.		৮৫:৮		
২৯৫.		৮৫:১১		
২৯৬.		৯০:১৭		
২৯৭.		৯৫:৬		
২৯৮.		৯৮:৭		
২৯৯.		১০৩:৩		
মোট	**৪৯**	**২৯৯**	**৮১**	**১০৩**
সর্ব মোট				**৫৩২**

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পদ্ধতি

ড. কাজী আব্দুল মান্নান[১]

সংক্ষিপ্তসার

সালাত (নামাজ) ইসলামের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ন ফরজ ইবাদত। যেহেতু পবিত্র কুরআন কোন প্রথা ভিত্তিক ইবাদতকে সমর্থন করেন না এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন, তাই এই বিষয় গবেষণা করাও ফরজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত যে সকল সালাতের পদ্ধতি রয়েছে তা পবিত্র কুরআন অনুসৃত কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। এই গবেষণাটি পরিচালনার জন্য প্রচলিত সুন্নি হানাফী মাজহাবের বাজারে বিদ্যামান নামাজ শিক্ষা পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মসজিদে যে পদ্ধতিতে ফরজ নামাজগুলি পালন করা হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ফলাফল চারটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রচলিত সালাত (নামাজ) রীতিনীতি ও উৎস হিসেবে দেখা গেল যে, এখানে মোট ১৯টি বিষয় পাওয়া যায় অর্থাৎ ওজু দিয়ে শুরু এবং দোয়া দিয়ে শেষ হয়। যেখানে কেবলমাত্র ২টি ক্ষেত্র অর্থাৎ জায়নামাজে দাঁড়িয়ে এবং তেলাওয়াতের জন্য পবিত্র কুরআন নির্ধারণ করা থাকলেও, তার স্বরের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত রীতি বিবর্জিত। আর বাকি ১৭টি ক্ষেত্রে যা কিছু পড়া হয়, তা পবিত্র কুরআনের ভাষায় লাহওয়াল হাদিস (আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত) থেকে সংকলিত। লাহওয়াল হাদিস অনুসারীগণের অযৌক্তিক দাবি এবং পবিত্র কুরআনকে অসম্পূর্ন হিসাবে প্রমান করার প্রয়াস সম্পূর্নই ভিত্তিহীন, তাই একমাত্র পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নামাজের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে মোট ১১টি বিষয় উল্লেখ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ভাবেই পবিত্র কুরআনে বিদ্যামান। এই গবেষণাপত্রটি ইসলামী সমাজে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাতের ধারণাকে স্পষ্ট করবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। তবে, পবিত্র কুরআনের আলোকে নামাজের পদ্ধতি নিয়ে আরো উচ্চতর গবেষণা করা হলে মুসলিম সমাজ তথাকথিত লাহওয়াল হাদিস অনুসারীগণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে একজন সত্যিকার মুসলিম হতে সহায়তা করবে।

মূল শব্দঃ সালাত (নামাজ), ফরজ ইবাদত, পদ্ধতি, পবিত্র কুরআন, লাহওয়াল হাদিস, মাজহাব ।

[1] Advocate Dr Kazi Abdul Mannan, Chairperson, Center for Academic & Professional Career Development and Research (CAPCDR), Bangladesh. Email:drkaziabdulmannan@gmail.com

Method of Salat (prayer) according to the Holy Quran

Dr Kazi Abdul Mannan[1]

Abstract

Salat (prayer) is one of the most important obligatory acts of worship in Islam. Since the Holy Qur'an does not support any ritualistic worship and has given special emphasis on thinking and researching the Qur'an, thus researching this subject also becomes obligatory. The basic purpose of this study is to examine whether all the Salat practices in Bangladesh follow the Holy Quran or not. In order to conduct this research, the prevailing Sunni Hanafi School teaching method in the market and the method in which obligatory prayers are performed in different mosques have been analyzed. Data and information are presented through content analysis. The results of the analysis are presented in four tables. As for the traditional salat (prayer) customs and sources, it was found that there are a total of 19 subjects that is beginning with ablution and ending with supplication. While only 2 areas that are standing and reciting the Holy Quran are prescribed, the practice of the Holy Quran in its intonation is excluded. And whatever is recited in the remaining 17 cases, it is compiled from Lahwal Hadith (outside the Book of Allah) in the language of the Holy Quran. The absurd claims of the followers of Lahwal Hadith and their attempts to prove the Holy Quran as incomplete are completely baseless, therefore only the Holy Quran presents the complete system of prayer. Where a total of 11 subjects are mentioned and each subject is properly learned in the Holy Quran. It is strongly believed that this research paper will clarify the concept of Salat according to the Holy Quran in Islamic society. However, if higher research is done on the method of prayer in the light of the Holy Quran, it will help the Muslim community to become true Muslims by being saved from the so-called Lahwal Hadith followers.

Keywords: Salat (prayer), obligatory worship, method, Holy Quran, Lahwal Hadith, School of Islam.

২.১ ভূমিকা

সালাত বা সালাহ (আরবি: صَلَاة স্বলাহ্, স্বলাৎ, আরবি: الصلاة আস-সালাত, অর্থ "প্রার্থনা", "দোয়া" বা "প্রশংসা"[১]) -এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা[২] ইত্যাদি। কোরআনে ইসলামী আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হিসেবে সালাত শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় অন্যান্য ধর্মেও এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রার্থনা বা উপাসনা বোঝাতে সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

নামাজ বা নামায (ফার্সি: نماز) বা সালাত বা সালাহ (আরবি: صلاة) ইসলাম ধর্মের একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদত। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হয় যা পবিত্র কুরআন বর্ণিত আছে। এটি মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় কাজ। তবে প্রতিদিন আবশ্যকরণীয় বা ফরজ ছাড়াও বিবিধ নামাজ রয়েছে যা সময়ভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক। নামাজ (সালাত) প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়। সালাত বা সালাহ (আরবি: صَلَاة স্বলাহ্, স্বলাৎ, আরবি: الصلاة আস-সালাত, অর্থ "প্রার্থনা", "দোয়া" বা "প্রশংসা" -এর আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। কোরআনে ইসলামী আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা হিসেবে সালাত শব্দটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় অন্যান্য ধর্মেও এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রার্থনা বা উপাসনা বোঝাতে সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

নামাজ (ফার্সি: نماز) শব্দটি প্রাচীন ইরান বা পারস্যে প্রচলিত ইন্দো-ইরানীয় আদি আর্য ধাতুমূল নমস্ (নমস্কারও একই ধাতুমূল হতে উদ্ভূত[২]) থেকে ইসলাম পরবর্তী মধ্যযুগীয় পারস্য বা ইরানে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে নিকটবর্তী আরব উপদ্বীপের আরব্য উচ্চারণশৈলীতে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে ফার্সি ভাষায় প্রবেশকৃত একটি ইসলামী পারিভাষিক শব্দ যা ইসলামী সালাতকে বোঝাতেই মুসলিম ফার্সি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, এবং কালক্রমে মোগল আমলে ব্যবহারক্রমে বাংলা ভাষায় পরিগৃহীত হয়েছে। আরবি ভাষার সালাত শব্দের (আরবি: صلاة, কুরআনিক আরবি:صلاة,) ফারসি প্রতিশব্দ নামাজ, যা প্রায় বিগত এক হাজার বছর ধরে ইরানি ও তুর্কি মুসলিম শাসক ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য ভাষার সাথে সাথে বাংলা ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তুর্কিক ও স্লাভীয় ভাষাতেও নামাজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। লাক ও আভার ভাষাতে, চাক (чак) ও কাক (как) ব্যবহৃত হয়, সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে। মালয়শিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায়, সোলাত পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি স্থানীয় পরিভাষা, সেমবাহহ্যায়াং ও ব্যবহৃত হয় (অর্থ "the উপাসনাকর্ম", সেমবাহ - উপাসনা, ও হ্যায়াং - ঈশ্বর বা দেবতা - শব্দ দুটি থেকে)।

[২] https://en.m.wiktionary.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2#Persian

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল সকলের জন্যই সালাত (নামায, ইবাদত, তাসবীহ) মহান আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। ***ইবাদতের জন্য মানুষের জন্য একমাত্র সত্বা মহান আল্লাহ এবং অনুসরণীয় বিধান হচ্ছে পবিত্র কুরআন*** [৪]। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম পরিবারে জন্ম সূত্রে আমরা যেভাবে উত্তরাধিকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মত ইসলামকে বাজারে বিদ্যমান নামায শিক্ষা ও তথাকথিত ধর্মগুরুর রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতিকেই মেনে নিয়ে সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করছি। সত্যিকার অর্থে তা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়গত, ইসলাম সম্মত এবং আল্লাহর বিধান পবিত্র কুরআন অনুযায়ী কিনা তার পর্যালোচনা।

আমাকে নামায শিক্ষা দিয়েছে বিভিন্ন লেখকের বই, মাজহাব, মতবাদ, বিশ্বাস ও ব্যবহার থেকে। আমি যদি জীবনে এই পবিত্র কুরআন পড়ে না দেখি, তার দায় কেবল মাত্র আমার, সেখানে আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র কেউ দায়ী নয়। তাই তাদের দেখানো পথ অনুসরণ করে দায় চাপানো, একটি ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এই পবিত্র কুরআন লিখিত ভাবে মানুষের নামাযকে যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্র কুরআনের ৮৯টি আয়াতের মাধ্যমে আমি পেয়েছি সর্বমোট ৯৫টি চলক (variables), যেহেতু কুরআন অপরিবর্তনশীল আর গবেষণার ফলাফল সর্বদা পরিবর্তনশীল, তাই আপনার গবেষণায় কিছু কম বেশি হতেই পারে। অর্থাৎ আমার গবেষণায় নামায হচ্ছে ৯৫টি চলকের সমষ্টি যাকে আমরা ইচ্ছে করলে (১) আল্লাহ, রাসূল ও কিতাব সম্পর্কে, (২) মসজিদ ও নেতার ভূমিকা, (৩) শারীরিক নামায পড়ার বিধান, (৪) আর্থ-সামাজিক বিধান, (৫) বিশেষ বিধান ও (৬) জাহান্নামীর নামায এই ভাবে ভাগ করে নিতে পারি। এই চলক গুলিই হচ্ছে ইব্রাহিম (আঃ) এর নামায, যার সত্যায়নকারী আমাদের সকল নবী ও রাসূল । পবিত্র কুরআনেরবাহির থেকে কেউ কোন চলক সংযুক্ত করার ক্ষমতা নেই।

এই ৯৫টি চলককে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন হচ্ছে সালাত কায়েম। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বেও সকল মুসলিম জাতির দেশেই দিন দিন মসজিদের সংখ্যা বেড়ে চলছে এবং নামাজী মানুষের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। কিন্ত প্রতিদিন-ই বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং মিডিয়ায় দেখা যায় যে মুসল্লিদের সংখ্যা গাণিতিক হরে বাড়লে রাষ্ট্র ও সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে চলছে জ্যামিতিক হারে। এমনকি দেখা যায় যে বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসার ইমামগণ সমকামিতা, যেনা ও ধর্ষণের মত গর্হিত কর্মকান্ডের সহিত জড়িত হয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে উঠতে পারে তাহলে কি প্রচলিত সালাত আমাদের সকল ধরণের দুর্নীতি ও অশ্লীলতাকে রোধ করতে পারছে

[৩] [(২৪:৪১) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত: ৪১]
[৪] [(২০:১৪) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াত: ১৪]

না? পবিত্র কুরআন তো ঘোষণা দিয়েছে যে সালাত সকল অশ্লীলতাকে বন্ধ করে। তাহলে কি এই সালাত পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত ও বর্ণিত সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়? এই সকল নানাবিধ প্রশ্ন এই গবেষণাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

শারীরিক সালাতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ যে সময়গুলির কথা উল্লেখ করেছেন, তার কোথাও প্রচলিত নামাজের রাকাত নির্ধারণ করে দেন নাই অর্থাৎ এই ধরণের কোন বাধাবাধকতামূলক রাকাত নেই। মহান আল্লাহ তা করতেই পারেন না, কারণ তিনি শারীরিক সালাত একটি সার্বজনীন ইবাদত করেছেন। শারীরিক এই ইবাদত একক ও যৌথ উভয় ভাবেই সম্পাদন করার নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ যেমন প্রত্যেকটি কাজে কর্মে মানুষের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি শারীরিক সালাতের ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা বহাল রেখেছেন। ব্যক্তি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কি চাইবে? কি বলবে? এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তেমনি একটি সমাজ বা গোষ্ঠীর চাহিদা যখন একরকম হয়ে যায়, তখন তারা নির্ধারণ করে নিবে, যে তারা আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুনিদৃষ্ট করে নিবে কখন, কিভাবে, এমনকি কি চাইবে মহান আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ভাল ভাবেই অবগত আছেন এই প্রযুক্তিগত আধুনিকতার যুগেও একক এক ব্যক্তি তার জীবিকার প্রয়োজনে দূর মরুভুমিতে একাই বসবাস করবে, অথবা গভীর জঙ্গলে মধু আহরণ করবে অথবা ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরবে উত্তাল মাঝ নদীতে। এখানে উল্লেখিত তিন ব্যক্তি, তিন ধরণের পরিবেশে রয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর দেয়া সময়ে সালাত করতে হবে। তারা নিজ নিজ সুবিধামত পন্থায় সালাত করবে এটাই হচ্ছে সালাতের মূলনীতি। সালাতে বসা, দাঁড়ানো, রাকাত, রুকু, সেজদা, দোয়া-দুরূদ ইত্যাদি ভিন্নতর হবে এটাই স্বাভাবিক।

২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে বেশিরভাগ মুসলিম সুন্নি হানাফী মাজহাবের দাবিদার। তাদের এই দাবির প্রেক্ষাপটে এইটুকু পর্যালোচনা করা যে তাদের এই প্রচলিত সালাত আসলে কতটুকু পবিত্র কুরআনেরসাথে সম্পৃক্ত তা পরীক্ষা করে দেখা। তদুপরি বিভিন্ন আলেম-ওলামা যে দাবি করে থাকেন যে একমাত্র পবিত্র কুরআনেরঅনুসরণ করে কখনও সালাত পালন করা সম্ভব নয় সেই দাবিকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআন থেকে একটি সালাতের কাঠামো তৈরি করা।

২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা

এই গবেষণা সাহিত্যের মূল কাঠামো (body literature) হচ্ছে পবিত্র কুরআনেরযেখানে সালাত (নামায) শব্দটি সরাসরি রয়েছে ৮৯ টি আয়াতে ৯৬ বার, আর আলাদা আয়াতে তাহাজ্জুদ ১ বার, রূকু-সেজদা ১ বার, দন্ডায়মান ১ বার এবং তাসবীহ ৩ বার অর্থাৎ মোট ১০২ বার রয়েছে সেই সকল আয়াত সমূহ। বিস্তারিত দেখা যাবে সদ্য প্রকাশিত, **সালাত (নামায): একমাত্র পবিত্র**

কুরআনেরআলোকে (Salat (Prayer): Only in the light of the Holy Qur'an)

[৩] । এখানে উল্লেখ যে মূল আরবি আয়াতের সাথে তিনটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। তাই অনুবাদের দায়ভার কেবলমাত্র অনুবাদকের। আরবি আয়াতের সাথে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ যায়গায় অনুবাদকগণ নিজের জ্ঞানের চেয়ে তার মাজহাবের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূল আয়াতের অর্থকে অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃত করেছেন বলে এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়।

যেমন সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:৩১ এর বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সালাত শব্দটি আরবিতে কোন ধরণের গঠনেই নেই, তবুও তিনজন অনুবাদক-ই সালাত শব্দটিকে সংযুক্ত করেছেন। তাদের এই এই সংযুক্তি আরো একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে (كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ) (কুল্লি মাসজিদিও) অর্থাৎ সকল মসজিদ শব্দ দুটিকে বাদ দিয়ে সালাতকে প্রতিস্থাপন করেছেন। ফলে আয়াতির সামগ্রিক অর্থ-ই পরিবর্তন হয়েছে বলে যে কোন সাধারণ বিবেক সম্পন্ন মানুষ-ই বুঝতে পারবে। এখানে আরো উল্লেখ যে শুধুমাত্র এই তিনটি বাংলা অনুবাদে নয় বরং সকল বাংলা অনুবাদে-ই একই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। যা এখানে ইংরেজি অনুবাদটি বহুলাংশে সঠিক। আসলে এখানে একটি নির্দেশ আদম সন্তানদের জন্য তারা যেন সকল মসজিদে তাদের অলঙ্করণ (زِيْنَتَكُمْ) নিয়ে-ই প্রবেশ করে এবং খাওয়া-পান করে কিন্ত সীমালঙ্ঘন (تُسْرِفُوْٓ) না করা হয়। অনুবাদকগণ সম্ভবত মনে করেন প্রচলিত সালাত হচ্ছে মসজিদের একমাত্র যায়গা তাই তারা প্রকৃত অর্থ-কে ইচ্ছাকৃত বিকৃত ছাড়া আর কি হতে পারে। কিন্তু এই আয়াতে স্পষ্ট দুনিয়ার সকল মসজিদে সাজসজ্জা করে প্রবেশ করা যাবে এবং সেখানে পানাহার করা যাবে। অর্থাৎ মসজিদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রচলিত নামাজ-ই নয় আরো কিছু উদেশ্য রয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আল-বায়ান)

হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (তাইসিরুল)

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবেনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেননা। (মুজিবুর রহমান)

O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess. (Sahih International)

[(৭:৩১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:৩১]

আবার সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১২৫ এ দেখা যায় যে, পবিত্র কাবা শব্দটি কোন গঠনেই আরবি আয়াতে নেই, কিন্তু তিনটি বাংলা অনুবাদে-ই ঘরকে (اَلْبَيْتَ) (বাইত) কাবা হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। যদিও মহান আল্লাহ সূরাঃ আল-মায়েদার ৯৭ আয়াতে সমগ্র পবিত্র কোরআনে একবার-ই কাবা শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাকে কা'বাতাল বাইতাল হারাম (اَلْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَ) বলে নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে আরো উল্লেখ যে মাকামে ইব্রাহিম (مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ) আরবি শব্দটির কোন বাংলা অনুবাদ-ই করা হয় নাই। প্রকৃত অর্থে মসজিদ, মাসজিদুল হারাম, কা'বাতাল বাইতাল হারাম, আল বাইত, বাইতুল মুহাররাম ইত্যাদি শব্দগুলির মর্মার্থ, ব্যবহার, অবস্থান ও অস্তিত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুসলিম সমাজকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাচ্ছে। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে-ই এমনকি কিবলাকে কাবা বানিয়ে নামাজের নিয়ত তৈরি হয়েছে, যদিও পবিত্র কুরআনেরকোথাও কাবাকে কিবলা করা হয় নাই বরং মাসজিদুল হারাম হচ্ছে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত কিবলা।

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ؕ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর' । আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর' । (আল-বায়ান)

এবং স্মরণ কর যখন আমি কা 'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, 'মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, 'আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই 'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে ' । (তাইসিরুল)

> এবং যখন আমি কা ‘বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত স্থান ও পুণ্যধাম করেছিলাম, এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম; এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী ও ই’তিকাফকারী এবং রুকু ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রেখ। (মুজিবুর রহমান)
>
> And [mention] when We made the House a place of return for the people and [a place of] security. And take, [O believers], from the standing place of Abraham a place of prayer. And We charged Abraham and Ishmael, [saying], "Purify My House for those who perform Tawaf and those who are staying [there] for worship and those who bow and prostrate [in prayer]." (Sahih International)
>
> [(২:১২৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১২৫]

যেহেতু এই গবেষণার উদ্দেশ্য কোন অনুবাদের বিশ্লেষণ নয়, তাই এই নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনার করা হল না। তবে সাহিত্য পর্যালোচনায় যে সকল অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা পাঠকের জন্য অবহিত করতে চাই যে কেবলমাত্র কোন অনুবাদের উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন কে ভুল বুঝে তা কোন ভাবে জীবন বিধানের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। আর তা পবিত্র কুরআনেরমূলনীতির সাথে স্ববিরোধী বলে-ই যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত নামাজের মত সমষ্টিগত সামাজিক ইবাদতের প্রথাকে পরীক্ষা করে দেখার এই সাহসভরে সম্মুখে যাওয়া।

তবে তাত্ত্বিক[৪] এবং অভিজ্ঞতামূলক[৫], [৬], [৭] গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সালাত সম্পর্কে বেশিরভাগ গবেষণা স্বাস্থ্য সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে সকল গবেষণাগুলি করা হয়েছে তার বেশিরভাগ-ই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে[৮], [৯], [১০], [১১], [১২], [১৩]। গবেষণাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সালাতকে ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে শারীরিক ব্যায়াম হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে[১৪], [১৫] । এমনকি হাসপাতালে অসুস্থ রোগীদের সালাত পালন নিয়েও গবেষণা করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে বেশিরভাগ রোগী অসুস্থ্যতার সময় কিভাবে রুকু করতে হবে তা না জানার কারণে তারা সালাত পালনে বিরত থাকেন[১৬] । শারীরিক স্বাস্থ্য ছাড়াও মানসিক প্রশান্তির কথা বিবেচনা করেও গবেষণা পাওয়া যায়[১৭], [১৮], [১৯] এবং ইতিবাচক ফলাফল ফুটে উঠেছে।[২০], [২১], [২২], [২৩] সালাতের সময় নিয়ে অনেক গবেষণা দেখা যায় যে সময় নির্ধারণের উৎস সম্পর্কে ব্যাপক উন্নতমানের প্রকাশনা দেখা যায়[২৪], [২৫] । তবে কেউ কেউ ইসলামের এই দৈনিক পাঁচবার সালাতকে এভাবে অর্থাৎ

একটি মধ্যমায় অংকিত করা হয়েছেবলে দাবি করে থাকেন কারণ তৎকালীন সময়ে ঐ অঞ্চলের খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা সাতবার[২৬], [২৭] এবং ইহুদি ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনবার[২৮] সালাত প্রচলন ছিল।

কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রায় ১৫শত ধরে যেই ইসলামের ইতিহাস রচিত হয়েছে সেখানে একটিও গবেষণার অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না যে মহান আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কুরআনের মধ্যে সালাতের জন্য সত্যিকার অর্থে কোন পদ্ধতি দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে অনুসন্ধান করা। কোন ধরণের গবেষণা ছাড়া কেবলমাত্র অনুমান ও প্রচলিত কথার উপর বিশ্বাস করে সেই আল্লাহর সালাতের মত বাধ্যতামূলক ইবাদত কখনও সঠিক হতে পারে না। তদুপরি ইসলামের কর্ণধার, বিশ্লেষক এবং প্রচারকগণ প্রতিনিয়ত যে দাবি করে আসছেন যে, শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের আলোকে সালাত সম্ভব নয়। এই মতবাদ শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তার মহান কিতাবের প্রতি অবমাননা কি না তা পরীক্ষার জন্য এই দুঃসাহিক এবং জীবন ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হল।

২.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্যের মৌলিক উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং গৌণ উৎস হচ্ছে প্রচলিত ইসলামের বিভিন্ন গ্রন্থাদি। প্রাথমিক তথ্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারম সহ রাজধানীর মসজিদ সমূহ, তাছাড়াও কিছু গ্রামীণ মসজিদে প্রচলিত নামাজ পড়ার রীতি-নীতি। এই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পর্যবেক্ষণ (observation) পদ্ধতিতে। তাছাড়াও বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবগণের সাথে মৌখিক আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে ঐ সকল বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অর্থাৎ তারা নীরবে যাহা পড়েন। তদুপরি যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে তারা যখন একা নামাজ পড়েন সেই বিষয়ও বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের (Content Analysis) মাধ্যমে।

২.৫ তথ্য বিশ্লেষণ এবং আলোচনা

প্রথমেই নিচের সারণী ১ এ প্রচলিত সালাত (নামাজ) রীতিনীতি ও উৎস দেখানো হয়েছে। এখানে ১৯টি বিষয় পাওয়া গেল তার মধ্যে ৩নং বিষয়টিতে জায়নামাজের দাঁড়িয়ে যে দোয়া পড়ার বিধান দেখা যায় তা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত। আবার ৮নং বিষয়টিতে অর্থাৎ তাসমিয়ায় গিয়ে যে সকল সূরা পড়া হয় তাও পবিত্র কুরআন থেকে। নিঃসন্দেহে বাকি ১৭ বিষয়ে যাহা কিছু পড়া হয় তা পবিত্র কুরআন বহির্ভূত। সারণীতে বিস্তারিত ভাবে পঠিত বিষয়, তার উৎস এবং নোট আকারে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

সারণী ১: প্রচলিত সালাত (নামাজ) রীতিনীতি ও উৎস

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
১.	**অজু করার সময় এ দোয়াটি পড়তে থাকা**	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِى وَ وَسِّعْلِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি জামবি, ওয়া ওয়াসসিলি ফি দারি, ওয়া বারিক লি ফি রিযক্বি। অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার গোনাহ মাফ করে দাও। আমার জন্য আমার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও। এবং আমার রিযিক্বে বরকত দিয়ে দাও।'	নাসাঈ[২৯]	আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান আল-নাসাই জন্ম: ২১৫ হিজরি ৮৩০ সাল নাসা, (খোরাসান) বর্তমানে তুর্কমেনিস্তান স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা: তুর্কমেন, রুশ, উজবেক, দারি
			তিরমিজি[৩০] : ৩৪২২	আবু ঈসা মুহাম্মদ ঈসা ইবনে তিরমিজী জন্ম: ২০৯/২১০ হিজরি (৮২৪/৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
				তিরমিজ, বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত ভাষা: উজবেক ও রুশ
২.	**অজুর শেষে কালেমার সাক্ষ্য ও উপকারিতা**	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ উচ্চারণ : 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।' অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।'	মুসলিম[৩১]	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল কুশাইরী জন্ম: ৮১৫ পরে নিশাপুর, খোরাসান (বর্তমান ইরান) ভাষা: ফার্সি, আর্মেনীয়, অশূরীয় নব্য-আরামীয়, আজেরি, কুর্দি, লরি, বেলুচি, আরবি, তুর্কমেনীয়
			মিশকাত[৩২]	আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবনে মাস ' উদ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাররা' আল-বাগাভী জন্ম: ৪৩৩ বা ৪৩৬ হিঃ (বর্তমান ইরান) **এবং** ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ খতিব আল-উমরি তাবরিজি ৮০০ হিজরীর শেষের দিকে মৃত্যু

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়		উৎস	নোট
৩.	**জায়নামাজের দোয়া**	اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ইন্নি ওয়াজ্জাহ তু ওয়াজ্ হিয়া লিল্লাজি, ফাত্বরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বঅ হানি-ফাওঁ ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকী-ন। অর্থ- ‘নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’।		(৬:৭৯)	পবিত্র কুরআন
৪.	**ইকামত**	আল্লাহু আকবার (৪ বার) আশহাদু-আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (২ বার) আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (২ বার) হাইয়া আলাছ ছালাহ্ (২ বার) ‘হাইয়া ‘আলাছ-ছালাহ’	আল্লাহ সর্বশক্তিমান আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত দূত নামাজের জন্য এসো	বুখারী[৩৩] (ইফাঃ)অধ্যায়ঃ ১০/ আযান: হাদিস নাম্বার: ৫৮০ সুনানে ইবনে মাজাহ[৩৪] , অধ্যায়ঃ ৩/ আযান ও তার	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" যা একবার পড়া হয় তা ছাড়া বাকি কোন বাক্য-ই এভাবে পবিত্র কোরআনে নেই

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়		উৎস	নোট
		-এর পরিবর্তে 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' বা 'ফী রেহালিকুম'		সুন্নাত , হাদিস নাম্বার:৭২৯	
		হাইয়া আলাল ফালাহ্ (২ বার) ক্বদ ক্বামাতিস্ সালাহ (২ বার) আল্লাহু আকবার (২ বার) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (১ বার)	সাফল্যের জন্য এসো নামাজ আরম্ভ হলো আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই		
৫.	**নামাজের নিয়াত**	,নাওয়াইঃতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা (২ রাকাত হলে) রাক্ 'য়াতাই ছালাতিল (৩ রাকাত হলে) ছালাছা রাক্ 'য়াতাই ছালাতিল (৪ রাকাত হলে) আর্ বায় রাক্ 'য়াতাই ছালাতিল (ওয়াক্তের নাম) ফাজ্ রি/ জ্জুহরি/আ'ছরি/মাগরিবি/ইশাই/জুমুয়া'তি (কি নামাজ তার নাম) ফারদ্বুল্ল-হি/ওয়াজিবুল্ল-হি/সুন্নাতু রসূলিল্লাহি/নাফলি। (সমস্ত নামাজেই) তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ শারীফাতি আল্ল-হু আক্ বার। বাংলায় নিয়াত করতে চাইলে বলতে হবে, আমি আল্লা-হ্'র উদ্দেশ্যে ক্বেবলা মুখী হয়ে, ফজরের/জোহরের/আসরের/মাফরিবের/ঈশার/জুময়ার/বি'তরের/তারঅ বি/তাহাজ্জুদের (অথবা যে নামাজ হয় তার নাম) ২ র'কাত/৩র'কাত/৪ র'কাত (যে কয় রাকাত নামাজ তার নাম) ফরজ/ওয়াজিব/সুন্নাত/নফল নামাজ পড়ার নিয়াত করলাম, আল্ল-হু আকবার ।		বিভিন্ন ধরণের নামাজ শিক্ষা বই ব্যতীত সঠিক কোন উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না	নিয়ত শিখানো হয়েছে কাবার দিকে মুখ আমার কাবা' শরিফের দিকে আর আল্লাহ বলেছেন মসজিদুল হারামের দিকে।

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
৬.	**সানা**	সুবহা-না কাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্ দিকা ওয়াতাবারঅ কাস্ মুকা ওয়াতা' আ-লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুক। অর্থ- হে আল্লাহ ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মাহাত্ম্য সর্বোচ্চ এবং আপনি ভিন্ন কেহই ইবাদতের যোগ্য নয় ।	(তিরমিজি, আবু দাউদ [৩৫], মিশকাত)	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আল-আশআস আল-আজদি আল-সিজিস্তানি জন্ম: ৮১৭-১৮ খ্রিষ্টাব্দ / ২০২ হিজরি সিজিস্তান (বর্তমান ইরান)
		আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া, কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি; আল্লাহুম্মা নাক্কিনি মিন খাতাইয়াইয়া কামা ইউনাক্কাছ্ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাসি, আল্লাহুম্মাগসিলনি মিন খাতাইয়াইয়া বিল মায়ি, ওয়াছছালজি, ওয়াল বারাদি।' 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপগুলো থেকে এত দূরে রাখ যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পরকে পরস্পর থেকে দূরে রেখেছ। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পাপ হতে (পবিত্র করার জন্য) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।'	(বুখারি ও মুসলিম)	আল্লাহকে ধোপা মনে করা হচ্ছে মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদিযবাহ জন্ম: ১৯ জুলাই ৮১০ ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরী বুখারা, আব্বাসীয় খিলাফত (বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত) ভাষা: উজবেক ও রুশ
		ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়্যা লিল্লাজি ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন, লা শারিকালাহু ওয়া বিজালিকা ওমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমিন। আলাহুম্মা আংতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আংতা; আংতা রব্বি ওয়া আনা আবদুকা জালামতু নাফসি। ওয়া তারাফতু বিজাম্বি, ফাগফিরলি জুনুবি জামিআ; ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা; ওয়াহদিনি লিইহসানিল আখলাক্বি; লা	(মুসলিম, মিশকাত)	

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট

ইয়াহদি লিইহসানিহা ইল্লা আংতা; ওয়াসরিফ আন্নি সাইয়্যিআহা লা ইয়াসরিফু আন্নি সাইয়্যিআহা ইল্লা আংতা; লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল খাইরা বাইনা ইয়াদাইকা ওয়াশশাররু লাইসা ইলাইকা; আনা বিকা ওয়া ইলাইকা; তাবারাকতা ওয়াতাআলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

অর্থ : 'আমি আমার মুখমণ্ডল ফিরাচ্ছি তাঁর দিকে, যিনি আসমান ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই।আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা 'বূদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি আমার উপর যুলম করেছি। তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকারকরছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আর আমাকে চালিত কর উত্তম চরিত্রের পথে, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ উত্তম চরিত্রের পথে চালিত করতে পারে না। তুমি দূরে রাখ আমা হ' তে মন্দ আচরণকে, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি তোমার নিকটে এবং প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে। কল্যাণ সমই– তোমার হাতে এবং অকল্যাণ তোমার উপর বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করব। তুমি মঙ্গলময়, তুমি উচ্চ। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি এবং তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি।'

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
৭.	**তাআ'উজ**	উচ্চারণ- আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম । অর্থ- বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ।	(বুখারী ও মুসলিম)	আল্লাহ শিখিয়েছেন (২৩:৯৭-৯৮) এখানে আর তাদের পছন্দ হলো না, তাই রচনা করে দিল নিজের মত।
৮.	**তাসমিয়া**	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । অর্থ- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।	পবিত্র কুরআন	মনে মনে
		সূরা পড়া	পবিত্র কুরআন	কিছু মনে মনে আর কিছু উচ্চ স্বরে
৯.	**রুকুর তাসবীহ**	সুবহা-না রব্ বি ইঃয়াল্ আ'জ্বীম। অর্থ-মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহাত্মতা ঘোষণা করছি ।	(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)	আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-রাবি আল-কুয়াজুইনী জন্ম: ৮২৪ (বর্তমান ইরান)
			(তাবারানি[৩৬])	আবুল-কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ূব ইবনে মুতায়ুইর আল-লাখমি আশ-শামী-আত-তাবারানী জন্ম: ২৬০ হিজরী [৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ] তাবারিয়া আস-শাম' এ জন্মগ্রহণ করেন (বর্তমান ইরান)
১০.	**তাসমী**	উচ্চারণ- সামি আল্লা হুলিমান হামিদাহ, অর্থ-প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন ।	(বুখারী ও মুসলিম)	

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
১১.	**তাহমীদ**	উচ্চারণ- রাব্বানা লাকাল হামদ । অর্থ- হে আমার প্রভু, সমস্ত প্রশংসা আপনারই ।	(বুখারী ও মুসলিম)	
১২.	**সিজদার তাসবীহ**	উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থ- আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ট, তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি ।	(আবু দাউদ, তাবারানি)	
১৩.	**দু'সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া**	উচ্চারণ- আল্লাহু ম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনি ওয়ার যুক্কনী । অর্থ- হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে রিজিক দিন ।	(মুসলিম, মিশকাত)	
১৪.	**তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু**	উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি, ওয়াছ ছালা-ওয়াতু, ওয়াত-তাইয়্যিবা তু, আচ্ছালা মু আ'লাইকা, আইয়্যুহান নাবিয়্যু, ওয়ারাহ মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আচ্ছালামু আলাইনা, ওয়া আ'লা ইবাদিল্লা হিছ-ছা লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু । অর্থঃ আমাদের সব সালাম শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামাজ এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক । আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল ।	(বুখারি ১/১১৫: ৮৩০, ৮৩১, মুসলিম: ১/১৯৪, ১৭৩, হাদিস : ৪৯৮, ৪০২, ৪০৩, তিরমিজি: ১/৮৯, হাদিস: ৩৯১)	সংকলিত: মিরাজ থেকে এসেছে বলে দাবি করা হয়। এখানে প্রথমেই মহান আল্লাহকে সালাম দেয়া হয়েছে। মানুষ কিভাবে আল্লাহর অপর শান্তি বর্ষণের কথা বলতে পারে? মহান আল্লাহকে কে শান্তি দিবে?

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
১৫.	**দরুদ শরীফ**	উচ্চারণ- আল্লহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইব্রহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ্ ।আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আ'লি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা আ'লা ইব্রহীমা ওয়া আ'লা আ'লি ইব্রহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ । অর্থ- হে আল্লাহ, দয়া ও রহমত করুন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি এবং তার বংশধরদের প্রতি, যেমন রহমত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর। নিশ্চই আপনি উত্তম গুনের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ, বরকত নাযিল করুন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি এবং তার বংশধরদের প্রতি, যেমন করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরদের উপর। নিশ্চই আপনি প্রশংসার যোগ্য ও সম্মানের অধিকারী ।	(বুখারি: ৩৩৭০, মুসলিম: ৪০৬, তিরমিজি: ৪৮৩, নাসায়ি: ১২৮৭, আবু দাউদ: ৯৭৬)	সংকলিত
১৬.	**দোয়ায়ে মাসূরা**	উচ্চারন- আল্লা-হুম্মা ইন্নী জ্বলামতু নাফসী জুলমান কাছীরও ওয়ালা ইয়াগফিরু যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগ্ ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম। অর্থ- হে মহান আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি (অর্থাৎ অনেক গুনাহ/পাপ করেছি) কিন্তু আপনি ব্যতীত অন্য কেহ গুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব হে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক আমার গুনাহ মাফ করে দিন এবং আমার প্রতি সদয় হোন; নিশ্চই আপনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।	বুখারী ৬৩২৬, ৭৩৮৮, ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫,	সংকলিত

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
			আহমাদ[৩৭] ৮২৯	
১৭.	**দোয়ায়ে কুনুত**	উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়া নাসতাগ ফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া না তা ওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখ লা, ওয়া নাত রুকু মাইয়্যাফ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লি ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখ'শা আযাবাকা ইন্না আযা-বাকা বিল কুফফা-রি মুল হিক ।" অর্থ- হে আল্লাহ, আমারা আপনার নিকট সাহায্য চাই। আপনার নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা কেবল মাত্র আপনার উপরেই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যান ও মংগলের সাথে আপনার প্রশংসা করি। আমরা আপনার শোকর আদায় করি, আপনার দানকে অস্বীকার করি না।আপনার নিকট ওয়াদা করছি যা, আপনার অবাধ্য লোকদের সাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখব না- তাদেরকে পরিত্যাগ করব । হে আল্লাহ, আমরা আপনারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র আপনার জন্যই নামাজ পড়ি, কেবল আপনাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার কেবল আপনার সন্তুতুষ্টির জন্যই । আমরা কেবল আপনার ই রহমত লাভের আশা করি, আপনার আযাবকে আমাওরা ভয় করি। নিশ্চই আপনার আযাবে কেবল কাফেরগনই নিক্ষিপ্ত হবে।	মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা[৩৮] (৬৯৬৫)	সংকলিত আবু বকর ইবনে আবু শায়বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওছমান ইবনে খাওয়াস্তী আল-আবসী জন্ম: ১৫৯ হিজরী

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	নোট
১৮.	**সালাম**	(اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الله) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক	আলমাজমু শরহুল মুহাজ্জাব[৩৯] : ৩/৪৫৮) ফাতহুল কাদির[৪০] : ১/২৭৮	সংকলিত আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আস-সিওয়াসি। জন্ম: ৭৯০হিজরী ভাষা: আরবী মিশর
১৯.	**শেষ দোয়া**	‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম’ । অর্থ : ‘হে আল্লাহ, তুমিই শান্তিময় এবং তোমার থেকে শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী।’	আবু দাউদ: ১৫১২	সংকলিত

নিচের সারণী ২ এ প্রচলিত নামাজের ছকে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) বিন্যাস করা হয়েছে। এখানে ক্রমিক নং, বিষয়, পঠিত বিষয়, উৎস, কাজ এবং মন্তব্য দেয়া হয়েছে। সারণীটি মনযোগ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যায় যে অজু বা তায়াম্মুম দিয়ে সালাতের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় এবং সকল রাসূলগণের প্রতি সালাম দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শেষ হয়। এখানে ৪ নং এ ইকামত, ৮ নং এ তাকবীর, ৯ নং এ রুকুর তাসবীহ, এবং ১২নং এ সিজদার তাসবীহ এর জন্য পঠিত বিষয় হিসাবে পবিত্র কুরআন থেকে যে আয়াতগুলি তুলে ধরা হয়েছে তা কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নয়। সালাতকারী ব্যক্তি বা সমাজ তাদের নিজের মত করে গুছিয়ে নিতে পারেন।

সারণী ২: প্রচলিত নামাজের ছকে পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ)

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
১.	**তায়াম্মুম**	কিছু-ই নাই	৪:৪৩	মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর	পানি না পাওয়া গেলে /অসুস্থ হলে
	অজু		৫:৬	মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা	প্রথম দুই কাজের জন্য ধুতে (فَٱغْسِلُوا۟) বলা হয়েছে এবং শেষের দুই কাজের জন্য মাসেহ (وَٱمْسَحُوا۟) কর, কিছু কিছু অনুবাদে বিভ্রান্তি করা হয়েছে
২.	**অজুর শেষে কালেমার সাক্ষ্য ও উপকারিতা**	কিছু-ই নাই			

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়		উৎস	কাজ	মন্তব্য
৩.	**জায়নামাজের দোয়া**	কিছু-ই নাই				
	দাঁড়ানো	কিছু-ই নাই		২:২৩৮	এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।	স্পষ্ট বলা হয়েছে
		কিছু-ই নাই		২:১৪৪	**কিবলা:** মসজিদুল হারাম	স্পষ্ট বলা হয়েছে
	শয়তান থেকে আশ্রয়	رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই' ।		২৩:৯৭-৯৮		
		وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।'				
৪.	**ইকামত**	اَللّٰهُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (২ বার) আল্লাহু গাফুরুর রাহিম	আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	১০:১০৭		বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়		উৎস	কাজ	মন্তব্য
		اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (২ বার) আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু	আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।	২:২৫৫		অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।
		اَقِمِ الصَّلٰوةَ (২ বার) আকিমুস সালাত	সালাত কায়েম কর	১৭:৭৮		
৫.	**নামাজের নিয়াত**	কিছু-ই নাই				
৬.	**সানা**	কিছু-ই নাই				
৭.	**তাআ'উজ**	কিছু-ই নাই				
৮.	**তাসমিয়া**	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । অর্থ- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।		পবিত্র কুরআন		
		সূরা ফাতিহা পড়া		১৫:৮৭		তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। (১৭:১১০)
		পৃথক কোন সূরা বা সূরার অংশ পড়া যায়		৭৩:২০		বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
					অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।
	তাকবীর	**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ** **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই**	**১৭:১১১**		বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।
৯.	**রুকুর তাসবীহ**	سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ মহাপবিত্র, মহিমান্বিত’ هُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই	২৭:৮ ২৭:৭৮ ৭:৪৩; ১৭:১১১; ২৩:২৮; ২৭:১৫; ৩৪:১; ৩৫:৩৪		আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (৫১:৪৯) তাই তাসবীহ জোড়ায় জোড়ায় পড়া যায় । সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।
১০.	**তাসমী**	কিছু-ই নাই			তাকবীর দেয়া যেতে পারে
১১.	**তাহমীদ**	কিছু-ই নাই			এবং তা পবিত্র কুরআন থেকে-ই দিতে হবে
১২.		اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ	১৩:১৬		

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
	সিজদার তাসবীহ	'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর' । اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা আরশের রব। اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	২৭:২৬ ৪১:৩৯		'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে' । (১৭:১০৯) যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (১৯:৫৮) আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (৫১:৪৯) তাই তাসবীহ জোড়ায় জোড়ায় পড়া যায় । অতএব সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।
		১ রাকাত শেষ	৪:১০২		রাকাত বুঝতে হলে (৪:১০২) নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম পিছনের গ্রুপ চলে গেছেন এবং নতুন দল যোগ দিয়েছেন। অতএব আবার দাঁড়িয়ে

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
					একই ভাবে দ্বিতীয় রাকাত শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসে গেছেন।
	বসা	**আল্লাহর রচিত কতিপয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত** আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫), (দুরূদ, হাম্দ ও নাত ৩৭:১৮০- ১৮২), ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া (২:১২৮; ৬:১৬২-১৬৩), পরিপূর্ন ঈমান আনার স্বীকৃতি (২:২৮৫), অপরাধ ও কাজের বাড়াবাড়ি হেতু(৩:১৪৭), আগুনের আযাব থেকে রক্ষা (৩:১৯১), আদম (আঃ) দোয়া (৭:২৩), ঈমান এনে ক্ষমা (২৩:১০৯), দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের (২:২০১), ধৈর্য ধারণের (২:২৫০), বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্তি (২:২৮৬), ভাল নেতা পাওয়ার জন্য (৪:৭৫), যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ার (২৩:৯৪), লূত (আঃ) দোয়া (২৯:৩০), ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া- জান্নাতে বাড়ি (৬৬:১১), অন্তরসমূহ বক্রতা রোধে (৩:৮), মূসা (আঃ) দোয়া (২৮:২৪; ১০:৮৮; ৫:২৫; ৭:১৫১), ঈমানের সাক্ষী (৩:৫৩), ঈমানের সাথে মৃত্যু (৩:১৯৩), ইউসুফ (আঃ) দোয়া (১২:১০১), জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা:	৩:১৯১		হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (২:১৫৩) আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (২:১৮৬) এই সকল দোয়াগুলি মূলত ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা রয়েছে। এই ভাবে-ই নবী ও রাসূলগণ পড়েছেন এবং মহান আল্লাহ তা কবুল করেছেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
		শুআইব (আঃ) এর দোয়া (৭:৮৯), রিযক লাভের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৩৭), বংশধরদের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৪০), পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য- বৃদ্ধ অবস্থা, মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর (১৭:২৪; ১৪:৪১), সকলের জন্য দোয়া (৭১:২৮), সাহায্যকারী শক্তির জন্য (১৭:৮০), উত্তরাধিকারী ও সন্তানলাভের জন্য-যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া (১৯:৫; ২১:৮৯), জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য (২০:১১৪), দুঃখ-কষ্টে থাকলে: আইউব (আঃ) এর দোয়া (২১:৮৩), শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি (২৩:৯৭-৯৮), বিবাহ ও সন্তানের জন্য (২৫:৭৪), শোকরগোজারী করে জান্নাতের প্রাথর্না: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (২৬:৭৯- ৮৭), সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত: সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া (২৭:১৯), তওবা (৪৬:১৫)			
১৩.	**দু'সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া**	কিছু-ই নাই			
১৪.	**তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু**	কিছু-ই নাই			

ক্রমিক নং	বিষয়	পঠিত বিষয়	উৎস	কাজ	মন্তব্য
১৫.	**দরুদ শরীফ**	কিছু-ই নাই			
১৬.	**দোয়ায়ে মাসূরা**	কিছু-ই নাই			
১৭.	**দোয়ায়ে কুনুত**	কিছু-ই নাই			
১৮.	**সালাম**	وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি।	৩৭:১৮১		
১৯.	**শেষ দোয়া**	اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য	১০:১০		

নিচের সারণী ৩ এ মন্তব্য সহ পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) বিন্যাস করা হয়েছে। এখানে মোট ১১টি বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের যথাযথ আয়াত উল্লেখ করে মন্তব্য দেওয়া হয়েছে যেন একজন পাঠক তার নিজের মত করে বুঝতে পারেন।

সারণী ৩: মন্তব্য সহ পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ)

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
১.	**তায়াম্মুম (৪:৪৩)**	মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ **মন্তব্য: পানি না পাওয়া গেলে /অসুস্থ হলে**
	অজু (৫:৬)	মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত; মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা **মন্তব্য: প্রথম দুই কাজের জন্য ধুতে (فَٱغْسِلُوا) বলা হয়েছে এবং শেষের দুই কাজের জন্য মাসেহ (وَٱمْسَحُوا) কর, কিছু কিছু অনুবাদে বিভ্রান্তি করা হয়েছে**
২.	**দাঁড়ানো**	বিনীত হয়ে (২:২৩৮) **মন্তব্য: স্পষ্ট বলা হয়েছে**
		কিবলা: মসজিদুল হারাম (২:১৪৪) **মন্তব্য: স্পষ্ট বলা হয়েছে**
৩.	**শয়তান থেকে আশ্রয় (২৩:৯৭-৯৮)**	رَّبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ বাংলা উচ্চারণ: রাব্বি আউযুবিকা মিন হামঝা-তিশশাইয়া-তীন বাংলা অর্থ: ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’ । وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ বাংলা উচ্চারণ:ওয়া আউযু'বিকা রাব্বি আই ইয়াহ দু'রুন বাংলা অর্থ: আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’
৪.	**ইকামত**	اَللّٰهُ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (২ বার) বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহু গাফুরুর রাহিম (১০:১০৭) বাংলা অর্থ: আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (২ বার) বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু (২:২৫৫) বাংলা অর্থ: আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
		اَقِمِ الصَّلٰوةَ (২ বার) বাংলা উচ্চারণ: আকিমুস সালাত (১৭:৭৮) বাংলা অর্থ: সালাত কায়েম কর **মন্তব্য: বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।**
৫.	**তাকবীর**	**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ** বাংলা উচ্চারণ: আ'লহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৭:৪৩; ১৭:১১১; ২৩:২৮; ২৭:১৫; ৩৪:১; ৩৫:৩৪) **মন্তব্য: বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।**
৬.	**তেলাওয়াত**	
	(ক). স্বর	*তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। (১৭:১১০)* **মন্তব্য: এখানে নারী-পুরুষ, ওয়াক্ত, একা, জামাত কোন ভেদাভেদ নেই। এই তুমি যদি নবী (সঃ) তবে তিনি আমাদের শিক্ষক ও ইমাম। আর এই তুমি যদি আমি হই তাহলেও কোন পরিবর্তন নেই।**
	(খ). সূরা	**সূরা ফাতিহা পড়া (১৫:৮৭)**
	(গ). অন্যান্য সূরা/ আয়াত	**পৃথক কোন সূরা বা সূরার অংশ পড়া যায় (৭৩:২০)** **মন্তব্য: বাধ্যবাধকতা নেই। সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।**
৭.	**রুকুর তাসবীহ**	سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: ছুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল আ-লামিন বাংলা অর্থ: সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ মহাপবিত্র, মহিমান্বিত'(২৭:৮) هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ বাংলা উচ্চারণ: ওয়া হুওয়াল 'আঝিঝুল 'আলীম বাংলা অর্থ: তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। (২৭:৭৮) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ বাংলা উচ্চারণ: আ'লহামদু লিল্লা-হিল্লাযী

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
		বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৭:৪৩; ১৭:১১১; ২৩:২৮; ২৭:১৫; ৩৪:১; ৩৫:৩৪) *আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (৫১:৪৯)* **মন্তব্য: তাই তাসবীহ জোড়ায় জোড়ায় পড়া যায় । সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।**
৮.	**সিজদার তাসবীহ**	اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইও ওয়া হুওয়াল ওয়া-হিদুল কাহহা-র বাংলা অর্থ: 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর' । (১৩:১৬) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া রাব্বুল আরশীল আজিম বাংলা অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা আরশের রব। (২৭:২৬) اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ বাংলা উচ্চারণ: ইন্নাহু আলা-কুল্লি শাইয়ং কা'দীর বাংলা অর্থ: নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১:৩৯) **মন্তব্য: আয়াতগুলি আমাদের স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছে কিভাবে সেজদা করতে হয় এবং কোথায় করতে হয়।** *'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে' । (১৭:১০৯)* *যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (১৯:৫৮)* *আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। (৫১:৪৯)* **মন্তব্য: তাই তাসবীহ জোড়ায় জোড়ায় পড়া যায় । অতএব সুন্দর করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই পবিত্র কোরান থেকে হতে হবে।**
		১ রাকাত শেষ (৪:১০২)

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
		মন্তব্য: রাকাত বুঝতে হলে (৪:১০২) নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম পিছনের গ্রুপ চলে গেছেন এবং নতুন দল যোগ দিয়েছেন। অতএব আবার দাঁড়িয়ে একই ভাবে দ্বিতীয় রাকাত শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসে গেছেন।
৯.	**বসা (৩:১৯১)**	**আল্লাহর রচিত কতিপয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত** আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫), (দুরূদ, হাম্দ ও নাত ৩৭:১৮০- ১৮২), ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া (২:১২৮; ৬:১৬২-১৬৩), পরিপূর্ন ঈমান আনার স্বীকৃতি (২:২৮৫), অপরাধ ও কাজের বাড়াবাড়ি হেতু(৩:১৪৭), আগুনের আযাব থেকে রক্ষা (৩:১৯১), আদম (আঃ) দোয়া (৭:২৩), ঈমান এনে ক্ষমা (২৩:১০৯), দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের (২:২০১), ধৈর্য ধারণের (২:২৫০), বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্তি (২:২৮৬), ভাল নেতা পাওয়ার জন্য (৪:৭৫), যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ার (২৩:৯৪), লূত (আঃ) দোয়া (২৯:৩০), ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া- জান্নাতে বাড়ি (৬৬:১১), অন্তরসমূহ বক্রতা রোধে (৩:৮), মূসা (আঃ) দোয়া (২৮:২৪; ১০:৮৮; ৫:২৫; ৭:১৫১), ঈমানের সাক্ষী (৩:৫৩), ঈমানের সাথে মৃত্যু (৩:১৯৩), ইউসুফ (আঃ) দোয়া (১২:১০১), জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা: শুআইব (আঃ) এর দোয়া (৭:৮৯), রিযক লাভের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৩৭), বংশধরদের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৪০), পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য-বৃদ্ধ অবস্থা, মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর (১৭:২৪; ১৪:৪১), সকলের জন্য দোয়া (৭১:২৮), সাহায্যকারী শক্তির জন্য (১৭:৮০), উত্তরাধিকারী ও সন্তানলাভের জন্য-যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া (১৯:৫; ২১:৮৯), জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য (২০:১১৪), দুঃখ-কষ্টে থাকলে: আইউব (আঃ) এর দোয়া (২১:৮৩), শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি (২৩:৯৭-৯৮), বিবাহ ও সন্তানের জন্য (২৫:৭৪), শোকরগোজারী করে জান্নাতের প্রার্থনা: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (২৬:৭৯- ৮৭), সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত: সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া (২৭:১৯), তওবা (৪৬:১৫) **মন্তব্য: এই সকল দোয়াগুলি মূলত ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা রয়েছে। এই ভাবে-ই নবী ও রাসূলগণ পড়েছেন এবং মহান আল্লাহ তা কবুল করেছেন।** *হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (২:১৫৩)* *আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (২:১৮৬)*

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
১০.	**সালাম**	وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: ওয়া-ছালা-মুন 'আলাল মুরছালিন বাংলা অর্থ: শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। (৩৭:১৮১) **মন্তব্য: ডানে -বামে নড়াচড়ার কোন নির্দেশ নেই। সালাম সকল নবীগণকেই দিতে হবে। কিভাবে পৌঁছাবে মহান আল্লাহ ভাল জানেন।**
১১.	**শেষ দোয়া**	اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: 'আনিল হা'মদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (১০:১০)

সারণী ৪ এ পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি কাঠামো হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণী ৪: পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সালাত (নামাজ) পদ্ধতি

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
১.	**তায়াম্মুম**	মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ (৪:৪৩)
	অজু	মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত; মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (৫:৬)
২.	**দাঁড়ানো**	বিনীত হয়ে (২:২৩৮) কিবলা: মসজিদুল হারাম (২:১৪৪)
৩.	**শয়তান থেকে আশ্রয়**	رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ বাংলা উচ্চারণ: রাব্বি আউযুবিকা মিন হামঝা-তিশশাইয়া-তীন বাংলা অর্থ: 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'। وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ বাংলা উচ্চারণ:ওয়া আউযু'বিকা রাব্বি আই ইয়াহ দু'রুন বাংলা অর্থ: আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।(২৩:৯৭-৯৮)
৪.	**ইকামত**	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (২ বার) বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু (২:২৫৫) বাংলা অর্থ: আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। اَقِمِ الصَّلٰوةَ (২ বার) বাংলা উচ্চারণ: আকিমুস সালাত (১৭:৭৮) বাংলা অর্থ: সালাত কায়েম কর *জোড়ায় জোড়ায় (৫১:৪৯) কোন বিধিবদ্ধ বিধান নেই অর্থাৎ নিজের মত করে সাঁজিয়ে নেয়া যেতে পারে।*
৫.	**তাকবীর**	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ বাংলা উচ্চারণ: আ'লহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৭:৪৩; ১৭:১১১; ২৩:২৮; ২৭:১৫; ৩৪:১; ৩৫:৩৪)

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
৬.	**তেলাওয়াত**	
	(ক). স্বর	*তুমি তোমার সালাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। (১৭:১১০)*
	(খ). সূরা	**সূরা ফাতিহা পড়া** (১৫:৮৭)
	(গ). অন্যান্য সূরা/ আয়াত	**পৃথক কোন সূরা বা সূরার অংশ পড়া যায়** (৭৩:২০)
৭.	**রুকুর তাসবীহ**	سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: ছুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল আ-লামিন বাংলা অর্থ: সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ মহাপবিত্র, মহিমান্বিত'(২৭:৮) هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ বাংলা উচ্চারণ: ওয়া হুওয়াল 'আঝিঝুল 'আলীম বাংলা অর্থ: তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞানের অধিকারী। (২৭:৭৮) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ বাংলা উচ্চারণ: আ'লহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৭:৪৩; ১৭:১১১; ২৩:২৮; ২৭:১৫; ৩৪:১; ৩৫:৩৪) *জোড়ায় জোড়ায় (৫১:৪৯)*
৮.	**সিজদার তাসবীহ**	اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইও ওয়া হুওয়াল ওয়া-হিদুল কাহহা-র বাংলা অর্থ: 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর' । (১৩:১৬) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ বাংলা উচ্চারণ: আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া রাব্বুল আরশীল আজিম বাংলা অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা আরশের রব। (২৭:২৬) اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ বাংলা উচ্চারণ: ইন্নাহু আলা-কুল্লি শাইয়ং কা'দীর বাংলা অর্থ: নিশ্চয় তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১:৩৯) *জোড়ায় জোড়ায় (৫১:৪৯)* *'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে' । (১৭:১০৯)*

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
		যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (১৯:৫৮)
		১ রাকাত শেষ (৪:১০২) রাকাত বুঝতে হলে (৪:১০২) নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম পিছনের গ্রুপ চলে গেছেন এবং নতুন দল যোগ দিয়েছেন। অতএব আবার দাঁড়িয়ে একই ভাবে দ্বিতীয় রাকাত শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাত শেষে বসে গেছেন।
৯.	**বসা (৩:১৯১)**	**আল্লাহর রচিত কতিপয় দোয়া, দুরূদ, হাম্দ ও নাত** আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫), (দুরূদ, হাম্দ ও নাত ৩৭:১৮০- ১৮২), ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া (২:১২৮; ৬:১৬২-১৬৩), পরিপূর্ন ঈমান আনার স্বীকৃতি (২:২৮৫), অপরাধ ও কাজের বাড়াবাড়ি হেতু(৩:১৪৭), আগুনের আযাব থেকে রক্ষা (৩:১৯১), আদম (আঃ) দোয়া (৭:২৩), ঈমান এনে ক্ষমা (২৩:১০৯), দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের (২:২০১), ধৈর্য ধারণের (২:২৫০), বিপদাপদ ও বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্তি (২:২৮৬), ভাল নেতা পাওয়ার জন্য (৪:৭৫), যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ার (২৩:৯৪), লূত (আঃ) দোয়া (২৯:৩০), ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া- জান্নাতে বাড়ি (৬৬:১১), অন্তরসমূহ বক্রতা রোধে (৩:৮), মূসা (আঃ) দোয়া (২৮:২৪; ১০:৮৮; ৫:২৫; ৭:১৫১), ঈমানের সাক্ষী (৩:৫৩), ঈমানের সাথে মৃত্যু (৩:১৯৩), ইউসুফ (আঃ) দোয়া (১২:১০১), জাতির মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা: শুআইব (আঃ) এর দোয়া (৭:৮৯), রিযক লাভের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৩৭), বংশধরদের জন্য: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (১৪:৪০), পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য-বৃদ্ধ অবস্থা, মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর পর (১৭:২৪; ১৪:৪১), সকলের জন্য দোয়া (৭১:২৮), সাহায্যকারী শক্তির জন্য (১৭:৮০), উত্তরাধিকারী ও সন্তানলাভের জন্য-যাকারিয়্যা (আঃ) এর দোয়া (১৯:৫; ২১:৮৯), জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য (২০:১১৪), দুঃখ-কষ্টে থাকলে: আইউব (আঃ) এর দোয়া (২১:৮৩), শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি (২৩:৯৭-৯৮), বিবাহ ও সন্তানের জন্য (২৫:৭৪), শোকরগোজারী করে জান্নাতের প্রার্থনা: ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়া (২৬:৭৯- ৮৭), সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত: সুলাইমান (আঃ) এর দোয়া (২৭:১৯), তওবা (৪৬:১৫) *হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (২:১৫৩)* *আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। (২:১৮৬)*

ক্রমিক নং	বিষয়	করণীয়/পঠিত বিষয়
১০.	**সালাম**	وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: ওয়া-ছালা-মুন 'আলাল মুরছালিন বাংলা অর্থ: শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। (৩৭:১৮১)
১১.	**শেষ দোয়া**	اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাংলা উচ্চারণ: 'আনিল হা'মদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (১০:১০)

২.৬ উপসংহার

সালাত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, ওযু থেকে শুরু (নাসাঈ) করে নামাজের শেষ (আবু দাউদ) হয় পবিত্র কুরআন বহির্ভূত পন্থায়। নামাজ শিক্ষা অনুযায়ী তাসমিয়ায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর কথা লিখা থাকলেও বাস্তবে কোন মসজিদে ঈমাম সাহেব তা শব্দ করে পড়েন না। তেলাওয়াতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা বা আয়াতের কথা থাকলেও ঈমাম সাহেবগন আসলেই কি পড়ছেন তা জোহর, আসর ও অন্যান্য নামাজের দ্বিতীয় রাকাত পরে আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। মূলত তাসমিয়া ও দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত এতটুকুই পবিত্র কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে। অজু, জায়নামাজ, ইকামত, নিয়ত, সানা, তাআ'উজ, তাকবীর, রুকুর তাসবীহ, তাসমী, তাহমীদ, সিজদার তাসবীহ, দু'সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া, তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়ায়ে মাসূরা, দোয়ায়ে কুনুত, সালাম এবং শেষ দোয়া ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে মূলত সিহাহ সিত্তাহ বা কুতুব আল সিত্তাহর বিভিন্ন অংশ থেকে। তাছাড়াও ভিন্ন কিছু উৎসও দেখা যায় যেমন, তাবারানি, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, আলমাজমু শরহুল মুহাজ্জাব এবং ফাতহুল কাদির।

এই ১০টি সংকলনের যে সকল ঈমাম নামে পরিচিত, তাদের মধ্যে একজন তুর্কমেনিস্তানি, দুজন উজবেকিস্তানি, ছয় জন ইরানি এবং একজন মিশরীয়। এই ক্ষেত্রে মিশর ছাড়া আর কারো মাতৃভাষা আরবি নয়। এখানে উল্লেখ যে এই মিশরীয় সংকলক থেকে শুধুমাত্র প্রচলিত সালাম সংযোজন করা হয়েছে যিনি জন্মগ্রহণ করেন ৭৯০হিজরী অর্থাৎ ১৪০৫ খ্রিষ্টাব্দে। অন্যান্য সকল সংকলকের জন্ম ২০০-৫০০ হিজরী অর্থাৎ ৮০০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দে। যেহেতু পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় রচিত এবং তাদের জন্ম পবিত্র কুরআন অবতীর্ন হওয়ায় কয়েক শতাব্দী পরে, তাই তাদের সংগ্রহশালার ভিত্তি যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ।

তাছাড়া মহান আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন ***"তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা?"*** (৪:৮২) পবিত্র কুরআনের মূলনীতি অনুযায়ী প্রচলিত নামাজ কখনও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নয়। আল্লাহ বলেছেন

"আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি।" (৬:৩৮) তাই এই পবিত্র কুরআনের বহির্ভূত পদ্ধতি আল্লাহর বিধান হতে পারে না। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য একধিক বার আদেশ ও উপদেশ দেয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রতুল গবেষণা রয়েছে। ইসলামী সমাজ তথাকথিত ও কিছু ব্যক্তি বিশেষের কথার ভিত্তিতে প্রয়োগিক ধর্মীয় রীতিনীতিতে অভ্যস্ত।

এই গবেষণায় উপরের সারণী ৪ এ একটি পূর্ণাঙ্গ শারীরিক সালাতের (নামাজ) পদ্ধতি উপস্থাপন করা হল, যেখানে একটি শব্দেরও প্রয়োজন নেই ভিন্ন কোন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা। তবে ব্যক্তি সমাজ, ও রাষ্ট্র সালাতকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে বলে এই গবেষণা থেকে একটি শক্তিশালী বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। যেহেতু পবিত্র কুরআন সালাতের জন্য বিশাল সময়ের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নূন্যতম রাকাতের ধারণা দিয়েছেন তাই কে কত রাকাত কি সূরা, দোয়া, তাসবীহ ইত্যাদি দিয়ে পড়বেন তা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত চাহিদার ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। মহান আল্লাহ কোন স্থায়ী বিধান সালাতের জন্য নির্ধারণ করেন নাই বরং যারা আল্লাহর এই বিধানে হস্তক্ষেপ করবেন তারা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতের আলোকে-ই সরাসরি শিরকে লিপ্ত হবেন।

২.৭ সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য মাজহাব ও তরিকার সালাত সম্পর্কে কোন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় নাই। তাছাড়াও সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আজান, ইকামত, সময়, কিবলা, মসজিদ, জামাত, ঈমাম, মুয়াজ্জিন, মুসল্লি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও কোন ধরণের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় নাই। তাই এখানে প্রস্তাবিত সালাতকে একটি বিশ্বজনীন পরিপূর্ণ সালাতের কাঠামো বলা যাবে না।

২.৮ সুপারিশমালা

- যেহেতু সাহিত্য পর্যালোচনায় ও গবেষণার দেখা গেল যে, বর্তমানে যে সালাত ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা মূলত মাজহাব ও তরিকা ভিত্তিক এবং তার পঠিত বিষয়গুলির বেশিরভাগ সংযুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন লাহওয়াল হাদীস থেকে তাই পবিত্র কুরআন ভিত্তিক সালাতের একটি সুন্দর মডেল প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকগণকে আরো গভীরভাবে গবেষণা করে সাধারণ মানুষের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

- যেহেতু গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়া তাই প্রস্তাবিত পদ্ধিতিতে বিশেষ করে ইকামত, তাকবীর, রুকু ও সিজদার তাসবীহ, তাসমী, তাহমীদের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল পঠিত আয়াত বা আয়াতাংশ দেয়া হয়েছে, তা চূড়ান্ত কোন বিধি নিয়ম হিসাবে নয় বরং পবিত্র কুরআন থেকে সংগ্রহ করে বিশেষ করে যাদের পবিত্র কুরআনের ভাষাগত গভীর গবেষণা ও জ্ঞান রয়েছে তারা আমাদের জন্য তা সংযোজনের জন্য তুলে ধরতে পারেন।
- মুসলিম সমাজ বহু শতাব্দী ধরে পবিত্র কুরআনকে কেবলমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে লাল কাপড়ে আবদ্ধ রেখেছে তাই সালাতকে মহান আল্লাহর নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে যে ধরণের গবেষণার প্রয়োজন ছিল তা নিতান্তই অপ্রতুল। তাই অপ্রতুলতাকে কাটিয়ে উঠতে যারা লাহওয়াল হাদিসের প্রবর্তক, প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষক তাদের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে জিহাদ ঘোষণা অতিব জরুরী।
- যেহেতু সাধারণ মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান সালাত ব্যবস্থা বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং মানুষের মধ্যে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা রয়েছে, তাই কুরআনের আয়াতগুলিকে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে সাধারণের মানুষের কানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় সরকারি নীতি নির্ধারক এবং সমাজের শক্তিশালী কর্তৃপক্ষকে সঠিকভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার, কনফারেন্স ও প্রকাশনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সকল ধরণের পাঠ্য পুস্তক থেকে লাহওয়াল হাদীসকে বিলুপ্ত করে পবিত্র কুরআনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২.৯ তথ্যসূত্র

[১] Lane, E. W. (1968). An Arabic-English Lexicon. Beirut, Lebanon.

[২] Murata, S., & William C. (1994). The vision of Islam, Paragon House

[৩] Mannan, K. A. (2022). সালাত (নামায): একমাত্র পবিত্র কুরআনের আলোকে (Salat (Prayer): Only in the light of the Holy Qur'an). KMF Publishers, Dhaka, Bangladesh. ISBN: 978-984-35-3506-1 https://doi.org/10.5281/zenodo.7777192

[৪] Chamsi-Pasha, M., & Chamsi-Pasha, H. (2021). A review of the literature on the health benefits of Salat (Islamic prayer). The Medical journal of Malaysia, 76(1), 93–97.

[৫] Alabdulwahab, S. S., Kachanathu, S. J., & Oluseye, K. (2013). Physical activity associated with prayer regimes improves standing dynamic balance of healthy people. Journal of physical therapy science, 25(12), 1565–1568.

[৬] Boy, E., Lelo, A., & Sagiran (2023). Salat dhuha effect on oxidative stress in elderly women: A randomized controlled trial. Saudi journal of biological sciences, 30(4), 103603.

[৭] Doufesh, H., Faisal, T., Lim, K.S. & Ibrahim, F. (2012). EEG Spectral Analysis on Muslim Prayers. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 37, 11–18.

[৮] Mohamed, C. R., Nelson, K., Wood, P., & Moss, C. (2015). Issues post-stroke for Muslim people in maintaining the practice of salat (prayer): A qualitative study. Collegian (Royal College of Nursing, Australia), 22(3), 243–249.

[৯] Osama, M., & Malik, R. J. (2019). Salat (Muslim prayer) as a therapeutic exercise. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 69(3), 399–404.

[১০] Rabbi, M. F., Ghazali, K. H., Mohd, I. I., Alqahtani, M., Altwijri, O., & Ahamed, N. U. (2018). Investigation of the EMG activity of erector spinae and trapezius muscles during Islamic prayer (Salat). Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 31(6), 1097–1104.

[১১] Reza, M. F., Urakami, Y., & Mano, Y. (2002). Evaluation of a new physical exercise taken from salat (prayer) as a short-duration and frequent physical activity in the rehabilitation of geriatric and disabled patients. Annals of Saudi medicine, 22(3-4), 177–180.

[১২] Safee, M.K.M., Abas, W.A.B.W., Ibrahim, F., Osman, N.A.A., & Salahuddin, M.H.R. (2012). Electromyographic Activity of the Lower Limb Muscles during Salat and Specific Exercises. Journal of Physical Therapy Science, 24(6), 549-552.

[১৩] Saniotis A. (2018). Understanding Mind/Body Medicine from Muslim Religious Practices of Salat and Dhikr. Journal of religion and health, 57(3), 849–857.

[১৪] Sayeed, S. A., & Prakash, A. (2013). The Islamic prayer (Salah/Namaaz) and yoga togetherness in mental health. Indian journal of psychiatry, 55(Suppl 2), S224–S230.

[১৫] Ibrahim, F., Wan Abas, W. A. B., & Ng, S. C. (2008). Salat: Benefit from science perspective. Kuala Lumpur: Department of Biomedical Engineering, University Malaya.

[১৬] Aris, M.S., Rani, M.D., Jaafar, M.H., Norazmi, A., & Umar, N.S. (2017). Knowledge, Attitude, and Practice of Performing Prayers (Salat) Among Muslim Patients in Hospital Langkawi, Kedah: Roles of Muslim Healthcare Providers. Advanced Science Letters, 23, 4955-4959.

[১৭] Callender, K. A., Ong, L. Z., & Othman, E. H. (2022). Prayers and Mindfulness in Relation to Mental Health among First-Generation Immigrant and Refugee Muslim Women in the USA: An Exploratory Study. Journal of religion and health, 61(5), 3637–3654.

[১৮] Ahmad, M., & Khan, S. (2016). A Model of Spirituality for Ageing Muslims. Journal of religion and health, 55(3), 830–843.

[১৯] Amir, S. N., Juliana, N., Azmani, S., Abu, I. F., Talib, A. H. Q. A., Abdullah, F., Salehuddin, I. Z., Teng, N. I. M. F., Amin, N. A., Azmi, N. A. S. M., & Aziz, N. A. S. A. (2022). Impact of Religious Activities on Quality of Life and Cognitive Function Among Elderly. Journal of religion and health, 61(2), 1564–1584.

[২০] Ijaz, S., Khalily, M. T., & Ahmad, I. (2017). Mindfulness in Salah Prayer and its Association with Mental Health. Journal of religion and health, 56(6), 2297–2307.

[২১] Irawati, K., Indarwati, F., Haris, F., Lu, J. Y., & Shih, Y. H. (2023). Religious Practices and Spiritual Well-Being of Schizophrenia: Muslim Perspective. Psychology research and behavior management, 16, 739–748.

[২২] Pajević, I., Sinanović, O., & Hasanović, M. (2017). Association of Islamic Prayer with Psychological Stability in Bosnian War Veterans. Journal of religion and health, 56(6), 2317–2329.

[২৩] Sobhani, V., Manshadi Mokari, E., Aghajani, J., & Hatef, B. (2022). Islamic praying changes stress-related hormones and genes. Journal of medicine and life, 15(4), 483–488.

[২৪] Ilyas, M. (1978). Astronomical Determination of Islamic Times. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 51(1 (233)), 46–53.

[২৫] Raisal, A.Y., & Rakhmadi, A. J.(2020). Understanding the effect of revolution and rotation of the earth on prayer times using accurate times. Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 4(1), 81-101

[২৬] Goitein, S.D. (1968). Islamic history. Studies in Islamic history and institutions, Leiden.

[২৭] Turner, W.H. (1979). From Temple to meeting house, theology of places of worship. De Gruyter, Inc, Paris

[২৮] Elad, A. (1995). Medieval Jerusalem and Islamic worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage. Islamic History and Civilization, 8

[২৯] সুনানে নাসাঈ শরীফ, মীনা বুক হাউস, ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩০] সহীহ আত-তিরমিযি, আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩১] সহীহ মুসলিম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩২] মিশকাত শরীফ, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩৩] বুখারী শরীফ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

[৩৪] সুনানু ইবনে মাজাহ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

[৩৫] আবু দাউদ শরীফ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

[৩৬] তাবারানি শরীফ, ইসলামী প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩৭] মুসনাদে আহমদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

[৩৮] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা, পথিক প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

[৩৯] আলমাজমু শরহুল মুহাজ্জাব

[৪০] ফাতহুল কাদির

যাকাতের প্রচলিত পদ্ধতি বনাম পবিত্র কোরআন: দাতা ও গ্রহীতার একটি আর্থ-সামাজিক মডেল

ড. কাজী আব্দুল মান্নান[১]

সংক্ষিপ্তসার

পবিত্র কোরআনে সালাতের সাথে সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখিত যাকাত হচ্ছে আর্থ-সামাজিক ফরজ ইবাদত। মহান আল্লাহর প্রদত্ত বিধিবিধান গুলি বিশেষ করে ফরজ কাজগুলির ক্ষেত্রে, শুরু থেকেই শয়তানের চক্রান্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই বহু নবী ও রাসূল এসেছিলেন এবং নবী (সঃ) আমাদের জীবন চলার জন্য সর্বশেষ এই পবিত্র কোরআনকে সত্যায়ন করে দিয়েছেন, একমাত্র মূলনীতি হিসাবে। এই প্রবন্ধটি হচ্ছে পবিত্র কোরআনের মূলনীতি ও উল্লেখিত বিধিবিধান অনুযায়ী মুসলিম দেশগুলির যাকাত ব্যবস্থাপনা রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। এই উদ্দেশ্য সাফল্যের লক্ষ্যে ৪০টি মুসলিম প্রধান দেশের সমসাময়িক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে যাকাতের ক্ষেত্রে রয়েছে সর্বনিম্ন পরিমান (নিসাব) ও হার ২.৫%। এই দুটি মৌলিক উপাদান, যার অস্তিত্ব পবিত্র কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে, যাকাতকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনায় সকল প্রকার ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ সামাজিক দিকটি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আরো দেখা যায় যে, কিছু কিছু দেশ সরকারি ভাবে এই যাকাত আদায় করে এবং ব্যয় করা হয় পবিত্র কোরআনের অন-অনুমোদিত উপায়। উপরন্ত, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মাযহাবের দ্বন্দ্বে যুদ্ধের মত ধ্বংসাত্মক পথে জড়িত হয়ে গেলেও, যাকাতের ব্যাপারে এক মাযহাবের অনুসারী। এখানে উল্লেখ যে পবিত্র কোরআনের ফসল কাটার নীতি ও খুমুস (যা হচ্ছে লভ্যাংশের ১/৫) নীতি যাকাত গ্রহণকারী শ্রেণী চিহ্নিত করা হলেও, বাস্তবে যাকাত বা ভিন্ন কোন উপায়ে ঐ শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণের কোন বন্টনের ব্যবস্থাও নেই। একাদশ শতাব্দী মতান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত যাকাতের যে বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন, এই প্রবন্ধ তা নতুন করে গবেষণা ও পর্যালোচনার পক্ষে জোড় দাবি করছে, কারণ যাকাত প্রথা ইব্রাহিম (আঃ) থেকে নবী (সঃ) পর্যন্ত একই নীতিমালায় ছিল।

মূল শব্দ: পবিত্র কোরআন, যাকাত, নিসাব, যাকাতের হার, যাকাত প্রদানকারী ও গ্রহণকারী, আর্থ-সামাজিক

[1] Chairperson, Center for Academic & Professional Career Development and Research (CAPCDR), Bangladesh. Email: drkaziabdulmannan@gmail.com

The Traditional System of Zakat versus the Holy Qur'an: A Socio-Economic Model of Payers and Receivers

Professor Dr Kazi Abdul Mannan[1]

Abstract

Zakat is the socio-economic obligatory act of worship most often mentioned in the Holy Qur'an along with Salat. The rules given by Almighty Allah, especially regarding the obligatory acts, are changed from the beginning by the plot of Satan. So many Prophets and Messengers came and the Prophet (pbuh) confirmed this Holy Qur'an as the only principle to guide our lives. This article examines whether Muslim countries have zakat management according to the principles and regulations mentioned in the Holy Qur'an. To achieve this objective, contemporary data and information from 40 Muslim-majority countries were collected and analyzed. A thorough review revealed that the traditional system of zakat has a minimum amount (nisab) and a rate of 2.5%. These two basic elements, the existence of which is not mentioned anywhere in the Holy Quran. Moreover, it appears that all forms of management of zakat have been developed purely on economic considerations, that is the social aspect has been completely rejected. It is also seen that some countries collect this zakat officially and it is spent in non-authorized ways of the Holy Qur'an. Furthermore, even though sectarian conflicts in the present Muslim world have been involved in destructive ways such as war, followers of one school of thought regarding zakat. It is mentioned here that although the principle of harvest and Khummus (which is 1/5 of the dividend) of the Holy Qur'an identifies the Zakat receiving class, in reality, there is no system of such distribution among those classes either by Zakat or otherwise. This article calls for new research and a review of the rules of zakat compiled between the 11th and 18th centuries because the zakat system was based on the same principle from Abraham (pbuh) to the Prophet (pbuh).

Keywords: Holy Quran, Zakat, Nisab, Rate of Zakat, Zakat Payer and Receiver, Socio-Economic

৩.১ ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে আমরা কতগুলি আর্থ-সামাজিক চলক দেখতে পাই, তার মধ্যে রয়েছে যেমন 'ইনফাক' -সাধারণ ভাবে ব্যয় করা কে বুঝায়, 'সাদাকা' -খুশি মনে প্রদান করা, 'আনফাল'-খনিজ সম্পদ যা রাষ্ট্র বন্টন করবে এবং 'যাকাত' -পবিত্রতা অর্জন করা। ইসলামের মূলনীতির একমাত্র গ্রন্থ হচ্ছে এই পবিত্র কোরআন। এখানে ইনফাক, সাদকা, যাকাত ও আনফাল সম্পর্কে রয়েছে বিভিন্ন আয়াতে এর বিধিবিধান ও নীতিমালা। সূরা আল-আনফাল (৮) এর আয়াত ৪১ এ 'খুমুস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "*নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক*"। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র 'নিসাব' পরিমান অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদের উপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কোরআনের কোথাও এই ২.৫% এর অস্তিত নেই। এই গবেষণা পত্রটির উদেশ্যে ইনফাক, সদকা, আনফাল এবং খুমুস নিয়ে কোন আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নয়, তাই নীতিগতভাবেই এই চলকগুলি যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে চলা হয়েছে।

এই গবেষণার মৌলিক উদেশ্যে হচ্ছে প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থার সাথে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত যাকাতের সাথে কতুটুকু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা তুলে ধরে যাকাত প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর আর্থসামাজিক পরিলেখ (profile) তৈরি করা। প্রচলিত ব্যবস্থায় যাকাত (আরবি: زكاة zakat), "যা পরিশুদ্ধ করে", আরও (আরবি: زكاة المال), "সম্পদের যাকাত"[১] হলো ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের একটি। প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে[২], গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়[৩,৪] সাধারণত নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি হিজরি ১ বছর ধরে থাকলে মোট সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা ১/৪০ অংশ[৫] বিতরণ করতে হয়।

মুসলমান স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সকলের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য কিতাব হচ্ছে মহান আল্লাহর কোরআন। এই কোরআনে মানুষের জন্য প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে বিধি বিধান লিপিবদ্ধ এবং এমন কি অনেকগুলি আরব রাষ্ট্র যাদের মাতৃভাষায় প্রণীত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অন্তত আরব রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের মৌলিক বিষয়গুলি সহজে বুঝতে এবং তার যথযথ অনুসরণে কোন প্রকার তারতম্য থাকার কথা নয়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রয়েছে অত্যন্ত মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে-ই নানা ধরণের দলমত এবং মাযহাব। এই সকল মাযহাবগুলির মধ্যে রয়েছে এমন

দ্বন্দ, যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ যুদ্ধ চলছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ ধরে। অথচ মহান আল্লাহ, পবিত্র কোরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার জন্য বিশদভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমরা সকলেই জানি যাকাত একটি ফরজ ইবাদত, কিন্তু রাষ্ট্র ভেদে এর রয়েছে অনেক মতবিরোধ বিশেষ করে সংগ্রহ, দাতা ও গ্রহীতার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

বিশ্বের ৪০-টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে লিবিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সুদান এবং ইয়েমেন এই ছয়টি দেশে যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত[৬,৭] যাকাত সংগ্রহে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, বুর্কিনা ফাসো, চাদ, গিনি, ইরাক, কাজাখস্তান, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, নাইজেরিয়া, ওমান, কাতার, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, গাম্বিয়া, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান[৮]। যে সকল দেশগুলির জনগণের জন্য ঐচ্ছিক বাহরাইন, বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্র এমনকি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও দেশ ভেদে যাকাতের রয়েছে অনেক বৈষম্যতা। আর এই বৈষম্যতাই এই গবেষণা পত্রটির ক্ষেত্রে মূল অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে[৯]।

৩.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য ভূমিকায় আলোচনা করে হলেও, সূনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নলিখিত তিন (৩) টি:

(ক) প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থার সাথে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত যাকাতের সাথে কতুটুকু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা পরিমাপ করা;

(খ) পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে যাকাত প্রদানকারীর আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক পরিলেখ তৈরি করা; এবং

(গ) পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে যাকাত গ্রহণকারীর আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক পরিলেখ তৈরি করা।

৩.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রথমেই এক নজরে দেখে নিতে পারি যাকাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের পবিত্র কোরআনে কিভাবে এবং কতটুকু জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ১৮টি সূরার ৩০টি আয়াতে সরাসরি যাকাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ৩০টি আয়াতের ২৫টিতে রয়েছে সালাত সম্পৃক্ত অর্থাৎ যাকাত প্রদানকারী অবশ্যই সালাত আমলকারী হতে হবে। সালাতের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানিক চলক রয়েছে ৯৫টি অর্থাৎ এই চলকগুলির সমষ্টি-ই হচ্ছে সালাত। অতএব যাকাতকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে, যাকাতের সাথে সংযুক্ত সকল চলকগুলিকে ভালভাবে বুঝতে হবে, এই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের মূলনীতি।

এখন দেখা যাক যাকাতের সাথে সংযুক্ত সরাসরি চলকগুলি কি কি? গবেষণার সুবিধার্থে এই সকল চলকগুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন প্রথমতঃ একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন মূলক চলক সমূহ (Individual beliefs and self-efficacy variables), যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ২৭টি: যে ঈমান আনে আল্লাহতে, যে ঈমান আনে শেষ দিবসে, যে ঈমান আনে ফেরেশতাগণে, যে ঈমান আনে আল্লাহর কিতাবে, যে ঈমান আনে নবীগণের প্রতি[১০]; একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে[১১]; যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট, যারা ধৈর্যধারণ করে দুর্দশায়[১০]; রাসূলদের সহযোগিতা করে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়[১২]; তাকওয়া অবলম্বন করে[১৩]; তাওবাকারী[১৪]; আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা[১৫]; আল্লাহর আনুগত্য করে, রাসূলের আনুগত্য করে[১৬]; আল্লাহর ইবাদাত করে[১৭]; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে মেনে নেয়[১৮]; পিতা ইবরাহীমের দীন গ্রহণ, মুসলিম হতে হবে, আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরে, আল্লাহকে অভিভাবক মানে[১৯]; পরকালের ভয় করে[২০]; আখিরাতে বিশ্বাসী[২১]; আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে[২২]; আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে[২৩]; কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়ে[২৪] এবং আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে[২৫]।

দ্বিতীয়তঃ দাতার আর্থ-সামাজিক এবং জনতাত্ত্বিক চলক সমূহ (Socioeconomic and Sociodemographic Variables of Payers) এই শ্রেণীতে রয়েছে ২১টি যেমন সালাত কায়েম, রুকূকারীদের সাথে রুকূ[২৬]; সদাচার পিতা-মাতা, সদাচার আত্মীয়-স্বজন, সদাচার ইয়াতীম, সদাচার, মিসকীনদের, উত্তম কথা[১১]; সৎকাজ[২৭]; যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধের সময়ে, সত্যবাদী[১০]; হাত সংযত, জিহাদ[২৮]; যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে[২৯]; আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করে[১৫]; মুমিনরা একে অপরের বন্ধু[১৬]; পরিজনবর্গকে সালাত পালনে নির্দেশ দেয়[৩০]; সক্রিয়[৩১]; ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ[২০]; স্বগৃহে অবস্থান[৩২]; এবং সদাকা

পেশ[33]। তৃতীয়ত : গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থার চলক সমূহ (Soco-economic status variables of the recipient) এখানে দেখা যায় মাত্র ৫টি যেমন যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির, প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে (দাস মুক্তিতে)[১০]। চতুর্থত: দাতার আনুসাংগিক চলক সমূহ (Payers others variables) এখানে নিষিদ্ধ কাজ গুলি রয়েছে যেমন, সূদ[২২]; প্রাচীন জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিত্যাগ[৩৪]; এবং আখিরাতেও অবিশ্বাসী[৩৫]। পঞ্চমত: আল্লাহ বলে দিয়েছেন অল্প সংখ্যক মেনে চলে[১১]।

সাধারণ নিয়ম আমাদের বলে দেয় যে, পবিত্র কোরআনের আলোকে যাকাতের বিধিবিধান নির্ধারণ করতে এই ৫৮টি চলকের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতের সহযোগিতা নিয়ে আমরা জেনে নিতে পারি এর পূর্ণাঙ্গ বিধান। যেমন আল্লাহ আমাদের যাকাতের সাথে সরাসরি আয়াতের কোথায় কি পরিমান যাকাত দিতে হবে তা কিন্তু এখানে বলে দেন নাই। কিন্তু খুমুস নীতিতে বলে দিয়েছেন "*এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য*"[৩৬]। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই এই শ্রেণী-ই হচ্ছে যাকাত গ্রহণকারী। যেহেতু বন্টনের আর কোন অনুপাত পবিত্র কোরআনে এই শ্রেণীর জন্য লিখে দেন নাই, তাই এই বিধান মেনে না নিয়ে মানব রচিত অনুপাতগুলি মেনে নেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা নিশ্চয় ভেবে দেখার বিষয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কখন যাকাত দিব? এই প্রশ্নের উত্তর এই ৩০টি আয়াতের মধ্যে নেই। তবে "*যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও।*"[৩৭] আল্লাহ বলে দিয়েছেন *"আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"*[৩৮] আর যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক[৩৯]। এই শ্রেণী হচ্ছে যাকাত গ্রহণকারী, তা কিন্তু যাকাতের আয়াতগুলিতে স্পষ্ট। মহান আল্লাহতো বলে দিয়েছেন এই কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে শতাধিকবার।

এখন আমরা পর্যালোচনা করতে পারি প্রচলিত যাকাত প্রথা ও পদ্ধতি আমাদের কিভাবে শিখিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে যে ৪০টি মুসলিম প্রধান দেশগুলি এই গবেষণার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই দেশগুলিকে তিনভাবে ভাগ করে পর্যালোচনা করা হল। প্রথমত যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত দেশগুলি যেমন লিবিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সুদান এবং ইয়েমেন। এই প্রত্যেকটি দেশেই রয়েছে যাকাত সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ আইন-কানুন। যেমন লিবিয়ার ক্ষেত্রে Zakat Law LIBYAN ACT NO: 89, 1971 থাকলেও সেখানে যাকাত হিসাব করার কোন বিধিবদ্ধ বিধান দেখা যায় না[৪০]। মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৫টি আইন রয়েছে, এমন কি তাদের আছে শরিয়া আইন এবং প্রত্যেকটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা বিধান, তবে সেখানেও রয়েছে যাকাত সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের জটিলতা[৪১]। পাকিস্তান ২.৫% হারে জনগণ থেকে যাকাত

সংগ্রহ করে তাদের জাতীয় বাজেট তৈরি করে থাকেন, যা দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে বিশাল ভূমিকা রাখে[৪২]। সৌদি আরব ফিকহ শাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাই তারা তাদের দেশের অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সময়ে নিসাব পরিবর্তন করে থাকলেও, যাকাত প্রদানের হার ২.৫% অপরিবর্তিতই রাখে[৪৩]। সুদান রাষ্ট্রীয় ভাবে ২.৫% হারে সংগ্রহ করে, তারা তা দরিদ্রদের নগদ অর্থ, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে[৪৪]। ইয়েমেন সরকার ব্যক্তি এবং কর্পোরেট সংস্থা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক ২.৫% হারে যাকাত ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাদের সকলকেই যথযথ আয়কর পরিশোধ করতে হয়, তবে ইয়েমেনের নিসাব হিসাব সৌদি আরবের নিসাব হিসাবের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়[৪৫]।

এবার যাকাত সংগ্রহে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই তবে যাকাত প্রথা রয়েছে এমন দেশগুলির বিধি ব্যবস্থা পর্যবেক্ষেন ও পর্যালোচনা করব। যেমন যাকাতের হার অপরিবর্তিত থাকলেও নিসাব নিয়ে রয়েছে মাযহাব ভেদে মতবিরোধ[৪৬]। আলজেরিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস করার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নে অর্থায়নে অবদান রাখতে এবং ক্ষুদ্র অর্থায়নে আর্থিক সহায়তা এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য যাকাত তহবিলকে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে পরিচালনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ বিতরণ এবং প্রকল্প অর্থায়নের জন্য যাকাত পরিচালনা করেছে[৪৭]। আজারবাইজানে যাকাত ইনস্টিটিউশন হল মধ্যস্থতাকারী সংস্থা, যারা সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে যাকাত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য কাজ করে এবং এই প্রক্রিয়ায়, আমিলের একটি অংশকে যাকাত প্রাপক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সংগৃহীত যাকাত এবং ইনফাক তহবিল থেকে পরিচালন ব্যয়ের পুরোটাই নেওয়া হয়, যদিও নির্দিষ্ট পরিমাণে, অনেকের কাছ থেকে স্বচ্ছতার অভাবের কারণে শতাংশের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে[৪৮]। বুর্কিনা ফাসো নিসাবের ঊর্ধ্বে থাকা সম্পদের ২.৫% যাকাত প্রদেয় এবং নিসাব হচ্ছে ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের ৮৫ গ্রামে[৪৯]। গিনি[৫০] ও চাদের[৫১] ক্ষেত্রেও একই রকম বিধান দেখা যায়, তবে নিসাবের হিসাবে রয়েছে স্বতন্ত্রতা ।

ইরাকের গবেষণায় দেখা যায় যে, যাকাত দারিদ্রতা দূরকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে[৫২]। তবে যাকাতের নিসাব ও হারে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। সোভিয়েত শাসন মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ঐতিহ্যগত যাকাত ব্যবস্থাপনা অন্যান্য ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্যে উজবেক[৪৫], কাজাখস্তান[৫৩], তাজিকিস্তান[৫৪] এবং তুর্কমেনিস্তান[৫৫], পুরো প্রজন্মের জন্য। এই সকল দেশগুলিতে যে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ যাকাত প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি বা সোভিয়েত শাসনের পর থেকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। আফ্রিকার দেশ গুলি যেমন মালি[৫৬], মৌরিতানিয়া[৫৭], মরক্কো[৫৮], নাইজার[৪৫], নাইজেরিয়া[৫৯], সেনেগাল[৬০], সিয়েরা লিওন[৬১], সোমালিয়া[৬২] এবং গাম্বিয়ার[৬৩] যাকাত ব্যবস্থাপনায় দেখা যায়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে-ই NGO ভিত্তিক। এই সকল দেশগুলিও ইসলামের অন্যান্য রীতিনীতিতে কিছুটা অমিল দেখা গেলেও যাকাতের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না।

এই তালিকার অন্যান্য দেশ যেমন মধ্যপ্রাচের দেশ ওমানে[৬৪] যাকাত দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যদিও উচ্চ আয়ের ইসলামি দেশগুলো যেমন কাতার[৬৫] ও তুরস্ক[৬৬] হতে হবে অনুকরণীয় মডেল অন্যান্য ইসলামিক দেশগুলির কাছে, যাকাত আইন সম্পর্কে মতামত এবং ফতোয়া দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিতদের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা এবং সম্মতি প্রচারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তার বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রণী ভূমিকা দেখা যায় না। সিরিয়া[৬৭] ও তিউনিসিয়ার[৬৮] ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাকাত দেশের অভ্যন্তরে জরুরী সেবা কার্যে সহায়তা করে, যেমন চিকিৎসা পেশাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধ সরবরাহ প্রদান করে এমন কি জেনারেটর, জ্বালানী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়, বিশেষ করে যা স্বাস্থ্যসেবা খাতের জন্য যা দরকার। দেশগুলির নিসাব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য দেখা গেলেও, যাকাত প্রদানের জন্য ২.৫% নীতিতে তেমন কোন পরিবর্তন নেই।

তৃতীয় তালিকায় ঐচ্ছিক দেশগুলি হচ্ছে বাহরাইন, বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এই নয়টি দেশ। বাহরাইন[৬৯], জর্দান[৪৪], কুয়েত[৭০], লেবানন[৭১] এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত[৭২] এই দেশগুলির GDP তে অনেক অবদান রাখছে যাকাত, তবে বন্টন ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অনেক অস্বচ্ছতা, যাকাতের মূলনীতিকে অনেক প্রশ্নবিদ্ধ করছে বলে এই সকল গবেষণায় উঠে এসেছে। মিশর[৭৩] এর মতে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য বছরে একবার প্রদেয় যাকাত, বাস্তবে অনেক বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অর্থাৎ যাকাত ব্যবস্থাপনায় রয়েছে যথেষ্ট ত্রুটি। ইন্দোনেশিয়ায়[৭৪] দেখা গেছে যে, যাকাতের ভূমিকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস করার বিকল্প পথ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইরানী মুসলমানরা সাধারণত তাদের যাকাত প্রদান করে উর্ধ্বতন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অফিসে, যা রাষ্ট্রিয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত দাতব্য সংস্থা। ইরান একটি শিয়া রাষ্ট্র হলেও এখানে নিসাব ও যাকাত হার প্রায় একই, তবে কেউ কেউ ১০% হারেও যাকাত প্রদান করে থাকেন[৭৫]। বাংলাদেশের GDP তে শাস্ত্রীয় (Classical) এবং সমসাময়িক (Contemporary) পদ্ধতিতে যথা ক্রমে ৩.৭৯% ও ২.৩৩% অবদান রাখছে[৭৬]। যাকাতের ক্ষেত্রে একটি মাত্র অর্ডিন্যান্স (The Zakat Fund Ordinance, 1982) রয়েছে সেখানে শুধু একটি যাকাত বোর্ড গঠনের বিধিবিধান রচিত হয়েছে, তবে কোন নিসাব বা হার সম্পর্কে কোন আইন বা নীতিমালা নেই। বাংলাদেশের মানুষ তার নিজস্ব মাযহাব, পীর ও মাশায়েখের নিয়মনীতি অনুসরণ করে থাকেন।

এখানে উল্লেখ যে এই চল্লিশটি দেশের মাযহাবের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও নিসাব নির্ধারণ ও ২.৫% যাকাতের হার নিয়ে কোন ধরণের মতবিরোধ নেই। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এক পঞ্চমাংশ ছাড়া পবিত্র কোরআনে এই ধরণের হিসাবের খাত নেই। এমন কি এই ধরণের নিসাব নির্ধারণ পবিত্র কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই নিসাব এবং ২.৫% এসেছে ফতোয়া থেকে। যা আল-হিদায়া গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৮৫-১৯৫ পৃষ্ঠার মধ্যে যাকাতের বিধিবিধান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের জন্য যাকাতের বিধান[৭৭]। আল-হিদায়া হচ্ছে হানাফী মাজহাবের একটি অন্যতম ফিকাহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী আবু বকর। তিনি আফগানিস্তানের মারগিনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনকাল হচ্ছে (১১১৭-১১৭৯) খ্রিষ্টাব্দ যার হিজরী সন হচ্ছে (৫১১-৫৯৩)[৭৭]। অর্থাৎ এই সাহিত্য পর্যালোচনাতে অনুধাবন করা গেল যে, মূলত এই নিসাব এবং ২.৫% প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল। যদিও যাকাতের বিধান ইব্রাহিম (আঃ) থেকেই এবং পরবর্তীতে অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ, এমন কি সত্যায়নকারী নবী (সঃ) তাই সত্যায়ন করে গেছেন। এই ক্ষেত্রে আল-হিদায়া ছাড়াও এই ধরণের বিধান দেখা যায়, তা হচ্ছে ফতোয়ায়ে শামী, বাদায়েউস সানায়ে, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে কুবরা বায়হাকী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, আলবাহরুর রায়েক এবং এই ধরণের বহু গ্রন্থে। অথচ মহান আল্লাহ আমাদের পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন, *"এটাই আল্লাহর বিধান, যা পূর্ব হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহর এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।"*[৭৮]

৩.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমত পবিত্র কোরআনে বর্ণিত যাকাতের সাথে সরাসরি উল্লেখিত আয়াতগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি আর্থসামাজিক তাত্ত্বিক মডেল প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত ৪০টি মুসলিম প্রধান দেশের যাকাত সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতি ও পবিত্র কোরআনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হবে।

৩.৫ তাত্ত্বিক মডেল

এই গবেষণা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের ত্রিশ (৩০)টি আয়াতে সরাসরি যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, কেবলমাত্র সেই আয়াতগুলিকেই বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ ৩২টি আবার অন্যরা ৩৪টি আয়াতকে যাকাতের আয়াত বলে বিবেচনা করে থাকেন। ঐ আয়াতগুলি মূলত ইনফাক ও সাদাকার সাথে সম্পৃক্ত হিসাবে পরিগণিত করে, এই গবেষণার হতে আলাদা করা

হয়েছে। আয়াতগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৫৮টি চলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পরিশিষ্ট (ক-ঘ) এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। সকল চলকগুলিকে আবার ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন মূলক (২৭টি); দাতার আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক অবস্থা (২১টি), গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থা (৬টি), দাতার আনুসাংগিক বিষয় (৩টি) এবং আল্লাহর দেয়া তথ্য (১টি)। তাই যাকাত প্রদানকারীর ক্ষেত্রে একটি দেশ বা বৃহৎ পরিমণ্ডলে বিশ্লেষণ করতে আমরা সকল চলকগুলির সংমিশ্রনে একটি ইকোনোমেট্রিক্স মডেল তৈরি করতে পারি যেমন,

$$Zak= \alpha_0+ \alpha_1 BeInAh+ \alpha_2 BelLD+ \alpha_3 BelAls+ \alpha_4 BelKit+ \alpha_5 BelPts+ \alpha_6 DnWeA+ \alpha_7 PatPov+ \alpha_8 PatHip+ \alpha_9 SupMgs+ \alpha_{10} LAaGL+ \alpha_{11} FerAlh+ \alpha_{12} Rept+ \alpha_{13} DnFeAlh+ \alpha_{14} ObeAlh+ \alpha_{15} ObeMes+ \alpha_{16} WOAllh+ \alpha_{17} AlhOM+ \alpha_{18} ReFAb+ \alpha_{19} Musl+ \alpha_{20} HFAlh+ \alpha_{21} AlhbP+ \alpha_{22} FeHETa+ \alpha_{23} HCiFth+ \alpha_{24} DCAlh+ \alpha_{25} HCiSFth+ \alpha_{26} RecHQr+ \alpha_{27} WAlgBS+ \alpha_{28} EstdPer+ \alpha_{29} BoWBo+ \alpha_{30}TPrnDG+ \alpha_{31}TRelDG+ \alpha_{32} TOrpDG+ \alpha_{33} TNedDG+ \alpha_{34} SpkPG+ \alpha_{35} HnsJb+ \alpha_{36} FulPr+ \alpha_{37} BPatDB+ \alpha_{38}TrFlns+ \alpha_{39} ResHns+ \alpha_{40} Jhd+ \alpha_{41} GZakBB+ \alpha_{42} MsqAlhM+ \alpha_{43} AlsOA+ \alpha_{44} UsEnFMP+ \alpha_{45} Actv+ \alpha_{46} BusReAlh+ \alpha_{47} StyAH+ \alpha_{48} GivSdka + \alpha_{49} RiBa+ \alpha_{50} ADAJer+ \alpha_{51} UnbHA +e_1$$

.....(সমীকরণ ১.১)

এখানে e_1 বিচ্যুতি (error term)

উপরের সমীকরণ ১.১ থেকে আমরা আলাদা করে একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন মূলক সাতাশ (২৭) টি চলক দিয়ে যাকাত দাতাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। মূলত পবিত্র কোরআনের আলোকে শুধুমাত্র এই সকল ব্যক্তিগণ-ই কেবল মাত্র যাকাত প্রদান করে এবং করবে। এই চলকগুলি মূলত ব্যক্তির বিশ্বাস ও মনোজগতের সাথে সম্পৃক্ত, যা বাহ্যিকভাবে দেখা না গেলেও আনুসাংগিক কার্যকলাপ দিয়ে বিবেচনা করা যায়। একজন গবেষণের চাহিদামত এই চলকগুলিকে কোডিং করে নিতে পারেন। একক ব্যক্তির মডেলটি নিচের সমীকরণ ১.২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

$$InChFSI = \beta_0+ \beta_1 BeInAh+ \beta_2 BelLD+ \beta_3 BelAls+ \beta_4 BelKit+ \beta_5 BelPts+ \beta_6 DnWeA+ \beta_7 PatPov+ \beta_8 PatHip+ \beta_9 SupMgs+ \beta_{10}$$

LAaGL+ β_{11} FerAlh+ β_{12} Rept+ β_{13} DnFeAlh+ β_{14} ObeAlh+ β_{15} ObeMes+ β_{16} WOAllh+ β_{17} AlhOM+ β_{18} ReFAb+ β_{19} Musl+ β_{20} HFAlh+ β_{21} AlhbP+ β_{22} FeHETa+ β_{23} HCiFth+ β_{24} DCAlh+ β_{25} HCiSFth+ β_{26} RecHQr+ β_{27} WAlgBS +e_1 ....(সমীকরণ ১.২)

এখানে e_1 বিচ্যুতি (error term)

দাতার আর্থ-সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনায় একুশ (২১) টি চলক তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ যাকাত প্রদানকারী কোন না কোন ভাবে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। একজন গবেষক তার গবেষণার প্রয়োজনে পর্যবেক্ষণ (obesrvation) বা তার মনোনীত প্রক্রিয়ায় যাকাত প্রদানকারী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের সুবিধামত পন্থায় কোডিং করে নিতে পারেন। এই মডেলটি সমীকরণ ১.৩ এর মাধ্যমে নিচে উপস্থাপন করা হল।

SOciPP =μ_0 + μ_1 EstdPer+ μ_2 BoWBo+ μ_3 TPrnDG+ μ_4 TRelDG+ μ_5 TOrpDG+ μ_6 TNedDG+ μ_7 SpkPG+ μ_8 HnsJb+ μ_9 FulPr+ μ_{10} BPatDB+ μ_{11} TrFlns+ μ_{12} ResHns+ μ_{13} Jhd+ μ_{14} GZakBB+ μ_{15} MsqAlhM+ μ_{16} AlsOA+ μ_{17} UsEnFMP+ μ_{18} Actv+ μ_{19} BusReAlh+ μ_{20} StyAH+ μ_{21} GivSdka +e_1.........(সমীকরণ ১.৩)

এখানে e_1 বিচ্যুতি (error term)

গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থা পরিস্কারভাবে মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যাকাত প্রদানকারীর ক্ষেত্রে যে সকল নৈতিক ও সামাজিক চলকের কথা উল্লেখ করেছেন। তেমন করে কিন্তু যাকাত গ্রহণকারীর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই এই গবেষণার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যাকাতের সাথে সরাসরি উল্লেখিত আয়াত থেকেই মডেলটি তুলে ধরা হয়েছে, যা সমীকরণ ১.৪ এর হিসাবে নিচে দেওয়া হল।

SociSR =π_0 + π_1 GWislTR+ π_2 GWislTO+ π_3 GWislTN+ π_4 GWislTT+ π_5 GWislTA+ π_6 GWislFF.........(সমীকরণ ১.৪)

এখানে e_1 বিচ্যুতি (error term)

দাতার আনুসাংগিক তিন (৩) টি স্বতন্ত্র চলক সমূহ যাকাত প্রদানকারীর মূল মডেল সমীকরণ ১.১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে আল্লাহর দেয়া তথ্য সম্পর্কিত এক (১) টি চলক কে সমীকরণ ১.১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হলে এই গবেষণায় নতুন কোন মডেল উপস্থাপন করা হল না।

৩.৬ প্রয়োগিক মডেল

এই গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ৪০টি মুসলিম প্রধান দেশের প্রত্যেকটি দেশ থেকে প্রথমে ১০টি করে সমসাময়িক প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিক ভাবে মূল্যায়নের পর প্রত্যেকটি দেশ থেকে ৫টি করে গবেষণা পত্র পুনঃমূল্যায়নের করা হয় গভীর পর্যালোচনা করার জন্য। চূড়ান্তভাবে প্রত্যেকটি দেশের জন্য ১টি করে মোট ৪০দেশের ৪০টি গবেষণা পত্র থেকে যে সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তা নিচের টেবিল ১.৪-১.৭ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখনে উল্লেখ যে, চূড়ান্তভাবে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে সকল গবেষণা প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা নিচের টেবিল ১.১- ১.৩ এ প্রদান করা হয়েছে।

৪০টি দেশের মধ্যে দেখা যায় যে, যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত হয় টেবিল ১.১ বর্ণিত ছয় (৬) টি দেশ। এই ছয়টি দেশের গবেষণা পত্র ছাড়াও দেশগুলির যাকাত সম্পর্কিত প্রচলিত আইন কানুন ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করে টেবিল ১.৪-১.৭ এর তথ্যগুলির সংযোজন ও সমন্বয় করা হয়।

টেবিল ১.১: যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত

ক্রমিক নং	দেশ	প্রবন্ধ
১.	লিবিয়া	Ministry of Planning of Libya (2021)
২.	মালয়েশিয়া	Hasbulah et al (2022)
৩.	পাকিস্তান	Toor & Nasar (2004)
৪.	সৌদি আরব	Sadeq (2002)
৫.	সুদান	Machado et al. (2018)
৬.	ইয়েমেন	Obaid et al. (2020)

টেবিল ১.২ এ প্রদর্শিত পঁচিশ (২৫) টি দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাকাত অনেকটাই বাধ্যতামূলক, তবে সেখানে রাষ্ট্রিয় কোন ধরণের প্রতিষ্ঠান নেই তা আদায়ের ক্ষেত্রে। যাকাত প্রদানকারী কতগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের যাকাত পরিশোধ করতে পারে এমনি কি তাদের ব্যক্তিগত ভাবেও প্রদান করতে পারে।

টেবিল ১.২: যাকাত সংগ্রহে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই

ক্রমিক নং	দেশ	প্রবন্ধ
১.	আফগানিস্তান	IMF (2008)
২.	আলজেরিয়া	Sayah & Musari (20210
৩.	আজারবাইজান	Lubis et al. (2018)
৪.	বুর্কিনা ফাসো	Shirazi & Amin (2009)
৫.	চাদ	Ali & Hatta (2014)
৬.	গিনি	Gómez (2010)
৭.	ইরাক	Subhan (2018)
৮.	কাজাখস্তান	Mahomed (2020
৯.	মালি	Weiss (2020)
১০.	মৌরিতানিয়া	IMF (2013)
১১.	মরক্কো	Lahjouji & Rouggani (2016)
১২.	নাইজার	Obaidullah (2017)
১৩.	নাইজেরিয়া	Ayuba (2016)
১৪.	ওমান	Al-Hadhramia et al (2021)
১৫.	কাতার	Muhammad (2019)
১৬.	সেনেগাল	Luce (2016)
১৭.	সিয়েরা লিওন	Thaler et al (2013)
১৮.	সোমালিয়া	Farah & Haji-Othman (2020)
১৯.	সিরিয়া	Selvik (2013)
২০.	তাজিকিস্তান	Lessy (2013)
২১.	গাম্বিয়া	Gassama (2012)
২২.	তিউনিসিয়া	Daly & Frikha (2021)

২৩.	তুরস্ক	Cokrohadisumarto & Zaenudin (2022)
২৪.	তুর্কমেনিস্তান	Clement (2020)
২৫.	উজবেকিস্তান	Oybekovich et al (2017)

নিম্নোক্ত টেবিল ১.৩ এ মোট নয় (৯) টি রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে কিছু আরব রাষ্ট্র থাকলেও, দেশগুলির ক্ষেত্রে সকলের জন্য যাকাত সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের যাকাত, নিজের ইচ্ছে মত যাকে খুশি তাকে প্রদান করতে পারে। এমনি কি তারা ইচ্ছে করলে দিতেও পারে আবার নাও পরিশোধ করতে পারে, রাষ্ট্রের কাছে কোন জবাবদিহিতা করতে হবে না।

টেবিল ১.৩: যে সকল দেশগুলির জনগণের জন্য ঐচ্ছিক

ক্রমিক নং	দেশ	প্রবন্ধ
১.	বাহরাইন	Hisham H. Abdelbaki (2013)
২.	বাংলাদেশ	Jahangir & Bulut (2013)
৩.	মিশর	Bremer (2013)
৪.	ইন্দোনেশিয়া	Syamsuri et al (2022)
৫.	ইরান	Sardar et al (2019)
৬.	জর্দান	Machado et al (2018)
৭.	কুয়েত	Mahmood et al (2022)
৮.	লেবানন	Sarea (2021)
৯.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	Younus & Ahmad (2021)

উপরোক্ত তিন (৩) শ্রেণীর রাষ্ট্র অর্থাৎ যে সকল দেশে যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত, যাকাত সংগ্রহে কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই এবং যে সকল দেশগুলির জনগণের জন্য ঐচ্ছিক সেই সকল দেশগুলির গবেষণা এবং আইন-কানুন ও বিধিবিধান পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে যাকাতের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশ গুলির জন্য একটি সার্বজনীন চিত্র টেবিল ১.৪-১.৭ এর মাধ্যমে এই গবেষণা পত্রটি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণ

টেবিল ১.৪ এ বিভিন্ন নগদ, সোনা রুপা, কৃষি ও খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে যাকাতের সর্বনিম্ন (নিসাব) পরিমাণ সম্পদ নির্ধারণ ও তার উপর যাকাত প্রদানের বিধিবিধান দেয়া হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে "ক" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা এবং ব্যবসায়িক পণ্য যার নিসাব হচ্ছে ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্যমান। বর্তমান বাংলাদেশের বাজারে ২২ ক্যারেট রুপার প্রতি তোলা হচ্ছে প্রায় ১৫০০ টাকা অর্থাৎ ৫২.৫ তোলা রুপার মূল্য হচ্ছে ৭৮,৭৫০ টাকা। এই হিসাব অনুযায়ী একজন ব্যক্তির নিকট এক বছর ধরে এই ৭৮,৭৫০ টাকা অধিক নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা এবং ব্যবসায়িক পণ্য থাকলেই, ঐ বছরে মোট মূল্যের উপর ২.৫% হরে যাকাত দিতে হবে। আরেকটু সহজ করে বলা যায় যে, ১০০,০০০টাকা ব্যাংকে থাকলে সেখানে যাকাত হবে ২৫০০ টাকা।

"খ" শ্রেণীতে রয়েছে শুধুমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা সোনা-রূপার অলংকার যেখানে নিসাব হচ্ছে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ এবং রূপা ৫২.৫ তোলা, যাকাত প্রদানের হার অপরিবর্তিতই অর্থাৎ ২.৫%। চলতি ২০২২ সালে রুপার মূল্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২২ ক্যারেট স্বর্ণ প্রতি তোলা ৭৮,০০০টাকা (প্রায়) অর্থাৎ ৭.৫ তোলার দাম প্রায় ৫,৮৫,০০০ টাকা। "গ" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক যার নিসাব হচ্ছে ও হার "ক" শ্রেণীরই অনুরূপ, তবে এই ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাকাত দিলে, ব্যক্তিগতভাবে আর যাকাত দিতে হবে না। "ঘ" শ্রেণী হচ্ছে অংশীদারী কারবার ও মুদারাবা সেই ক্ষেত্রেও নিসাব ও হার অপরিবর্তিতই, তবে নিয়ম হচ্ছে প্রথমে সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে, মূলধনের নয়; এরপর লাভ বন্টিত হবে। যাকাত ব্যক্তিগতভাবে লাভের উপর হবে, একভাগ (২.৫%) দিবে মূলধন সরবরাহকারী এবং একভাগ (২.৫%) দিবে শ্রমদানকারী।

"ঙ" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি পণ্য, এখানে নিসাবের ক্ষেত্রে রয়েছে মাযহাব ভেদে ভিন্নতা যেমন হানাফী মাযহাবের মতে, যেকোনো পরিমাণ; অন্যান্যদের মতে, ৫ ওয়াসাক বা ২৬ মণ ১০ সের; ইসলামিক ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ব্যুরো'র মতে, ১৫৬৮ কেজি। তবে এই শ্রেণীর যাকাতের হার ১০% বৃষ্টিতে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। "চ" শ্রেণীতে রয়েছে সকল প্রকার খনিজ দ্রব্য, যার নিসাব হবে যে কোনো পরিমাণ এবং যাকাতের হার হচ্ছে দ্রব্যের ২০%। "ছ" শ্রেণী হচ্ছে ঘোড়া, পৃহপালিত অন্যান্য প্রাণীর থেকে ঘোড়া বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন করা হয়েছে এমন কি একাধিক বিধান দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য তিনটি মতবাদ দেয়া হয়েছে যেমন কারো মতে যাকাত নেই, কেউ বলেন সম্পূর্ণ মূল্যের ২.৫% আবার তৃতীয় মতবাদ প্রতিটি ঘোড়ার জন্য ১ দিনার পরিমাণ অর্থ।

টেবিল ১.৪: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' বিভিন্ন নগদ, সোনা রুপা, কৃষি ও খনিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে

শ্রেণী	বিষয়	নিসাব (সর্বনিম্ন পরিমাণ)	যাকাতের হার
ক.	নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা এবং ব্যবসায়িক পণ্য	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান	সম্পূর্ণ মূল্যের ২.৫%
খ.	স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা সোনা-রূপার অলংকার	সোনা ৭.৫ তোলা এবং রূপা ৫২.৫ তোলা	সম্পূর্ণ মূল্যের ২.৫%
গ.	শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান	সম্পূর্ণ মূল্যের ২.৫%, তবে কোম্পানী যাকাত দিলে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিতে হবে না
ঘ.	অংশীদারী কারবার ও মুদারাবা	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান	প্রথমে সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে, মূলধনের নয়; এরপর লাভ বন্টিত হবে। যাকাত ব্যক্তিগতভাবে লাভের উপর হবে, একভাগ (২.৫%) দিবে মূলধন সরবরাহকারী এবং একভাগ (২.৫%) দিবে শ্রমদানকারী।
ঙ.	কৃষিজাত দ্রব্য	আবু হানিফার মতে, যেকোনো পরিমাণ; অন্যান্যদের মতে, ৫ ওয়াসাক বা ২৬ মণ ১০ সের;	বৃষ্টিতে উৎপাদিত দ্রব্যের ১০%

		ইসলামিক ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ব্যুরো'র মতে, ১৫৬৮ কেজি	
চ.	খনিজ দ্রব্য	যেকোনো পরিমাণ	দ্রব্যের ২০%
ছ.	ঘোড়া	এক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায়	যাকাত নেই কিংবা সম্পূর্ণ মূল্যের ২.৫% কিংবা প্রতিটি ঘোড়ার জন্য ১ দিনার পরিমাণ অর্থ

টেবিল ১.৫ তুলে ধরা হয়েছে ভেড়া ও ছাগলের ক্ষেত্রে যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' ও প্রদেয় হার। এই শ্রেণী বিভক্তি অনুযায়ী চল্লিশ (৪০) টির কম পরিমান যাদের ভেড়া বা ছাগল থাকবে, তাদের ক্ষেত্রে কোন যাকাত দিতে হবে না। চল্লিশ (৪০) টি থেকে ২০০টি পর্যন্ত প্রতি আশি (৮০)টির জন্য একটি করে ২০০টি থাকলে হবে মাত্র ২টি। ২০১-৪০০টির ক্ষেত্রে দেখা যায় যদিও ২০০টির জন্য ছিল ২টি কিন্তু পরবর্তী ২০০টির জন্য হচ্ছে ১টি অর্থাৎ ৪০০টি ভেড়া বা ছাগল থাকলে যাকাত হবে মাত্র ৩টি। ৪৯৯টির পরে সংখ্যায় যাহাই হউক না কেন প্রতি ১০০টি থাকলে যাকাত হবে ১টি করে অর্থাৎ ১০০০টি ভেড়া বা ছাগল থাকলে যাকাত হবে ১০টি।

টেবিল ১.৫: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' ভেড়া ও ছাগলের ক্ষেত্রে

নিসাব (সর্বনিম্ন পরিমাণ)	যাকাতের হার
৪০-১২০টি	১টি ভেড়া বা ছাগল
১২১-২০০টি	২টি ভেড়া বা ছাগল
২০১-৪০০টি	৩টি ভেড়া বা ছাগল
৪০০-৪৯৯টি	৪টি ভেড়া বা ছাগল
৫০০ বা ততোধিক	৫টি ভেড়া বা প্রতি শ'তে ১টি

নিচের টেবিল ১.৬ এ গরু ও মহিষ ক্ষেত্রে যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' ও তার হার প্রদান করা হয়েছে। গরু ও মহিষ ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধান হচ্ছে ৩০টির কম হলে তাকে যাকাত দিতে হবে না। এখানে নিসাবের ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে সংখ্যায় ১০টি করে ধরা হয়েছে এবং হার বয়স দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম ১০টির জন্য একটি এক বছরের বাছুর প্রদান করতে হবে, পরবর্তীতে তিন বছরের বাছুর হতে হবে। সর্বোচ্চ ১০০ এর বেশি হলে সেই ক্ষেত্রে আর এক বা তিন বছর না হয়ে, তা হবে দুই বছরের বাছুর।

টেবিল ১.৬: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' গরু ও মহিষ ক্ষেত্রে

নিসাব (সর্বনিম্ন পরিমাণ)	যাকাতের হার
৩০-৩৯টি	১টি এক বছরের বাছুর
৪০-৪৯টি	১টি দুই বছরের বাছুর
৫০-৫৯টি	২টি দুই বছরের বাছুর
৬০-৬৯টি	১টি তিন বছরের এবং ১টি দুই বছরের বাছুর
৭০-৭৯টি	২টি তিন বছরের বাছুর
৮০-৮৯টি	৩টি দুই বছরের বাছুর
৯০-৯৯টি	১টি তিন বছরের এবং ২টি দুই বছরের বাছুর
১০০-১১৯টি	দুই বছরের বাছুর -এভাবে ঊর্ধ্বে হিসাব হবে

টেবিল ১.৭-এ উটের ক্ষেত্রে যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' ও হার নির্ধারণের পন্থা উল্লেখ করা হয়েছে। ৫টির কম উট থাকলে কোন যাকাত দিতে হবে না। আর যাকাতের হার নির্ধারণে খাশি, বকরি ও মাদী উট এই ভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাদের বয়সের কোটা দেয়া হয়েছে। এখানে নিসাবের ক্ষেত্রে তিনটি স্তর অর্থাৎ প্রথম স্তরে রয়েছে উটের পরিমান পাঁচটি করে বাড়লে একটি করে এক বছরের বকরি। এখানে উল্লেখ যে, প্রথমেই ১টি এক বছরের বকরি সমপরিমাণ হচ্ছে তিন বছরের খাশি। উটের সংখ্যা ২৫এর কোটায় পৌঁছিলে অর্থাৎ ২৫-৩৫ এর মধ্যে থাকলে ৪টি এক বছরের মাদী উট। এভাবে উটের সংখ্যা বাড়তে থাকলে যাকাত প্রদানে উটের সংখ্যা কমতে থাকলেও তাদের

বয়সের সংখ্যা বেড়ে যায়। যেমন ৬১-৭৫টির জন্য ১টি পাঁচ বছরের মাদী উট দিতে হবে। এভাবে ১৫০ এবং তদুর্ধ্ব হলে ৩টি ৪ বছরের মাদী উট এবং প্রতি ৫টিতে ১টি ছাগল প্রদান করতে হবে।

টেবিল ১.৭: যাকাতের 'নিসাব পরিমাণ' উটের ক্ষেত্রে

নিসাব (সর্বনিম্ন পরিমাণ)	যাকাতের হার
৫-৯টি	১টি তিন বছরের খাশি অথবা ১টি এক বছরের বকরি
১০-১৪টি	২টি এক বছরের বকরি
১৫-১৯টি	৩টি এক বছরের বকরি
২০-২৪টি	৪টি এক বছরের বকরি
২৫-৩৫টি	৪টি এক বছরের মাদী উট
৩৬-৪৫টি	২টি তিন বছরের মাদী উট
৪৬-৬০টি	২টি চার বছরের মাদী উট
৬১-৭৫টি	১টি পাঁচ বছরের মাদী উট
৭৯-৯০টি	২টি তিন বছরের মাদী উট
৯১-১২০টি	২টি চার বছরের মাদী উট
১২১-১২৯টি	২টি চার বছরের মাদী উট এবং ১টি ছাগল
১৩০-১৩৪টি	২টি চার বছরের মাদী উট এবং ২টি ছাগল
১৩৫-১৩৯টি	২টি চার বছরের মাদী উট এবং ৩টি ছাগল
১৪০-১৪৪টি	২টি চার বছরের মাদী উট এবং ৪টি ছাগল
১৪৫-১৪৯টি	২টি চার বছরের মাদী উট এবং ১টি দুই বছরের উট
১৫০ এবং তদুর্ধ্ব	৩টি ৪ বছরের মাদী উট এবং প্রতি ৫টিতে ১টি ছাগল

উপরের টেবিল ১.৪-১.৭ এ যে সকল খাতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এই গবেষণায় উপস্থাপিত ৪০টি দেশের সকলেই প্রায় একইভাবে যাকাতের নিসাব ও হার নির্ধারণ করেছেন। গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রচলিত আইনের বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা, ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা সোনা-রূপার অলংকার, শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক, অংশীদারী কারবার ও মুদারাবা, কৃষিজাত

দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, ঘোড়া, ভেড়া বা ছাগল, গরু ও মহিষ এবং উট এই ১৫টি ভাবে ভাগ হচ্ছে যাকাতের মৌলিক খাত।

৩.৮ তথ্য পর্যালোচনা

যুগ যুগ ধরে যাকাত নিয়ে গবেষণা থাকলেও পবিত্র কোরআনের আলোকে গবেষণার সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। গবেষণার বেশিরভাগই দেখা যায় অর্থনীতি বা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যা উপরের তথ্য বিশ্লেষণের মাধমেও দেখা গেল। উপরে যে ১৫টি মৌলিক খাত হিসাবে চিহ্নিত করে, নিসাব নির্ধারণ করে যাকাতের হার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন দেশে এমন কি বাংলাদেশেও সম্পদ করের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু পবিত্র কোরআনের মূলনীতি হচ্ছে *"যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও।"*[৭৯] এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় একটি জমিতে তিনবার ফসল কাটা হলে তিন বার-ই এই হক তৈরি হয়ে যায় এবং তা পরিশোধ করে বাকি সম্পদের পবিত্রতা অর্জনের নাম-ই হচ্ছে যাকাত। তাই বাৎসরিক এই ভিত্তি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতার নীতি আমাদের নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

উপরে টেবিল ১.৪ এ ক-ঘ শ্রেণীতে নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে সোনা ও রূপার মূল্যমান দিয়ে যথাক্রমে নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা এবং ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ, রৌপ্য কিংবা সোনা-রূপার অলংকার, শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক, অংশীদারী কারবার ও মুদারাবা এবং প্রদেয় হার মোট মূল্যের উপর হচ্ছে ২.৫% অর্থাৎ মূলধনকে বাদ দেয়া হয় নাই। প্রকৃত অর্থে এই ২.৫% এর অস্তিত্ব পবিত্র কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে খুমুসের যে নীতি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ এবং তা লভ্যাংশের উপর। অর্থাৎ ২.৫% এর এই নীতি মানব রচিত এবং এই সকল রচনাগুলি পবিত্র কোরআনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি সাক্ষ্য আইনে সমর্থন যোগ্য নয়। সম্ভবত এই সকল কারণেই কৃষিজাত দ্রব্য এবং ঘোড়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়।

তাছাড়া খনিজ সম্পদ (আনফাল) যা মূলত সকল দেশ-ই রাষ্ট্রিয় সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত করা হয়। যদিও এই ক্ষেত্রে দেখা যায় খুমুসের এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০% উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশ গ্যাস, ইন্দোনেশিয়ার কয়লা, আরব দেশগুলির জ্বালানি তেল ও স্বর্ণ সকল কিছুই রাষ্ট্রিয় সম্পদ হিসাবেই রাষ্ট্র নিয়ে নিয়েছে। এখানে উল্লেখ যে খনিজ সম্পদ (আনফাল) যদিও যাকাতের আওতায় নয়, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এই সম্পর্কে ভিন্ন নীতির কথা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু এই গবেষণা প্রবন্ধটি এই সম্পর্কিত নয়, তাই বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

ভেড়া ও ছাগল, গরু ও মহিষ এবং উটের ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে নিসাব পরিমান নির্ধারণ ও যাকাতের বিধান প্রদান করা হয়েছে, তা পবিত্র কোরআনের যাকাত নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই সকল নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষ তার নিজস্ব মতবাদ ও মাযহাব বিশ্বাসের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেন নাই, যাকাত প্রদানকারীকে বিত্তশালী হতে হবে। উপরে উল্লেখিত ফসল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, একটি গাছের আমের মধ্যেও আমার আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন মুসাফির এবং প্রার্থনাকারীর জন্য হক তৈরি হয়ে যায়। নিসাব পরিমান তৈরি করা হয়েছে মানব রচিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। তাই ভেড়া ও ছাগল, গরু ও মহিষ এবং উটের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমান নির্ধারণ এবং প্রদেয় যাকাতের হিসাবের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট গরমিল।

অর্থনীতি বা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে সকল গবেষণাগুলি রয়েছে তা বেস্টিক ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রে রয়েছে। একজন অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী নিজ নিজ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার আলোকে এই ধরণের গবেষণা করে, যে সকল ফলাফল গুলি পেয়েছেন, তা অবশ্যই নিজ নিজ একাডেমিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন অবদান রাখলেও, পবিত্র কোরআন যাকাতের ক্ষেত্রে ঐ সকল চলক গুলিকে বিবেচনায় রাখা হয় নাই। যেমন দরিদ্র বিমোচনে যাকাতের অবদান একটি অন্যতম বিষয়। পবিত্র কোরআন কিন্তু যাকাতের সাথে দরিদ্র বিমোচনের সম্পৃক্ততার কথা বলেন নাই। তাই যাকাতের মাধ্যমেই দরিদ্র বিমোচনের ফলাফল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাহাই হোক তার সাথে পবিত্র কোরআনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখিত ৫৮টি চলকের মধ্যে দরিদ্র বিমোচন নেই। যাদেরকে যাকাত প্রদান করার কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক দরিদ্র হতেও পারে, তবে সবাই কিন্তু দরিদ্র নাও হতে পারে। যেমন যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির, প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে (দাস মুক্তিতে)[১০]। শুধুমাত্র এই পাঁচ শ্রেণীকেই যাকাত প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। এরা দরিদ্র হতে হবে সেই কথার কোন উল্লেখ নেই। এমনকি খুমুসের আয়াতেও[৮০] আমার দেখতে পাই এই পাঁচ শ্রেণীকেই এবং অতিরিক্ত রয়েছে দুটি চলক হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল। এই অতিরিক্ত দুটি চলক নিয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যে ছয়টি দেশে যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত করে থাকেন, তা যাকাতের ক্ষেত্রে কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমত যাকাতের কোন একটি আয়াতে এই ধরণের কোন রাষ্ট্রিয় কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন নাই। দ্বিতীয়ত একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন মূলক চলকগুলি স্পষ্টই বলে দেয়, যাকাত হচ্ছে একজন সত্যিকার মুমিন ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছায় প্রদান করবে, কেবলমাত্র পাঁচ শ্রেণীকে। সে যদি নিজে তা না প্রদান করেন, তবে সে আখিরাতেও অবিশ্বাসী[৮১]। আর সে আখেরাতের অবিশ্বাসী হলে কারো কিছুই করার বা বলার নেই,

কারণ *"দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।"*[৮২] পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে একটি চলক হচ্ছে "প্রার্থনাকারী"। এই চলকটি বিবেচনা করলে রাষ্ট্র একটি অংশ চাইতে পারে, তবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে যাকাত প্রদানকারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিবেচনার উপর। তাই যাকাত বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংগ্রহের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের যাকাতের নীতিমালার সাথে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

পবিত্র কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বের গ্রন্থ, তাই যাকাত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যাকাতের আয়াতগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন নয়, কারণ এই ৫৮টি স্বাধীন চলক শুধুমাত্র এই আয়াতের মধ্যেই আলোচনা করেই শেষ করে নাই। বরং এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চলকের সংমিশ্রণ। যেমন সালাত শব্দটি পবিত্র কোরআনে সরাসরি ৮৯ টি আয়াতে ৯৬ বার, আর আলাদা আয়াতে তাহাজ্জুদ ১ বার, রূকু-সেজদা ১ বার, দন্ডায়মান ১ বার এবং তাসবীহ ৩ বার অর্থাৎ মোট ১০২ বার এসেছে।[৮৩] অর্থাৎ সালাতের সাথে যাকাত সরাসরি সম্পৃক্ত, সালাতের ৯৬টি চলকে দেখা যায় পবিত্র কোরআনের আলোকে একজন সালাত কায়েমকারী কখনও যাকাতের ক্ষেত্রে মানব রচিত কোন বিধান গ্রহণ করতেই পারবে না। কারণ *"আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; আর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"*[৮৪] এভাবেই অন্যান্য চলকগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণই যাকাতের ক্ষেত্রে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পবিত্র কোরআন-ই যথেষ্ট, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩.৯ উপসংহার

ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র কোরআন, যেখানে মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে দিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা। কোরআন আমাদের দিয়েছে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো উভয় প্রকার সমাজ ব্যবস্থা। একটি আদর্শ পরিবার সৃষ্টি থেকে বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা। প্রতিটি ফরজ ইবাদতের মধ্যেই রেখেছে সামাজিক ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার। এই গবেষণায় দেখা গেল যে, প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থায় পবিত্র কোরআনের মূলনীতি বহুলাংশে উপেক্ষিত। প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থাপনা বিচার করা হয়েছে মূলত আর্থিক বিবেচনার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সম্পদশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-ই কেবল যাকাত প্রদান করবে এবং যারা গ্রহণ করবে তারা কেবল একটি মাত্র শ্রেণী অর্থাৎ দরীদ্র-ই। নিকট আত্মীয় শ্রেণী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। অথচ মহান আল্লাহ যে ফসল কাটার নীতি আমাদের উল্লেখ করলেন, তা সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়েছে। এই নীতি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যে ধরণের সামাজিক বন্ধন সূদৃঢ় করার তাগিদ দিলেন, তা বিবেচনায় থেকে বাদ রয়ে গেল। আর্থিক দিক বিবেচনা করলেও দেখা যায় খুমুস নীতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, শরীয়ত নামধারী কতিপয় মানব রচিত গ্রন্থকেই অনুসরণ করে নিসাব ও ২.৫% বিধান কার্যকর করা হয়েছে। এই নীতি পবিত্র

কোরআনের মূলনীতির সাথে কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। যদিও যাকাত ইব্রাহিম (আঃ) থেকে নবী (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলের যুগে একই বিধান ছিল বলেই পবিত্র কোরআন আমাদের পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলে তা হচ্ছে, প্রচলিত এই সকল বিধিবিধান শুরু হয়েছে নবী (সঃ) এর আগমনের বহু শতাব্দী পরে এবং এর বেশিরভাগ উৎস হচ্ছে ইউরেশিয়ার অঞ্চল থেকেই।

৩.১০ সুপারিশমালা

(ক) একাদশ শতাব্দী বা মতান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত যাকাতের যে বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন, তা নতুন করে গবেষণা ও পর্যালোচনার পক্ষে জোড় দাবি করছে, কারণ যাকাত প্রথা ইব্রাহিম (আঃ) থেকে নবী (সঃ) পর্যন্ত একই নীতিমালায় ছিল।

(খ) যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলিকে আরো গভীর গবেষণার মাধ্যমে যাকাতের সামাজিক দিকগুলি তুলে ধরা আরো অধিক প্রয়োজন।

৩.১১ তথ্যসূত্র

[১] নাসিম, আ. শ. (২০০৯). ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা। প্রকাশক: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি।
[২] Qaraḍāwī, Y. (2011). Fiqh al-Zakāh: a comprehensive study of Zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunna, Siddiqui, Iqbal. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust
[৩] Salehi, M. (2014). A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Development. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 10 (2), 154–182.
[৪] Lessy, Z. (2009). Zakat (alms-giving) management in Indonesia: Whose job should it be?. La Riba Journal Ekonomi Islam, 3 (1).
[৫] Kulaynī, M. Y. (2015). Al-Kafi। Sarwar, Muhammad, Shaikh, (2nd Edition) New York.
[৬] Marty, M. E., & Appleby, R. S. (1996) Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Militance. University of Chicago Press.
[৭] Hasan, S. (2015). Human Security and Philanthropy: Islamic Perspectives and Muslim Majority Country Practices. Springer.
[৮] Tripp, Charles (২০০৬-০৭-২০). Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism (ইংরেজি ভাষায়)। Cambridge University Press। পৃষ্ঠা ১২৫। আইএসবিএন 978-1-139-45715-6।
[৯] Behdad, S., & Nomani, F. (2006). Islam and the Everyday World: Public Policy Dilemmas. Routledge.
[১০] (২:১৭৭) সূরাঃআল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭
[১১] (২:৮৩) সূরাঃআল-বাকারা, আয়াত: ৮৩
[১২] (৫:১২) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ১২
[১৩] (৭:১৫৬) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৬

[১৪] (৯:৫) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত:৫
[১৫] (৯:১৮) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত:১৮
[১৬] (৯:৭১) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত:৭১
[১৭] (২১:৭৩) সূরাঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত:৭৩
[১৮] (২২:৪১) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত:৪১
[১৯] (২২:৭৮) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত:৭৮
[২০] (২৪:৩৭) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত:৩৭
[২১] (২৭:৩) সূরাঃ আন-নামাল, আয়াত:৩
[২২] (৩০:৩৯) সূরাঃ আর-রুম, আয়াত:৩৯
[২৩] (৩১:৪) সূরাঃ লুকমান, আয়াত:৪
[২৪] (৭৩:২০) সূরাঃ আল-মুযযাম্মিল, আয়াত:২০
[২৫] (৯৮:৫) সূরাঃ আল-বায়্যিনাহ, আয়াত:৫
[২৬] (২:৪৩) সূরাঃআল-বাকারা, আয়াত: ৪৩
[২৭] (২:১১০) সূরাঃআল-বাকারা, আয়াত:১১০
[২৮] (৪:৭৭) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৭৭
[২৯] (৫:৫৫) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:৫৫
[৩০] (১৯:৫৫) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত:৫৫
[৩১] (২৩:৪) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত:৪
[৩২] (৩৩:৩৩) সূরাঃ আল-আহযাব, আয়াত:৩৩
[৩৩] (৫৮:১৩) সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত:১৩
[34] (৩৩:৩৩) সূরাঃ আল-আহযাব, আয়াত:৩৩
[৩৫] (৪১:৭) সূরাঃ হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত:৭
[৩৬] (৯:৩৫) সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত:৩৫
[৩৭] (৬:১৪১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১৪১
[৩৮] (৫১:১৯) সূরাঃ আয-যারিয়াত, আয়াত:১৯
[39] (৭০:২৪) সূরাঃ আল-মা'আরিজ, আয়াত:২৪
[৪০] Ministry of Planning of Libya. (2021). Zakat Law LIBYAN ACT NO: 89, 1971.
[৪১] Hasbulah, M. H., Asni, F., Noor, A. M., & Halim, W. M. A. W. (2022). Economic Impact of Covid-19 Outbreak: A Study of Zakat Collection and Distribution Management in Zakat Penang (ZP). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(4), 1047–1066.
[৪২] Toor, I. M., & Abu Nasar, A. (2004). ZAKAT AS A SOCIAL SAFETY NET Exploring the Impact on Household Welfare in Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, XLII (1&2), 87-102.
[৪৩] Sadeq, A. A. (2002). The Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration, Discussion Paper, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
[৪৪] Machado, A., Bilo, C., & Helmy, I. (2018). The role of zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan, Palestine and Sudan. Working Paper, No. 168, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), Brasilia.
[৪৫] Obaid, M.M., Ibrahim, I., & Udin, N.M. (2020). Zakat and Tax Compliance Behaviour in Yemen: A Conceptual Study. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 19(1), 1-14.
[৪৬] IMF. (2008). Islamic Republic of Afghanistan: Poverty Reduction Strategy Paper. IMF Country Report No. 08/153, International Monetary Fund, Washington, D.C.
[৪৭] Sayah, F., & Musari, K. (2021). Reviving Zakat for Micro-Financing and Socio-Economic Development in Algeria. International Journal of Zakat, 6(3), 23-40.

[৪৮] Lubis, M., Lubis, A.R., & Almaarif, A. (2018). Comparison of the Approach in the Zakat Management System. The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1235.

[৪৯] Shirazi, N.S., & Amin, F.B. (2009). Poverty Elimination through Potential Zakat Collection in OIC-Member Countries: Revisited. The Pakistan Development Review, 48(4), 739-754.

[৫০] Gómez, J.M.C. (2010). A Financial Profile of the Terrorism of Al-Qaeda and its Affiliates. Perspectives on Terrorism, 4(4), 3-27.

[৫১] Ali, I., & Hatta, Z. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. Asian Social Work and Policy Review, 8, 59–70.

[৫২] Subhan, M. (2018). A Mathematical Model of Economic Population Dynamics in a Country That Has Optimal Zakat Management. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 335 012051.

[৫৩] Mahomed, Z. (2020). ZAKAT IN THE 'STANS': A review of the Kazakh and Uzbek Zakat Model. IF Hub, 1, March, 26-35.

[৫৪] Lessy, Z. (2013). Historical Development of the Zakat System Implications for Social Work Practice. E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2(1), 1-16.

[৫৫] Clement, V. (2020). Religion and the Secular State in Turkmenistan. Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program.

[৫৬] Weiss, H. (2020). Muslim NGOs, Zakat and the Provision of Social Welfare in Sub-Saharan Africa: An Introduction. H. Weiss (ed.), Muslim Faith-Based Organizations and Social Welfare in Africa, https://doi.org/10.1007/978-3-030-38308-4_1

[৫৭] IMF. (2013). Islamic Republic of Mauritania: Poverty Reduction Strategy Paper. IMF Country Report No. 13/189, International Monetary Fund Washington, D.C.

[৫৮] Lahjouji, H., & Rouggani, K. (2016). Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(3), 151-160.

[৫৯] Ayuba, M. A. (2016). Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakāh Distribution to Capacity Building. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(3), 53-72.

[৬০] Luce, H.R. (2016). Faith and Development in Focus: Senegal. World Faiths Development Dialogue — May, Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs at Georgetown University.

[৬১] Thaler, D. E., Brown, R.A., Gonzalez, G. C., Mobley, B.W., & Roshan, P. (2013). Factors Associated with Environments Vulnerable to Conflict.In: Improving the U.S. Military's Understanding of Unstable Environments Vulnerable to Violent Extremist Groups RAND Corporation.

[৬২] Farah, J.M.S., & Haji-Othman, Y. (2020). Mediating Effect of Intention on Zakat Payment towards Compliance Behaviour among Somali Business Owners. International Conference on Contemporary Issues in Islamic Finance (e- ICCIIF), October, (eISBN 978-967-0405-52-0).

[৬৩] Gassama. S. (2021). Islamization of Microfinance Program in Gambia. Journal of Finance and Islamic Banking, 4(1), 1-15.

[৬৪] Al-Hadhramia, S.S., Al-Hattalib, M.K., & Ahmedc, E.R. (2021). Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Case Study In Nizwa City, Sultanate Of Oman. Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021), eISBN: 978967171284.

[৬৫] Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 16(2), 1-11.

[৬৬] Cokrohadisumarto, W.M., & Zaenudin (2022). Community Compliance Model in Paying ZakatAn Empirical Approach. Turkish Journal of Islamic Economics, 9(2), 1-23.

[৬৭] Selvik, K. (2013). Business and Social Responsibility in the Arab World: the Zakat vs. CSR models in Syria and Dubai. Comparative Sociology, 12, 95–123.

[৬৮] Daly. S., & Frikha, M. (2015). Islamic Finance in Favor to Development and Economic Growth: An Illustration of the Principle of "Zakat". Arabian J Bus Manag Review 5(145). doi:10.4172/2223-5833.1000145.

[৬৯] Abdelbaki, H.H. (2013). The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain. Rev. Integr. Bus. Econ. Res. 2(1), 40-54.

[৭০] Mahmood, J., Hassan, M.K. and Muneeza, A. (2022). Internationalization of Zakat to Serve Humanity in the Midst of COVID-19: Using International Organizations as Intermediaries of Zakat. Hassan, M.K., Muneeza, A. and Sarea, A.M. (Ed.) Towards a Post-Covid Global Financial System, Emerald Publishing Limited, Bingley, 105-127. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210006.

[৭১] Sarea, A. (2021). Evaluating the E-Quality of Zakat Institutions Websites: Evidence From MENA Countries. IGI Global. Identifiers: LCCN 2019052991 (print) | LCCN 2019052992 (ebook) | ISBN

[৭২] Younus, T. S., & Ahmad, R. (2021). Zakat Management and Economic Sustainability: United Arab Emirates Model. In A. Sarea (Ed.), Impact of Zakat on Sustainable Economic Development (pp. 108-119). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch008.

[৭৩] Bremer, J. (2013). Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt. Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement, June 4-6.

[৭৪] Syamsuri., Sa'adah, Y., & Roslan, I.A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 792-805.

[৭৫] Sardar, Z., Serra, J., & Jordan, S. (2019). Economy And Energy.In: Foresights for Trends, Emerging Issues and Scenarios, International Institute of Islamic Thought.

[৭৬] Jahangir, R., & Bulut, M. (2022). Estimation of Zakat Proceeds in Bangladesh: A Two-Approach Attempt. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(1), 133 – 148.

[৭৭] Al-Marginanee, S. I. B. U. A. H. A. B. A. (2007). Al-Hidaya (2007). 1st Volume: (A Commentary on Islamic Laws): translated into Bangla by Maulana Abu Taher Mesbah, Edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islami Foundation Bangladesh.

[৭৮] (৪৮:২৩) সূরাঃ আল-ফাতহ, আয়াত:২৩

[৭৯] (৬:১৪১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১৪১

[৮০] (৮:৪১) সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত:৪১

[৮১] (৪১:৭) সূরাঃ হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত:৭
[৮২] (২:৫৬) সূরাঃআল-বাকারা, আয়াত:৫৬
[৮৩] মান্নান, কা. আ. (২০২২). সালাত (নামায) একমাত্র পবিত্র কোরআনের আলোকে, কে এম এফ পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
[৮৪] (২৮:৭০) সূরাঃ আল-কাসাস, আয়াত:৭০

পরিশিষ্ট: ক

একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন মূলক চলক সমূহ (Individual beliefs and self-efficacy variables)

ক্রমিক নং	সূরা: আয়াত	চলকের নাম	Variables in English	Coding
Dependent Variable				
		একক ব্যক্তির বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন	Faith and self-improvement of the individual	InChFSI
Independent Variables				
১.	২:১৭৭	যে ঈমান আনে আল্লাহ	Believe in Allah	BeInAh
২.		যে ঈমান আনে শেষ দিবস	Believe the Last Day	BelLD
৩.		যে ঈমান আনে ফেরেশতাগণ	Believe the Angels	BelAls
৪.		যে ঈমান আনে কিতাব	Believe in the Kitab	BelKit
৫.		যে ঈমান আনে নবীগণের প্রতি	Believe in the Prophets	BelPts
৬.	২:৮৩	একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত	Do not worship except Allah	DnWeA
৭.	২:১৭৭	যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট	Patient in Poverty	PatPov
৮.		যারা ধৈর্যধারণ করে দুর্দশায়	Patient in and Hardship	PatHip
৯.	৫:১২	রাসূলদের সহযোগিতা কর	Support to the Messengers	SupMgs
১০.		আল্লাহকে উত্তম ঋণ	Loan to Allah a Goodly Loan	LAaGL
১১.	৭:১৫৬	তাকওয়া অবলম্বন	Fear to Allah	FerAlh
১২.	৯:৫	তাওবা	Repent	Rept
১৩.	৯:১৮	আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা	Do not Fear Except Allah	DnFeAlh
১৪.	৯:৭১	আল্লাহ আনুগত্য করে	Obey Allah	ObeAlh
১৫.		রাসূলের আনুগত্য করে	Obey His Messenger	ObeMes
১৬.	২১:৭৩	আল্লাহর ইবাদাত	Worshippers of only for Allah	WOAllh
১৭.	২২:৪১	সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে	Allah Belongs the Outcome of Matters	AlhOM
১৮.	২২:৭৮	পিতা ইবরাহীমের দীন	The Religion of your father, Abraham	ReFAb
১৯.		মুসলিম	Muslim	Musl
২০.		আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর	Hold Fast to Allah	HFAlh
২১.		আল্লাহকে অভিভাবক	Allah is the Best Protector	AlhbP
২২.	২৪:৩৭	পরকালের ভয়	Fear a Day in which the hearts and eyes will turn about	FeHETa
২৩.	২৭:৩	আখিরাতে বিশ্বাসী	The Hereafter they are Certain in Faith	HCiFth

২৪.	৩০:৩৯	আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে	Desiring the Countenance of Allah	DCAlh
২৫.	৩১:৪	আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস	The Hereafter, are certain in Strong Faith	HCiSFth
২৬.	৭৩:২০	তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়	Recite what is easy for you of the Qur'an	RecHQr
২৭.	৯৮:৫	আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে	Worship Allah, being Sincere	WAlgBS

পরিশিষ্ট: খ

দাতার আর্থ-সামাজিক এবং জনতাত্ত্বিক চলক সমূহ (Socio-economic and Sociodemographic Variables of Payers)

ক্রমিক নং	সূরা: আয়াত	চলকের নাম	Variables in English	Coding
Dependent Variable				
		দাতার আর্থ-সামাজিক এবং জনতাত্ত্বিক অবস্থা	Socioeconomic and Sociodemographic Profile of the Payer	SOciPP
Independent Variable				
১.	২:৪৩	সালাত কায়েম	Establish Prayer	EstdPer
২.		রুকূকারীদের সাথে রুকূ	Bow with those who Bow	BoWBo
৩.	২:৮৩	সদাচার পিতা-মাতা	To Parents Do Good	TPrnDG
৪.		সদাচার আত্মীয়-স্বজন	To Relatives Do Good	TRelDG
৫.		সদাচার ইয়াতীম	To Orphans, Do Good	TOrpDG
৬.		সদাচার মিসকীনদের	To the Needy Do Good	TNedDG
৭.		উত্তম কথা	Speak to People Good	SpkPG
৮.	২:১১০	সৎকাজ	Honest Job	HnsJb
৯.	২:১৭৭	যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে	Fulfill their Promise	FulPr
১০.		যারা ধৈর্যধারণ করে যুদ্ধের সময়ে	Be Patient during Battle	BPatDB
১১.		সত্যবাদী	Truthfulness	TrFlns
১২.	৪:৭৭	হাত সংযত	Restrain Hands	ResHns
১৩.		জিহাদ	Jihad	Jhd
১৪.	৫:৫৫	যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে	Give Zakat By Bowing	GZakBB
১৫.	৯:১৮	আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ	The Mosques of Allah to be Maintained	MsqAlhM
১৬.	৯:৭১	মুমিনরা একে অপরের বন্ধু	Allies of One Another	AlsOA
১৭.	১৯:৫৫	পরিজনবর্গকে সালাত	Used to Enjoin Family Member's for Praying	UsEnFMP

১৮.	২৩:৪	সক্রিয়	Active	Actv
১৯.	২৪:৩৭	ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ	In the Business Remembrance of Allah	BusReAlh
২০.	৩৩:৩৩	স্বগৃহে অবস্থান	Stay at Home	StyAH
২১.	৫৮:১৩	সদাকা পেশ	Give Sadaka	GivSdka

পরিশিষ্ট: গ

গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থার চলক সমূহ (Socio-economic status variables of the recipient)

ক্রমিক নং	সূরা: আয়াত	চলকের নাম	Variables in English	Coding
Dependent Variable				
		গ্রহীতার আর্থসামাজিক অবস্থা	Socio-economic status of the recipient	SociSR
Independent Variable				
১.	২:১৭৭	যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে	Gives Wealth, in spite of love for it, to Relatives	GWislTR
২.		যে সম্পদ প্রদান করে ইয়াতীম	Gives Wealth, in spite of love for it, to Orphans	GWislTO
৩.		যে সম্পদ প্রদান করে অসহায়	Gives Wealth, in spite of love for it, to the Needy	GWislTN
৪.		যে সম্পদ প্রদান করে মুসাফির	Gives Wealth, in spite of love for it, to the Traveler	GWislTT
৫.		যে সম্পদ প্রদান করে প্রার্থনাকারীকে	Gives Wealth, in spite of love for it, to those who Ask	GWislTA
৬.		যে সম্পদ প্রদান করে বন্দিমুক্তিতে	Gives Wealth, in spite of love for it, for Freeing Slaves	GWislFFS

পরিশিষ্ট: ঘ

দাতার আনুসাংগিক চলক সমূহ (Payer's others variables)

ক্রমিক নং	সূরা: আয়াত	চলকের নাম	Variables in English	Coding
১.	৩০:৩৯	সূদ	Riba	RiBa
২.	৩৩:৩৩	প্রাচীন জাহেলী যুগের সাজসজ্জা পরিত্যাগ	Abandoning the Decorations of the Ancient Jahili era	ADAJer
৩.	৪১:৭	আখিরাতেও অবিশ্বাসী	Unbelievers in the Hereafter	UnbHA

আল্লাহর দেয়া তথ্য

১.	২:৮৩	অল্প সংখ্যক মেনে চলে	Few Obeyed	FwObd

হজ্ব ও সিয়াম (রোজা): পবিত্র কুরআনের আলোকে

Hajj and Siyam (Fasting): In the light of the Holy Quran

ড. কাজী আব্দুল মান্নান[১]

পটভূমি

হজ্ব ও সিয়াম (রোজা) পবিত্র কুরআনে কিছু আয়াতে একই সাথে আলোচনা করা হয়েছে তাই এই দুটি বিষয় সম্পর্কে একই সাথে বিস্তারিত তুলে ধরা হল। ঈমান, সালাত ও যাকাত সম্পর্কে যতবেশি আয়াত রয়েছে উভয় সম্পর্কে তেমন বিস্তৃত নয়, মাত্র কয়েকটি আয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশাকরি পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে উভয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। সিয়াম (রোজা) এর আয়াতগুলি যেভাবে রয়েছে প্রচলিত সিয়ামের ক্ষেত্রে সেহরি ও ইফতারির সময়ের মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় যা একজন সাধরণ মানুষও আয়াতগুলি পড়লে-ই বুঝতে পারবেন। ইফতারির সময় বিভ্রান্তি দূর করার জন্য নিচে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতকে তুলে ধরে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের থেকেই সংশোধন করে নিতে পারবেন। কিন্তু রমজান মাস এবং হজ্জের মাস নির্ধারণের বিষয়টি কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ১২টি মাসের মধ্যে কেবলমাত্র একটি মাসের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু বাকি ১১টি মাসের নাম নির্ধারণ করে দেন নাই। আমরা (২:১৯৭) এই আয়াতে স্পষ্ট দেখতে পাই যে, হজ্জের মহান আল্লাহ একাধিক মাস নির্ধারণ করা থাকলেও বাস্তবে তা বিবর্জিত। এই বিবর্জনকে কেন্দ্র করে **পবিত্র কোরানের আলোকে বর্ষপঞ্জি ও প্রচলিত পদ্ধতি** এই নামে আমার সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি বই রয়েছে, সেখানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছে। দিন, মাস ও বছর গণনার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন বহির্ভূত পন্থায় এবং আমরা কোন ধরণের চিন্তা ও গবেষণা ছাড়া-ই প্রথা অনুযায়ী মেনে নিয়েছি।

সিয়াম (রোজা) এর ক্ষেত্রে আর তেমন কোন জটিলতা না থাকলেও প্রচলিত হজ্জের সাথে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হজ্ব-কে যেভাবে বিভ্রান্ত ও বিকৃত ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে তা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন বহির্ভূত-ই নয় বরং শক্তিশালী শির্ক। পবিত্র কুরআনে হজ্ব সংশ্লিষ্ট যে সকল আয়াতগুলি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে মক্কা ও মদিনার কোন অস্তিত্ব-ই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয় সেই ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি হজ্ব হচ্ছে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের

[১] Advocate Dr Kazi Abdul Mannan, Chairperson, Center for Academic & Professional Career Development and Research (CAPCDR), Bangladesh. Email: drkaziabdulmannan@gmail.com

একটি অর্থাৎ পাঁচ ফরজের একটি কিন্তু পবিত্র কুরআনের কোথাও হজ্ব-কে ফরজ করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নেই, যদিও অনুবাদ এবং গল্পের মাধ্যমে তা করা হয়েছে।

হজ্ব শুরু (২:১৮৯) চাঁদের আলোকে নির্দিষ্ট মাস সমূহে কিন্তু মনগড়া বর্ষপঞ্জি সে ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে। মহান আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইব্রাহিমের ঘটনা উল্লেখ করে অর্থাৎ হজ্বের প্রথম ঘোষণা আসে ইব্রাহিম হতে এবং সেই ঘোষণা সকল মানব জাতির উদ্দেশ্যে (وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ)। স্থানটি কোথায় মহান আল্লাহ বলেন **নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় অবিস্থত (৩:৯৬)। ....তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। (৩:৯৭)** ইতিহাস বাক্কাকে মক্কা এবং মাকামে ইবরাহীম-কে পায়ের ছাপ বানিয়ে শুরু হল হজ্ব, যা চলমান। আল্লাহ কি মক্কা নামটি জানেন না? তা কিভাবে হয়? পবিত্র কুরআনের একটি যায়গায় তিনি মক্কা উপত্যকার (৪৮:২৪) কথাতো বলেছেন, যার সাথে হজ্বের কোন সম্পর্ক নেই।

(৩:৯৭) এই আয়াতে বেশিরভাগ অনুবাদকগণ নিজের মনগড়া অনুবাদ করেছেন, যেখানে হজ্বকে ফরজ করার মত কোন শব্দ-ই মহান আল্লাহ এখানে ব্যবহার করেন নাই, তথাপি তারা (حِجُّ) অর্থ 'হজ্ব করা' সেই শব্দ-কে আবার কেউ কেউ বন্ধনীর মধ্যে অনুবাদ করেছেন হজ্ব ফরজ। আমি কোন অনুবাদক নই, তাই নিচে তার একটি বাংলা অনুবাদ রয়েছে। কেন ভাই এই ধরণের অনুবাদ? আপনারা কি এখানে খেয়াল করেন নাই তার পূর্বে (النَّاسِ) শব্দটি রয়েছে অর্থাৎ মানুষ? মহান আল্লাহ যাহা কিছু ফরজ করেছেন তা কেবলমাত্র ঈমানদারগনের জন্য কখনও কিছু ফরজ করেন নাই সকল মানুষের জন্য কারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে কাফের, মুনাফিক, মুশরিক, ফাসেক, যালেম ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত উভয় হজ্বের ঘোষণা সকল মানুষের জন্য, তা কেবলমাত্র ঈমানদার, মুমিন, মুত্তাকী এই সকল গুনে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের জন্য সীমাবদ্ধ নহে।

এমনকি আমাদের নবীর সময়ে যে হজ্বের ঘোষণার কথা রয়েছে তা হচ্ছে আর মহান হজ্বের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা। এখানেও মানুষের (اِلَى النَّاسِ) কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে-ই মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রচলিত হজ্বের আহ্বানে এই ধারণাটি কি রয়েছে? উত্তর হচ্ছে নেই। তাদের সেই উত্তরের স্বপক্ষে রয়েছে সহস্র দলিল। প্রশ্ন সেই সকল দলিলগুলি কি কোন নবী বা রাসূল দ্বারা সত্যায়িত/প্রত্যয়িত? উত্তর হচ্ছে না। সেই দলিলগুলি কি মূল রেজিস্ট্রার অফিস লওহেমাহফুজে সংরক্ষিত? উত্তর হচ্ছে না। যে চারটি উল্লেখযোগ্য স্থানের কথা রয়েছে সাফা, মারওয়া, আরাফা এবং মাশ'আরুল হারাম তা কি পবিত্র কুরআন সমর্থীত? উত্তর হচ্ছে না। যে পাথর ও পানীকে পাপমুক্তি ও রোগমুক্তি মেনে নেয়া হচ্ছে তা কি প্রত্যক্ষ শির্ক নয়? এই পবিত্র কুরআনে একটি শব্দও এদের সমর্থন করে? উত্তর হচ্ছে না। এই পাথর ও কূপের অস্তিত্ব পবিত্র কুরআনের কোথাও পরোক্ষ ভাবেও নেই।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মক্কার মত কাবা নামটিও আল্লাহর অজ্ঞাত নয়, পবিত্র কুরআনের দুটি যায়গায় কাবাতি (৫:৯৫) এবং কাবাতাল বাইতাল হারাম (৫:৯৭) উল্লেখ রয়েছে। যা কোন ভাবেই প্রচলিত এবং মহান আল্লাহর উল্লেখিত হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন অনুবাদকগণ এবং তথাকথিত ইতিহাসবিদগণ পবিত্র কুরআনের যে সকল শব্দের জন্য মক্কা ও কাবা-কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা হয় কুরআনের ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না অথবা শয়তানের বন্ধু সেজে এই ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত অর্থে (৩:৯৭) এই আয়াতের শেষ অংশ হচ্ছে মানুষের তরফ থেকে **আর আল্লাহর গৃহের হজ্ব- যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার পথ খুঁজে পায় তার জন্য।** এখানে আর্থিক স্বচ্ছলতা বা ফরজ হওয়ার কোন শব্দ-ই নেই। প্রকৃত পক্ষে মুসলিম সমাজ পবিত্র কুরআনের সেই যায়গাটি হারিয়ে ফেলেছে প্রচলিত ইতিহাস, সীরাত ও অন্যান্য লাহওয়াল কিতাবকে বিশ্বাস করে।

পরিশেষে, প্রচলিত ইসলামের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি রয়েছে বিদায় হজ্ব নিয়ে, পবিত্র কুরআনের আলোকে ইব্রাহিমের প্রথম হজ্ব এবং পবিত্র কুরআন নাজিলকৃত নবীর জীবনে একবার হজ্জের ঘোষণা ছাড়া আর কোন ধরণের তথ্য পাওয়া যায় না। তাই নবীর আহ্বানে সেই হজ্ব-কে বিদায় হজ্ব বলা যায়, কারণ তারপর আর কোন নবী দুনিয়াতে আসে নাই। মূলত মুসলিম সমাজ পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত আল বাইত, বাইতুল আতিক, মসজিদুল হারাম, বাইতুল মুহাররাম, মাশআরে হারাম, কাবা এবং উম্মুল কোরা এই শব্দগুলির ব্যবহারে চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। তাই পবিত্র কুরআন নিয়ে গভীর গবেষণা অতীব জরুরি এবং মহান আল্লাহ এই ব্যাপারে ধিক্কার পর্যন্ত দিয়েছেন আমাদের অন্তরে কি তালা লেগে গেছে? কেন আমরা এই পবিত্র কুরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করি না। তাই পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রচলিত হজ্জের অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।প্রকৃত মুসলিম সমাজকে এখন খুঁজতে হবে সেই মহান যায়গাটি যা ইতিহাসের মারপ্যাঁচে হারিয়ে গেছে এবং ইব্রাহিমের সত্যিকার মাকামে ইব্রাহিম।

৪.১ সিয়াম (রোজা)

প্রথমেই সিয়াম (রোজা) সম্পর্কে। পবিত্র কুরআনের (২:১৮৩) স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে সিয়াম (রোজা) পূর্বেও **ফরজ** ছিল এবং বর্তমানেও ফরজ এবং তা কেবলমাত্র ঈমানদারগণের জন্য, তাই কোন ধরণের বিতর্ক নেই। ঈমানদারগণ যেন সংযমশীল হতে পারেন মূলত এই উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ যে, সিয়াম (রোজা) কারিগণকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে এবং তা পবিত্র কুরআনের আলোকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববতী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও সিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে নির্ধারণ করা হল যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো।

O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed upon those before you that you may become righteous

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩ (২:১৮৩)

এই ফরজ মাত্র **কয়েক দিনের জন্য** (২:১৮৪) তবে অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে সফরে থাকলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু যিনি তাও পারবে না অর্থাৎ কষ্টকর হবে সে একজন দরিদ্রকে আহার করাবে। মূল কথা হচ্ছে এই সিয়াম পালন-ই সর্বাধিক উত্তম।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।

[Fasting for] a limited number of days. So whoever among you is ill or on a journey [during them] - then an equal number of days [are to be made up]. And upon those who are able [to fast, but with hardship] - a ransom [as substitute] of feeding a poor person [each day]. And whoever volunteers excess - it is better for him. But to fast is best for you, if you only knew.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৮৪ (২:১৮৪)

সেই নিদৃষ্ট দিনগুলি কখন তা বলা হয়েছে (২:১৮৫)-এ অর্থাৎ রমযান মাস। যখন রমযান মাস শুরু হবে তখন রোজা রাখব এবং যখন শেষ হবে রোজাও শেষ হয়ে যাবে। এই আয়াতে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে যে এই মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। কুরআন নাযিলের ইতিহাস আমরা যে যেভাবে জানি তা তার ব্যক্তিগত অর্জন, জানা এবং জ্ঞান কিন্তু পবিত্র কুরআন এখানে কোন ধরণের বক্রতা রাখেন নাই এই বুঝতে যে একটি মাস এবং এই মাসে-ই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ
الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।

The month of Ramadhan [is that] in which was revealed the Qur'an, a guidance for the people and

clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights [the new moon of] the month, let him fast it; and whoever is ill or on a journey - then an equal number of other days. Allah intends for you ease and does not intend for you hardship and [wants] for you to complete the period and to glorify Allah for that [to] which He has guided you; and perhaps you will be grateful.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫ (২:১৮৫)

নিচের আয়াত (২:১৮৭) এ যে মূল বিষয়গুলি আমাদের বলে দিয়েছেন তা হচ্ছে রমযানের রাতে (দিনে নয়) স্ত্রী সহবাস করা যাবে, তবে যদি কেউ মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় থাকেন তার জন্য এই বিধান প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে আমরা কতক্ষন সিয়াম পালন করব। তা হচ্ছে ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলে আমাদের পানাহার বন্ধ এবং তা অব্যাহত থাকবে রাত পর্যন্ত। এখানে ভোরের ব্যাপারে তেমন কোন জটিলতা দেখা না গেলেও ইফতার নিয়ে রয়েছে অনেক বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি নিয়ে নিচে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতের মাধ্যমেই বিষয়টি তুলে ধরা হল।

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا
عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের

সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives [for sexual relations]. They are clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. So now, have relations with them and seek that which Allah has decreed for you. And eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you from the black thread [of night]. Then complete the fast until the sunset. And do not have relations with them as long as you are staying for worship in the mosques. These are the limits [set by] Allah, so do not approach them. Thus does Allah make clear His ordinances to the people that they may become righteous.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭ (২: ১৮৭)

৪.২ ইফতারের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি

মূলত ফরজ সিয়াম (রোজা) সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত চারটি আয়াত-ই শেষ, অর্থাৎ এই সম্পর্কে আর কোন আয়াত নেই। পরবর্তী যে সকল সিয়াম (রোজা) রয়েছে তা হচ্ছে কাফফারা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। যাইহোক, ইফতারের সময় নিয়ে যে বিভ্রান্তি তা হচ্ছে উপরের আয়াত (২:১৮৭)এ এই সময়কে (اِلَى الَّيۡلِ) ইলাল লাইল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। লাইল শব্দটি পবিত্র কুরআনের অনেক যায়গায় রয়েছে যার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার আমরা করে থাকি (১১:১১৪)টি। এখানে বলা হয়েছে (طَرَفَيِ النَّهَارِ) তারা ফা-ইন-নাহারী অর্থাৎ দিনের দুই প্রান্তে এবং এই অনুযায়ী আমার মাগরিব সালাত নির্ধারণ করেছি। তাই মাগরিব কি দিনের শেষ প্রান্তে নয়? কারণ এখানে (وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ) ও জুলফা মিনল লাইল অর্থাৎ রাতের প্রথম অংশে, যা আমরা এশার সালাত হিসাবে নির্ধারণ করেছি। তাই সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই বলা যায় মাগরিব অর্থাৎ দিনের শেষ প্রান্ত ইফতারের সময় হতে পারে না। প্রচলিত এশার পর্যন্ত না হলেও মাগরিব ইফতার নয় এটি পরিষ্কার। তবে রাত পর্যন্ত বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে কোন ভাবেই দিনের আলো থাকতে পারবে না। প্রচলিত মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তি সময়টি অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ

আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু’ প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।

And establish prayer at the two ends of the day and at the approach of the night. Indeed, good deeds do away with misdeeds. That is a reminder for those who remember.

সূরাঃ হূদ, আয়াত ১১৪ (১১:১১৪)

৪.৩ হাজীদের জন্য সিয়াম (রোজা)

وَ اَتِمُّوا الۡحَجَّ وَ الۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡىِ ۚ وَ لَا تَحۡلِقُوۡا رُءُوۡسَكُمۡ حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡهَدۡىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ بِهٖۤ اَذًى مِّنۡ رَّاۡسِهٖ فَفِدۡيَةٌ مِّنۡ صِيَامٍ اَوۡ صَدَقَةٍ اَوۡ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنۡتُمۡ ۪ فَمَنۡ تَمَتَّعَ بِالۡعُمۡرَةِ اِلَى الۡحَجِّ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡىِ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الۡحَجِّ وَ سَبۡعَةٍ اِذَا رَجَعۡتُمۡ ؕ تِلۡكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ اَهۡلُهٗ حَاضِرِى الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ‘উমরাহকে পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুন্ডন করো না, তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া দিবে এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ ‘উমরাহকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন রোযা পালন করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

And complete the Hajj and 'umrah for Allah. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity or sacrifice. And when you are secure, then whoever performs 'umrah [during the Hajj months] followed by Hajj [offers] what can be obtained with ease of

sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three days during Hajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Haram. And fear Allah and know that Allah is severe in penalty.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯৬ (২: ১৯৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ
عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ

হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু' জন ন্যায়পরায়ণ লোক- কুরবানীর জন্তু হিসাবে কা' বায় পৌঁছতে হবে। অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

O you who have believed, do not kill game while you are in the state of ihram. And whoever of you kills it intentionally - the penalty is an equivalent from sacrificial animals to what he killed, as judged by two just men among you as an offering [to Allah] delivered to the Ka'bah, or an expiation: the feeding of needy people or the equivalent of that in fasting, that he may taste the consequence of his deed. Allah has pardoned

what is past; but whoever returns [to violation], then Allah will take retribution from him. And Allah is Exalted in Might and Owner of Retribution.

সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত ৯৫ (৫:৯৫)

৪.৪ ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করা হলে যে সিয়াম (রোজা)

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰۤى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু' মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment presented to the deceased's family [is required] unless they give [up their right as]

charity. But if the deceased was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively, [seeking] acceptance of repentance from Allah. And Allah is ever Knowing and Wise.

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত ৯২ (৪:৯২)

৪.৫ কসমের জন্য যে সিয়াম (রোজা)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغۡوِ فِيۡۤ اَيۡمَانِكُمۡ وَ لٰكِنۡ يُّؤَاخِذُكُمۡ بِمَا عَقَّدۡتُّمُ الۡاَيۡمَانَ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيۡنَ مِنۡ اَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُوۡنَ اَهۡلِيۡكُمۡ اَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ اَوۡ تَحۡرِيۡرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيۡمَانِكُمۡ اِذَا حَلَفۡتُمۡ ؕ وَ احۡفَظُوۡۤا اَيۡمَانَكُمۡ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের কসমের কাফফারা, যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

Allah will not impose blame upon you for what is meaningless in your oaths, but He will impose blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So

its expiation is the feeding of ten needy people from the average of that which you feed your [own] families or clothing them or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] - then a fast of three days [is required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths. Thus does Allah make clear to you His verses that you may be grateful.

সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত ৮৯ (৫:৮৯)

৪.৬ স্ত্রীদের সাথে ‘যিহার’ করার জন্য যে সিয়াম (রোজা)

وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ‘যিহার’ করে অতঃপর তারা যা বলেছে তা থেকে ফিরে আসে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

And those who pronounce thihar from their wives and then [wish to] go back on what they said - then [there must be] the freeing of a slave before they touch one another. That is what you are admonished thereby; and Allah is Acquainted with what you do.

সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত ৩ (৫৮:৩)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ تِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

কিন্তু যে তা পাবে না, সে লাগাতার দু’ মাস সিয়াম পালন করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। এ বিধান এ জন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

And he who does not find [a slave] - then a fast for two months consecutively before they touch one another; and he who is unable - then the feeding of sixty poor persons. That is for you to believe [completely] in Allah and His Messenger; and those are the limits [set by] Allah. And for the disbelievers is a painful punishment.

সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত ৪ (৫৮: ৪)

৪.৭ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সিয়াম (রোজা) কারিগনের জন্য

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient

men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so - for them Allah has prepared forgiveness and a great reward.

সূরাঃ আল-আহযাব, আয়াত ৩৫ (৩৩:৩৫)

৪.৮ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নবীর জন্য

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ يُّبۡدِلَهٗۤ اَزۡوَاجًا خَيۡرًا مِّنۡكُنَّ مُسۡلِمٰتٍ مُّؤۡمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبۡكَارًا

সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন, যারা মুসলিম, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারী, ‘ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।

Perhaps his Lord, if he divorced you [all], would substitute for him wives better than you - submitting [to Allah], believing, devoutly obedient, repentant, worshipping, and traveling - [ones] previously married and virgins.

সূরাঃ আত-ত্বলাক্ব, আয়াত ৫ (৬৬:৫)

সিয়াম (রোজা) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উপরে উল্লেখিত ঐ সকল আয়াত ব্যতীত আর কোন প্রত্যক্ষ আয়াত নেই। এখানে উল্লেখ যে কোন কোন অনুবাদকগণ (৯:১১২)-এ (ٱلسَّٰٓئِحُونَ) এর অর্থ সিয়াম পালনকারী অনুবাদ করেছেন কিন্তু এই শব্দটিকে আমার কাছে হিজরত/ভ্রমণকারী (travelers) বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে তাই বাদ দেয়া হল। তবে এই আয়াত সালাতের বিধিবিধানের জন্য কোন কিছু-ই উল্লেখ নেই, কেবলমাত্র মহান আল্লাহ এখানে কতগুলি গুনের অধিকারিগনেক সুসংবাদ দিয়েছেন। পরিশেষে, সিয়াম (রোজা) সম্পর্কে তেমন কোন বিভান্তি নেই শুধুমাত্র দুটি বিষয় ছাড়া প্রথমত ইফতারের সময় এবং দ্বিতীয়ত রমযান মাস নির্ধারণ নিয়ে। ইফতারের বিভ্রান্তিটি একটি আয়াতের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে যা একজন নিজের বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সহজেই সমাধান করে নিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যাটি ব্যাপক যা পটভূমিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৯ হজ্ব

নিচে হজ্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি তুলে ধরা হল। দুনিয়ার কোন আদম সন্তান-ই ভুলের উর্ধে নয়, আর যেহেতু আমি সেই একজন সাধারণ আদম সন্তান। তাই নিচের আয়াত ছাড়া যদি এমন কোন আয়াত আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, যা আমি পটভূমিতে লিখেছি তার সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তা হলে আমাকে ইমেইল করলে, যদি বেঁচে থাকি এই লেখাকে পুনঃসংস্কার করে সংশোধন করে নিব। পটভূমি পড়লেই একজন খুব সহজে-ই বুঝতে পারবেন মূল সমস্যা কোথায় সৃষ্টি হয়েছে। এখানে নিচের আয়াতগুলিকে আমি কোন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলাম না। শুধুমাত্র অনুরোধ রইল, আয়াতগুলির একাধিক অনুবাদ দেখার সাথে সাথে আরবি পড়ার। কেউ যদি আরবি পড়তে নাও পারেন, তবে বর্তমানে খুব সহজেই বিভিন্ন লিংকে গিয়ে আরবি শুনতে পারেন। মনযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন কোথায় মহান আল্লাহ বাক্কা, আর কোথায় মক্কা, আল বাইত, বাইতুল আতিক,মসজিদ, মসজিদুল হারাম, কিবলা, বাইতুল মুহাররাম, সাফা, মারওয়া, মাশআরে হারাম, কাবা এবং উম্মুল কোরা ব্যবহার করেছেন। আর এই গুলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

৪.১০ চাঁদ দেখে হজ্ব শুরু

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ
تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, ‘তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক’। আর ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। কিন্তু ভাল কাজ হল, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা গৃহসমূহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।

They ask you, [O Muhammad], about the new moons. Say, "They are measurements of time for the people and for Hajj." And it is not righteousness to enter houses from the back, but righteousness is [in] one

who fears Allah. And enter houses from their doors. And fear Allah that you may succeed.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৮৯ (২:১৮৯)

৪.১১ হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ

اَلۡحَجُّ اَشۡهُرٌ مَّعۡلُوۡمٰتٌ ۚ فَمَنۡ فَرَضَ فِيۡهِنَّ الۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوۡقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِى الۡحَجِّ ؕ وَ مَا تَفۡعَلُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يَّعۡلَمۡهُ اللّٰهُ ؕ وَ تَزَوَّدُوۡا فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰى ۫ وَ اتَّقُوۡنِ يٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ

হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল কাজের যা কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।

Hajj is [during] well-known months, so whoever has made Hajj obligatory upon himself therein [by entering the state of ihram], there is [to be for him] no sexual relations and no disobedience and no disputing during Hajj. And whatever good you do - Allah knows it. And take provisions, but indeed, the best provision is fear of Allah. And fear Me, O you of understanding.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯৭ (২:১৯৭)

৪.১২ প্রথম ঘর বাক্কায় সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না' ।

Say, "Allah has told the truth. So follow the religion of Abraham, inclining toward truth; and he was not of the polytheists."

সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত ৯৫ (৩:৯৫)

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।

Indeed, the first House [of worship] established for mankind was that at Beqaa (Makkah) - blessed and a guidance for the worlds.

সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত ৯৬ (৩: ৯৬)

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ۬ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।

In it are clear signs [such as] the standing place of Abraham. And whoever enters it shall be safe. And

[due] to Allah from the people is a pilgrimage to the House - for whoever is able to find thereto a way. But whoever disbelieves - then indeed, Allah is free from need of the worlds.

সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত ৯৭ (৩: ৯৭)

৪.১৩ প্রথম হজ্জের ঘোষণা

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِيۡمَ مَكَانَ الۡبَيۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِكۡ بِىۡ شَيۡـًٔا وَّ طَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡقَآئِمِيۡنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ

‘আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য’ ।

And [mention, O Muhammad], when We designated for Abraham the site of the House, [saying], "Do not associate anything with Me and purify My House for those who perform Tawaf and those who stand [in prayer] and those who bow and prostrate.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ২৬ (২২:২৬)

وَ اَذِّنۡ فِى النَّاسِ بِالۡحَجِّ يَاۡتُوۡكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاۡتِيۡنَ مِنۡ كُلِّ فَجٍّ عَمِيۡقٍ

‘আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে’ ।

And proclaim to the people the Hajj [pilgrimage]; they will come to you on foot and on every lean camel; they will come from every distant pass.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ২৭ (২২: ২৭)

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

‘যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও’ ।

That they may witness benefits for themselves and mention the name of Allah on known days over what He has provided for them of [sacrificial] animals. So eat of them and feed the miserable and poor.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ২৮ (২২: ২৮)

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

‘তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে’ ।

Then let them end their untidiness and fulfill their vows and perform Tawaf around the ancient House."

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ২৯ (২২:২৯)

ذٰلِكَ ۞ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

এটিই বিধান আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তা-ই তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু; তবে যা তোমাদের কাছে পাঠ করা হয় সেগুলি ছাড়া। সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর

That [has been commanded], and whoever honors the sacred ordinances of Allah - it is best for him in the sight of his Lord. And permitted to you are the grazing livestock, except what is recited to you. So avoid the uncleanliness of idols and avoid false statement,

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩০ (২২: ৩০)

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ
فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিম্বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় নিক্ষেপ করল।

Inclining [only] to Allah, not associating [anything] with Him. And he who associates with Allah - it is as though he had fallen from the sky and was snatched by the birds or the wind carried him down into a remote place.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩১ (২২: ৩১)

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।

That [is so]. And whoever honors the symbols of Allah - indeed, it is from the piety of hearts.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩২ (২২: ৩২)

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

এসব চতুষ্পদ জন্তুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, তারপর এগুলোর কুরবানীর স্থান হবে প্রাচীন ঘরের নিকট।

For you the animals marked for sacrifice are benefits for a specified term; then their place of sacrifice is at the ancient House.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩৩ (২২: ৩৩)

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও,

And for all religion We have appointed a rite [of sacrifice] that they may mention the name of Allah over what He has provided for them of [sacrificial] animals. For your god is one God, so to Him submit. And, [O Muhammad], give good tidings to the humble [before their Lord]

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩৪ (২২: ৩৪)

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

Who, when Allah is mentioned, their hearts are fearful, and [to] the patient over what has afflicted them, and the establishers of prayer and those who spend from what We have provided them.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩৫ (২২: ৩৫)

وَ الۡبُدۡنَ جَعَلۡنٰهَا لَكُمۡ مِّنۡ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمۡ فِيۡهَا خَيۡرٌ ۖ فَاذۡكُرُوا اسۡمَ اللّٰهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتۡ جُنُوۡبُهَا فَكُلُوۡا مِنۡهَا وَ اَطۡعِمُوا الۡقَانِعَ وَ الۡمُعۡتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرۡنٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ

আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

And the camels and cattle We have appointed for you as among the symbols of Allah; for you therein is good. So mention the name of Allah upon them when lined up [for sacrifice]; and when they are [lifeless] on their sides, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have We subjected them to you that you may be grateful.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩৬ (২২: ৩৬)

لَنۡ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوۡمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنۡ يَّنَالُهُ التَّقۡوٰى مِنۡكُمۡ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمۡ ؕ وَ بَشِّرِ الۡمُحۡسِنِيۡنَ

আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশ্ত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সে সবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে

তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

Their meat will not reach Allah, nor will their blood, but what reaches Him is piety from you. Thus have We subjected them to you that you may glorify Allah for that [to] which He has guided you; and give good tidings to the doers of good.

সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত ৩৭ (২২: ৩৭)

৪.১৪ কুরআনের নবীর হজ্জের ঘোষণা

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

And [it is] an announcement from Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah is disassociated from the disbelievers, and [so is] His Messenger. So if you repent, that is best for you; but if you turn away - then know that you will not cause failure to Allah. And give tidings to those who disbelieve of a painful punishment.

সূরাঃ আত-তাওবা, আয়াত ৩ (৯:৩)

৪.১৫ হাজীদের জন্য সিয়াম (রোজা)

وَ اَتِمُّوا الۡحَجَّ وَ الۡعُمۡرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنۡ اُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡىِ ۚ وَ لَا تَحۡلِقُوۡا رُءُوۡسَكُمۡ حَتّٰى يَبۡلُغَ الۡهَدۡىُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ بِهٖۤ اَذًى مِّنۡ رَّاۡسِهٖ فَفِدۡيَةٌ مِّنۡ صِيَامٍ اَوۡ صَدَقَةٍ اَوۡ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنۡتُمۡ ۪ فَمَنۡ تَمَتَّعَ بِالۡعُمۡرَةِ اِلَى الۡحَجِّ فَمَا اسۡتَيۡسَرَ مِنَ الۡهَدۡىِ ۚ فَمَنۡ لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الۡحَجِّ وَ سَبۡعَةٍ اِذَا رَجَعۡتُمۡ ؕ تِلۡكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ اَهۡلُهٗ حَاضِرِى الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাজ্জ ও ‘উমরাহকে পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুন্ডন করো না, তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া দিবে এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ ‘উমরাহকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন রোযা পালন করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

And complete the Hajj and 'umrah for Allah. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity or sacrifice. And when you are secure, then whoever performs 'umrah [during the Hajj months] followed by Hajj [offers] what can be obtained with ease of

sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three days during Hajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Haram. And fear Allah and know that Allah is severe in penalty.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯৬ (২:১৯৬)

৪.১৬ সাফা ও মারওয়া

اِنَّ الصَّفَا وَ الۡمَرۡوَةَ مِنۡ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنۡ حَجَّ الۡبَيۡتَ اَوِ اعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ اَنۡ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَ مَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيۡمٌ

নিশ্চয়ই ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহে ‘হাজ্জ’ অথবা ‘উমরাহ’ পালন’ করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।

Indeed, as-Safa and al-Marwah are among the symbols of Allah. So whoever makes Hajj to the House or performs 'umrah - there is no blame upon him for walking between them. And whoever volunteers good - then indeed, Allah is appreciative and Knowing.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৫৮ (২:১৫৮)

৪.১৭ আরাফা ও মাশ'আরুল হারাম

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۗلِّيْنَ

তোমাদের উপর কোন পাপ নেই যে, তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে। সুতরাং যখন তোমরা আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord [during Hajj]. But when you depart from 'Arafat, remember Allah at al- Mash'ar al-Haram. And remember Him, as He has guided you, for indeed, you were before that among those astray.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯৮ (২:১৯৮)

৪.১৮ বিদায় পর্ব

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

Then depart from the place from where [all] the people depart and ask forgiveness of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ১৯৯ (২: ১৯৯)

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۭ فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই।

And when you have completed your rites, remember Allah like your [previous] remembrance of your fathers or with [much] greater remembrance. And among the people is he who says, "Our Lord, give us in this world," and he will have in the Hereafter no share.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২০০ (২: ২০০)

وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّقُوۡلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنۡيَا حَسَنَةً وَّ فِى الۡاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

But among them is he who says, "Our Lord, give us in this world [that which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us from the punishment of the Fire."

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২০১ (২: ২০১)

اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيۡبٌ مِّمَّا كَسَبُوۡا ؕ وَ اللّٰهُ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ

তারা যা অর্জন করেছে তার হিস্যা তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।

Those will have a share of what they have earned, and Allah is swift in account.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২০১ (২: ২০২)

৪.১৯ সংক্ষিপ্তকরণ

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

এবং নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর কেহ যদি দু'দিনের মধ্যে (মাক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দু ' দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই সন্নিধানে সমবেত করা হবে।

And remember Allah during [specific] numbered days. Then whoever hastens [his departure] in two days - there is no sin upon him; and whoever delays [until the third] - there is no sin upon him - for him who fears Allah. And fear Allah and know that unto Him you will be gathered.

সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত ২০৩ (২:২০৩)

ইব্রাহিমী ধর্মে হজ্ব হচ্ছে মানব জাতির জন্য একটি নিদৃষ্ট সময়ে একটি নিদৃষ্ট স্থানে কতিপয় বিধিনিষেধ মেনে সকল মানুষের মিলন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ব। যা খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মে প্রায় বিলুপ্ত কিন্তু ইসলাম ধর্মে যা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআনের ভাষায় লাহওয়াল হাদিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হজ্জের সাথে প্রচলিত হজ্জকে আমি মনে প্রাণে কোন ভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ন করি না, বরং মুসলিম বিশ্বের উপর আমার আফসোস হয় তারা কিভাবে তাদের অর্জিত অর্থ ও শারীরিক কষ্ট দিয়ে এই হজ্ব আল্লাহর বিধান মনে করেন। প্রথমত হজ্জের প্রথম ঘোষণা ইব্রাহিম থেকে এসেছে এবং তা সকল মানুষের জন্য এবং একই ভাবে কুরআনের নবীর ক্ষেত্রেও তাদের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ সকল মানুষ। দ্বিতীয়ত হজ্জের জন্য নির্ধারিত স্থান বলা হয়েছে বাক্কা যেখানে রয়েছে প্রথম ঘর। বলা হয়েছে সেখানে রয়েছে ইব্রাহিমের অবস্থানের প্রত্নতাত্বিক অনেক নিদর্শন এবং মহান আল্লাহর বাস্তব নিদর্শনের বর্ণনা, কিন্তু মক্কা সম্পর্কে তেমন কোন বিশেষ বর্ণনা নেই। তাই বাক্কা কোন ভাবেই মক্কা হতে পারে না। তৃতীয়ত মহান আল্লাহর বাস্তব নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সাফা, মারওয়া, এবং মাশ'আরে হারাম। একজন শিশুও সাফা ও মারওয়াকে পাহাড় হিসাবে মেনে নিবে না। আরাফা হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র। অর্থাৎ এই চারটি আল্লাহর আল্লাহর বাস্তব নিদর্শন হিসাবে ইসলামী পন্ডিতগণ তাদের কিছু বস্তা পঁচা ইতিহাস ছাড়া আর কিছু-ই উপস্থাপন করতে পারবেন না।

প্রচলিত যে গল্প সাঁজানো হাজেরা ও ইসমাঈলের নামে। তা হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি কারণ হাজেরা নামে নারীর নাম পবিত্র কুরআনে নেই, তাই তাকে অনুসরণের কোন প্রশ্ন-ই আসে না। তবে গল্পটি স্পষ্ট করেছে ইসমাঈলকে যেখানে রাখা হয়েছিল অর্থাৎ যেখানে এখন যমযম সেখানে এমন কি সেই এলাকায় কোন পানি ছিল না। যেখানে পানি থাকে না সেখানে মানুষ ঘর বাধে না এবং কি সেই গল্পেও নেই। তা হলে সেই যায়গায় পৃথিবীর প্রথম ঘর কিভাবে হয়? মহান আল্লাহ বাইতুল্লাহকে তাই বলেছেন এবং তার অবস্থান একটি শহরের মা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল পৃথিবীর প্রথম মানব বা প্রথম নবী নন। ভাই পবিত্র কুরআনের ১৮টি স্থানে মাকাম শব্দ রয়েছে ১৬টি যায়গা হচ্ছে স্বল্প বা দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান কিন্তু এই দুই যায়গায় পায়ের ছাপ রেখে দিয়ে ইব্রাহিমকে রাজমিস্ত্রি কেন বানালেন? মহান আল্লাহতো তা বলেন নাই যে ইব্রাহিম এই ঘর বানিয়েছেন বরং তাকে পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। তাই প্রচলিত গল্পের পিছনে যে ভিন্ন কিছু রয়েছে তা এখন স্পষ্ট। হয়তঃ খুব দ্রুতই এই বিষয়ে গবেষণা লব্ধ জ্ঞান আমাদের নিকট চলে আসবে।

সমাপ্ত